অনুবাদক

দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

রুশিয়ার কাউণ্ট টলস্টয়কে যুগাবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকল দেশেই দেখা যায়, সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন সম্প্রদায়েই ধর্ম্মবীর, সাহিত্যরথী, বিজ্ঞানাচার্য্য, রাজনীতিক নেতা প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। কাউণ্ট টলস্টয় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি রুশিয়াব ক্ষমতাগর্ব্বিত—স্বাধিকারপ্রমত্ত—বিলাসী অভিজাত সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের দরিদ্র, অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত লোকের দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিযাছেন। তাঁহার শিক্ষা যদি জগতে গৃহীত হয় তবে এই শোকদুঃখময় সংসার নন্দনে পরিণত হইবে। যখন জার্ম্মাণ যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইবার পূর্ব্বে রুশিয়ার অবস্থা বিবেচনা করা যায়, তখন সেই দেশে বিলাসী অভিজাত সম্প্রদায়ে টলস্টয়ের আবির্ভাব পঙ্কিল সলিল পঙ্কজের বিকাশের মতই বোধ হয়। যে প্রাকৃতিক নিয়মে পঙ্কিল জলে পদ্মের ও অভিজাত সম্প্রদায়ে টলস্টয়ের আবির্ভাব সে নিয়ম—নিয়ম কি ব্যতিক্রম তাহা কে বলিবে?

টলস্টয় ঋষি—টলস্টয় সাহিত্য-শিল্পী। টলস্টয়ের ঋষিত্ব-গৌরব অধিক কি সাহিত্য-শিল্পীর কৃতিত্ব অধিক, তাহার বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার সাহিত্য-সাধনাও শেষে তাঁহার উদার মতে প্রভাবিত হইয়াছিল; তিনি সাহিত্যের পথে তাঁহার মত জগতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

টলস্টয়ের মত প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক পৃথিবীতে দুর্ল্লভ। তাঁহার রচনায় জটিল মনস্তত্ত্বের যেরূপ বিশ্লেষণ দেখা যায়—মানব চরিত্রাভিজ্ঞতার যে পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সচরাচর দেখা যায় না।

বিশেষ তাঁহার উপন্যাসে সমসাময়িক রুশ সমাজের যে চিত্র মানসপটে প্রতিফলিত হয় তাহা সযত্নে সংরক্ষিত হইবার উপযুক্ত।

দুঃখের বিষয় এতদিন বাঙ্গালী পাঠক টল্‌স্টয়ের রচনার সহিত অপরিচিত ছিলেন। আমরা ইংরাজের দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতার নিন্দা করি, কিন্তু ইংরাজ সকল দেশের সাহিত্যের উৎকৃষ্ট রচনা আপনার মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া ইংরাজ পাঠককে তাহার রচনাস্বাদনের সুযোগ দিয়াছেন,—বাঙ্গালী লেখকের রচনাও বাদ পড়ে নাই। এ বিষয়ে আমাদের সংকীর্ণতার সীমা নাই। তাই আজ টল্‌স্টয়ের কয়েকটি গল্পের বাঙ্গালা অনুবাদ পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। অনুবাদ কঠিন কার্য্য। এন্‌ড্রু লাং ও পল্ সিলভেষ্টার যথার্থই বলিয়াছেন, কোন কোন কৌশল লুপ্ত হইয়াছে—অনুবাদের কৌশল কখন আবিষ্কৃত হয় নাই। যিনি টল্‌স্টয়ের গল্প কয়টির অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহাকে, বোধ হয় রুশ ভাষায় রচিত গল্পের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তবুও তিনি অনুবাদে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

আমরা আশা করি, বাঙ্গালী পাঠক টল্‌স্টয়ের এই রচনা পাঠ করিয়া আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিবেন এবং তাঁহাদের আদরে উৎসাহিত হইয়া গ্রন্থকার আমাদিগকে টল্‌স্টয়ের আরও রচনা উপহার দিবেন।

২রা শ্রাবণ, ১৩২৬। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

*

* *

সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ক্ষোভে ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ ছিল জগজন
অন্ধকূপে বন্দী সম ; তুমি খুলে দিলে বাতায়ন,
ওগো ঋষি রুশিয়ার ! মুক্তরন্ধ্রে স্বর্গের বাতাস
প্রবেশিলে অন্ধকূপে ; বিশ্ববাসী বাঁচিল নিশ্বাস
ফেলি ; ওগো টল্‌স্টয় ! বিনাশিলে তুমি মহাভয়
মানবের ; প্রচারিলে পৃথ্বীতলে বিশ্বাসের জয় ।
মহাবৈষম্যের মাঝে প্রচারিলে সাম্যের বারতা,
উচ্চারিলে, দ্রষ্টা ! তুমি, মহা মিলনের পূর্ব্বকথা !
বাণী তব মৃত্যুহীন এ মর্ত্ত্যভুবনে
ওগো মৃত্যুঞ্জয় কবি ! হে মনীষি, জাগে আজি মনে
সিদ্ধার্থের সুপ্ত স্মৃতি,—তোমার শুনিয়া কণ্ঠরব,
সেই সুর, সেই কথা ; তারি মত—তারি মত সব !
সেই ত্যাগ ! সেই তপ ! সে মহামৈত্রীর বাখান !
বুদ্ধকল্প বিশ্বপ্রেমে বর্ত্তমান তুমি মহাপ্রাণ !

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

নিবেদন

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী ও কর্ম্মবীর, রুশিয়ার যুগপ্রবর্ত্তক কাউণ্ট টলস্টয়ের জগদ্বিখ্যাত কয়েকটি গল্পের সরল স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। ক্ষুদ্রশক্তি আমি, আমার এই প্রয়াসে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বাংলার পাঠক-পাঠিকা তার বিচার করিবেন।

এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, "বসুমতী"র বিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকায় সব কথা বলিয়াছেন; এজন্য তাঁর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

চুঁচুড়া
১লা বৈশাখ,
১৩২৯।

বিনীত
শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

সূচী

—

সফল স্বপ্ন

মার্টিন নামে এক মুচী কোনও এক নগরে বাস করিত। তার ঘরের নীচের তলায় ছোট একটা কামরা। বাড়ীর সামনেই রাস্তা। ঘরের জানালা রাস্তার দিকে। জানালাটা এতই ছোট যে, উহাতে বসিয়া রাস্তা দিয়া যে সব লোক চলিয়া যাইত তাদের কেবল পা দেখিতে পাওয়া যাইত। মার্টিন সেখানকার সকলকেই চিনিত, এমন কি জুতা দেখিয়া লোক চিনিতে পারিত। সে বহুদিন সেখানে বাস করিতেছে। সেখানে এমন কেহই ছিল না, যার জুতা মার্টিন দুই-একবার মেরামত করে নাই। সে প্রায়ই জানালায় বসিয়া লোকদের পায়ে নিজের মেরামত-করা জুতা দেখিত। সেগুলির মধ্যে কতকগুলির সে তলা বদ্‌লাইয়াছে, কতকগুলিতে তালি মারিয়াছে, কতকগুলি সেলাই করিয়াছে, আর কতকগুলির উপরের চামড়া ফেলিয়া দিয়া নূতন সাজ লাগাইয়া দিয়াছে। সে খুব ভাল কাজ করিত, আর বেশী মজুরী চাহিত না বলিয়াই লোকে তাকে বিশ্বাস করিত এবং কাজ দিত। কাজের ভার লইয়া সে কথার খেলাপ করিত না এবং যা পারিবে না এমন কাজও লইত না।

এইজন্যই সকলে তাকে ভালবাসিত। মুচী হইলেও মার্টিন ছিল খুব ভাল লোক। বৃদ্ধবয়সে সে সব কাজ ছাড়িয়া আত্মা ও ভগবানের চিন্তায় মন দিয়াছিল।

কিন্তু তখনও সে একজন লোকের কাজ করিত। কেবল একটি

তিন বছরের ছেলে ছাড়া সংসারে আর কেহই তার ছিল না—স্ত্রী পুত্র সবই ছিল বটে, কিন্তু একে একে সব কয়টিকেই যমের মুখে দিয়াছিল।

প্রথমে মার্টিন মনে করিয়াছিল যে, এই ছেলেটিকে তার ভগিনীর কাছে রাখিবে, কিন্তু ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে ভাবিয়া তার মন কেমন করিতে লাগিল। সে ভাবিল, 'ক্যাপিটন আমার বড্ড ছোট, একটি অপরিচিত পরিবারের ভেতর ওর থাক্‌তে ভয়ানক কষ্ট হবে। ওকে আমি আমার কাছেই রাখ্‌ব।'

তার মনিবের কাজ ছাড়িয়া দিয়া ছোট ছেলেটিকে লইয়া মার্টিন বসিয়া রহিল। কিন্তু ছেলে-মেয়ে লইয়া সুখে থাকা তার অদৃষ্টে ছিল না। ছেলেটি বেশ বড় হইয়াছে, মার্টিনকে সাহায্য করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে, মার্টিনের শেষ-বয়সের আশা-ভরসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময়েই তার ব্যারাম হইল। এক সপ্তাহকাল ভয়ানক জ্বরে কষ্ট পাইয়া ছেলেটি মরিয়া গেল। মার্টিন নিজেই ছেলেটিকে কবর দিয়া আসিল। সে এতই ভাঙ্গিয়া পড়িল যে, ভগবানে বিশ্বাস হারাইতে বসিল। এই বুড়ো বয়সে তার নিজের মৃত্যু হইল না! সবে একটি ছেলে, সেও গেল! অত্যন্ত কাতর হইয়া সে আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিল তার যেন মৃত্যু হয়। ইহার পর সে গীর্জ্জায় যাওয়া বন্ধ করিল।

একদিন মার্টিনের গ্রামস্থ একজন বৃদ্ধ ট্রয়েট্‌সার মঠ হইতে ফিরিবার সময়ে মার্টিনের কাছে আসিলেন। তিনি গত আট বৎসর তীর্থ করিয়া বেড়াইতেছেন। সেই বৃদ্ধের সঙ্গে মার্টিনের কথাবার্ত্তা চলিল। মার্টিন প্রাণ খুলিয়া সব কথা বলিল, নিজের মনের ব্যথা তাকে জানাইল।

মার্টিন বলিল—"আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা নেই। ভগবানের কাছে আমার এই একমাত্র প্রার্থনা যে, আমি যেন শীগ্‌গির শীগ্‌গির মর্‌তে পারি। জগতে আমার যা আশা-ভরসা ছিল সব গেছে।"

সেই বৃদ্ধ বলিল—"এসব কথা বল্‌বার তোমার কোন অধিকার নেই। মার্টিন, ভগবান্ যা করেন তা আমরা বিচার কর্‌তে পারিনে। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। আমাদের যুক্তিতর্ক কিছুরই মীমাংসা কর্‌তে পারে না। যদি তিনি ইচ্ছা ক'রে থাকেন যে, তুমি বেঁচে থাক্‌বে আর তোমার ছেলে মারা যাবে, তা হ'লে তা ত হবেই। তুমি হতাশ হয়ে পড়েছ বটে,—কিন্তু এ হতাশ ভাবটা এসেছে তুমি নিজের সুখের জন্যে বেঁচে থাকতে চাও ব'লে।"

মার্টিন বলিল—"আর কিসের জন্যে বেঁচে থাক্‌ব ?"

বৃদ্ধ বলিল—"ভগবানের জন্যে। ভগবান তোমাকে জীবন দিয়াছেন। শুধু তাঁর জন্যেই বেঁচে থাক্‌বে। যখন তুমি তাঁরই জন্যে বেঁচে থাকতে শিখ্‌বে, তোমার আর তখন দুঃখ কর্‌তে হবে না, সব তোমার কাছে সরল—সহজ ব'লে মনে হবে।"

মার্টিন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, তারপর বলিল—"আচ্ছা, ভগবানের জন্যে বেঁচে থাকাটা কি ?"

বৃদ্ধ উত্তর করিল—"কি ক'রে তাঁর জন্যে বেঁচে থাকতে হয়—তা' ত যীশুখৃষ্ট আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। তুমি পড়্‌তে পার কি ? তা' হ'লে বাইবেল কিনে পড়, তা'তে দেখ্‌তে পাবে তিনি কি ক'রে তাঁরই জন্যে মানুষকে বেঁচে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। তুমি সবই তাতে পাবে।"

এই কথাগুলি মার্টিনের প্রাণে খুব লাগিল। সেই দিনই সে

তিন বছরের ছেলে ছাড়া সংসারে আর কেহই তার ছিল না—স্ত্রী পুত্র সবই ছিল বটে, কিন্তু একে একে সব কয়টিকেই যমের মুখে দিয়াছিল।

প্রথমে মার্টিন মনে করিয়াছিল যে, এই ছেলেটিকে তার ভগিনীর কাছে রাখিবে, কিন্তু ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে ভাবিয়া তার মন কেমন করিতে লাগিল। সে ভাবিল, 'ক্যাপিটন আমার বড্ড ছোট, একটি অপরিচিত পরিবারের ভেতর ওর থাক্‌তে ভয়ানক কষ্ট হবে। ওকে আমি আমার কাছেই রাখ্‌ব।'

তার মনিবের কাজ ছাড়িয়া দিয়া ছোট ছেলেটিকে লইয়া মার্টিন বসিয়া রহিল। কিন্তু ছেলে-মেয়ে লইয়া সুখে থাকা তার অদৃষ্টে ছিল না। ছেলেটি বেশ বড় হইয়াছে, মার্টিনকে সাহায্য করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে, মার্টিনের শেষ-বয়সের আশা-ভরসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময়েই তার ব্যারাম হইল। এক সপ্তাহকাল ভয়ানক জ্বরে কষ্ট পাইয়া ছেলেটি মরিয়া গেল। মার্টিন নিজেই ছেলেটিকে কবর দিয়া আসিল। সে এতই ভাঙ্গিয়া পড়িল যে, ভগবানে বিশ্বাস হারাইতে বসিল। এই বুড়ো বয়সে তার নিজের মৃত্যু হইল না! সবে একটি ছেলে, সেও গেল! অত্যন্ত কাতর হইয়া সে আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিল তার যেন মৃত্যু হয়। ইহার পর সে গীর্জ্জায় যাওয়া বন্ধ করিল।

একদিন মার্টিনের গ্রামস্থ একজন বৃদ্ধ ট্রয়েট্‌সার মঠ হইতে ফিরিবার সময়ে মার্টিনের কাছে আসিলেন। তিনি গত আট বৎসর তীর্থ করিয়া বেড়াইতেছেন। সেই বৃদ্ধের সঙ্গে মার্টিনের কথাবার্ত্তা চলিল। মার্টিন প্রাণ খুলিয়া সব কথা বলিল, নিজের মনের ব্যথা তাকে জানাইল।

মার্টিন বলিল—"আমার আর বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছা নেই। ভগবানের কাছে আমার এই একমাত্র প্রার্থনা যে, আমি যেন শীগ্‌গির শীগ্‌গির মর্‌তে পারি। জগতে আমার যা আশা-ভরসা ছিল সব গেছে।"

সেই বৃদ্ধ বলিল—"এসব কথা বল্‌বার তোমার কোন অধিকার নেই। মার্টিন, ভগবান্ যা করেন তা আমরা বিচার কর্‌তে পারিনে। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। আমাদের যুক্তিতর্ক কিছুরই মীমাংসা কর্‌তে পারে না। যদি তিনি ইচ্ছা ক'রে থাকেন যে, তুমি বেঁচে থাক্‌বে আর তোমার ছেলে মারা যাবে, তা হ'লে তা ত হবেই। তুমি হতাশ হয়ে পড়েছ বটে,—কিন্তু এ হতাশ ভাবটা এসেছে তুমি নিজের স্নুখের জন্যে বেঁচে থাক্‌তে চাও ব'লে।"

মার্টিন বলিল—"আর কিসের জন্যে বেঁচে থাক্‌ব ?"

বৃদ্ধ বলিল—"ভগবানের জন্যে। ভগবান তোমাকে জীবন দিয়াছেন। শুধু তাঁর জন্যেই বেঁচে থাক্‌বে। যখন তুমি তাঁরই জন্যে বেঁচে থাক্‌তে শিখ্‌বে, তোমার আর তখন দুঃখ কর্‌তে হবে না, সব তোমার কাছে সরল—সহজ ব'লে মনে হবে।"

মার্টিন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, তারপর বলিল—"আচ্ছা, ভগবানের জন্যে বেঁচে থাকাটা কি ?"

বৃদ্ধ উত্তর করিল—"কি ক'রে তাঁর জন্যে বেঁচে থাক্‌তে হয়—তা' ত যীশুখৃষ্ট আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। তুমি পড়্‌তে পার কি ? তা' হ'লে বাইবেল কিনে পড়, তা'তে দেখ্‌তে পাবে তিনি কি ক'রে তাঁরই জন্যে মানুষকে বেঁচে থাক্‌তে উপদেশ দিয়েছেন। তুমি সবই তাতে পাবে।"

এই কথাগুলি মার্টিনের প্রাণে খুব লাগিল। সেই দিনই সে

বড় বড় অক্ষরে ছাপা একখানি বাইবেল কিনিয়া আনিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রথমে সে মনে করিল যে, কেবল রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনই পড়িবে। কিন্তু একবার পড়িতে আরম্ভ করিয়াই তার মনের ভার এতই কমিয়া গেল যে, সে রোজ পড়িতে লাগিল। কখনও কখনও সে পড়ায় এতই ডুবিয়া থাকিত যে, প্রদীপের তৈল সব পুড়িয়া গেলেও পড়া ছাড়িয়া উঠিতে চাহিত না। রোজ রাত্রেই পড়া আরম্ভ করিল; যতই পড়িতে লাগিল ততই কি করিয়া শুধু ভগবানের জন্যই সে বাঁচিয়া থাকিবে তা' স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে লাগিল। ক্রমেই তার মন হাল্কা হইতে লাগিল। পূর্ব্বে তার ছোট ছেলে ক্যাপিটনের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনটা ভার করিয়া শুইতে যাইত, কিন্তু এখন শুইবার সময় সে বারে বারে বলিত—"ভগবান্, তোমারই জয়—তোমারই জয়।"

সেই সময় হইতে মার্টিনের জীবনের গতি বদ্‌লাইতে লাগিল। পূর্ব্বে ছুটির দিনে সে দোকানে গিয়া চা খাইত; এমন কি মাঝে মাঝে দুই-এক গ্লাস মদও খাইত, কখনও কখনও কোনও বন্ধুর সঙ্গে মদ খাইয়া রাস্তায় আবোল-তাবোল বকিতে বকিতে যাইত, আর খুব মাত্‌লামি করিত; কিন্তু এখন তার এই সব দোষ একেবারে দূর হইয়া গেল। সে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের লোক হইয়া পড়িল। তার জীবনে এখন কেবল শান্তি ও আনন্দ। সকালবেলা সে কাজ করিতে বসিত। সমস্ত দিন পরে তার কাজ যখন শেষ হইত সে দেওয়াল হইতে আলোকটি নামাইয়া টেবিলের উপর রাখিত এবং তাক হইতে বই আনিয়া পড়িতে বসিত। যতই সে বেশী পড়িতে লাগিল, সে ততই বেশী বুঝিতে

পারিল এবং তার মনও ততই পরিষ্কার ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

একদিন মার্টিন পড়িতে পড়িতে অনেকক্ষণ কাটাইয়া দিল। বাইবেলের এক পরিচ্ছেদে সে পড়িল—

"যে তোমার এক গালে চড় মারিবে তার দিকে তোমার আর এক গাল ফিরাইয়া দিও, যে তোমার চাদরখানা লইয়া যাইবে তাকে তোমার জামাটাও দিও। যে তোমার কাছে যা চাহিবে তাকে তা দিবে, তোমার দ্রব্য কেহ গ্রহণ করিলে তা আর চাহিও না। নিজের প্রতি তুমি যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবে।"

সে আর এক জায়গায় পড়িল, যীশুখৃষ্ট বলিতেছেন—

"আমি যা বলি তা না করিয়া 'প্রভু, প্রভু' বলিয়া আমায় ডাক কেন। সেই আমার কাছে আসে, আমার কথা শুনে এবং সেই কথা যে কার্য্যে পরিণত করে, সে কার মত তোমাকে বলিব। সে তারই মত—যে পাহাড়ের উপর ভিত গাঁথিয়া বাড়ী করিয়াছিল। বন্যা আসিয়া সব ডুবাইয়া দিল, বড় বড় ঢেউ জোরে আছড়াইতে লাগিল, কিন্তু পাহাড়ের উপরে তৈরি বলিয়া সে বাড়ীটি নড়িলও না। কিন্তু যে আমার কথা শুনে, কিন্তু কথার মত কাজ করে না, সে তারই মত—যে শক্ত ভিত্তির উপরে বাড়ী না করিয়া বালিতে বাড়ী তুলিয়াছিল। বানের ঢেউ যেমনি জোরে লাগিল অমনি সে ঘর পড়িয়া গেল।"

মার্টিন যখন এই কথাগুলি পড়িল তার মন খুব খুশী হইয়া উঠিল। চোখ থেকে তার চশমা খুলিয়া বইয়ের উপরে রাখিল এবং টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া যা পড়িল তাই ভাবিতে লাগিল। এই কথাগুলি

তার জীবনে কতদূর সে কাজে লাগাইতে পারিবে তা বিচার করিয়া নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—

"আমার ঘর কি পাহাড়ের ওপরে তৈরি ক'রেছি,—না বালির ওপরে? যদি পাহাড়ের ওপর ক'রে থাকি তা' হ'লে ভালই ক'রেছি। মানুষের পক্ষে একলা এক জায়গায় ব'সে ব'সে মনে করা খুব সোজা যে, সে ভগবানের হুকুম মেনে চল্ছে। আমার পক্ষেও তাই—কিন্তু আমি যখন নিজেকে নিয়ে খুব সতর্ক থাকি তখনই তাঁর কথা ভুলে যাই,—আর পাপে মজি। যাই হোক্, আমি বার বার চেষ্টা কর্‌ব। এতে একটা আনন্দ আছে। ভগবান্, তুমি আমায় দয়া কর।"

সে এই সব চিন্তা করিতে করিতে শুইতে যাইবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু বই ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা হইল না। কাজে কাজেই বাইবেলের আর এক পরিচ্ছেদ পড়িয়া ফেলিল। তাতে অনেক মহাপুরুষের কথা এবং নারী-চরিত পাঠ করিল। পড়িতে পড়িতে সে এক জায়গায় পাইল যে, একজন ধনী ইহুদী যীশুখৃষ্টকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি সেখানে আসিয়াছেন। তারপর এক পতিতা নারী চোখের জলে যীশুর পা দুখানি ভিজাইয়া দিল। সেই পরিচ্ছেদের ৪৪ শ্লোকে সে পড়িল—

"সেই স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরিয়া যীশু সাইমন্‌কে বলিলেন——তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে দেখিতেছ কি? আমি তোমার বাড়ীতেই আসিয়াছি, পা ধুইবার জন্য তুমি আমাকে জল দাও নাই, কিন্তু সে তার চোখের জলে আমার পা ধুইয়া চুলে করিয়া মুছাইয়া দিয়াছে। তুমি আমায় চুম্বন কর নাই, কিন্তু আমার আসা অবধি সে আমার পা ক্রমাগত চুম্বন করিয়াছে—থামে নাই; আমার মাথায় তুমি একটু

তৈলও মাখাইয়া দাও নাই, কিন্তু সে আমার পায়ে তৈল মাখাইয়া দিয়াছে।"

মার্টিন এই কথাগুলি পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, 'তাঁর পা ধুইয়ে দেবার জন্যে সে জল দেয় নি, তাঁর পায়ে সে চুমোও খায় নি, তাঁর মাথায় একটু তেলও মাখিয়ে দেয় নি···।' মার্টিন চোখ থেকে চশমা খুলিয়া বইয়ের উপর রাখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল—

'সেই ইহুদী নিশ্চয়ই আমার মত হ'য়ে থাক্‌বে ; সে নিজেকে নিয়েই শুধু ব্যস্ত থাক্‌ত। কি ক'রে এক পেয়ালা চা খাবে, কি ক'রে বেশ আরামে থাক্‌তে পার্‌বে—এই ছিল তার চিন্তা, সে অতিথির জন্যে মোটেই ভাব্‌ত না, তাঁর সেবাও কর্‌ত না। নিজের খুব যত্ন কর্‌ত। আবার, সেই অতিথিটি ছিলেন কে ?—যীশু স্বয়ং। তিনি যদি আমার কাছে আস্‌তেন, আমি কি রকম ব্যবহার কর্‌তুম্ ?'

তারপর মার্টিন দুই হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

হঠাৎ যেন তার কানের কাছে কেহ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাকে ডাকিল—"মার্টিন !"

মার্টিন চমকিয়া উঠিল এবং জিজ্ঞাসা করিল—"কে ওখানে ?"

চারিদিকে ফিরিয়া দেখিয়া দরজার পানে সে তাকাইল, সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে আবার ডাকিল। এবার সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল—"মার্টিন, মার্টিন, কাল রাস্তার দিকে চেয়ে থেকো, আমি আস্‌ব।"

মার্টিন জাগিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, চোখ রগড়াইল। কিন্তু এই কথাগুলি জাগিয়া শুনিয়াছে কিংবা স্বপ্নে শুনিয়াছে সে কিছুই

স্থির করিতে পারিল না। তারপর আলোটা নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

ভোর হইবার অনেক আগে সে জাগিয়া উঠিয়া প্রার্থনা শেষ করিল, পরে আগুন জ্বালিয়া কপির ঝোল তৈয়ার করিল। তারপর ষ্টোভ্ জ্বালিয়া, কোমরে কাপড় জড়াইয়া জানালায় বসিয়া কাজ করিতে লাগিল। রাত্রের ব্যাপারটা কখনও স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল, আবার কখনও বা মনে করিল যে, সত্য সত্যই সে তাঁরই বাণী শুনিতে পাইয়াছে। সে মনে করিল, 'এ রকম দৈববাণী পূর্ব্বেও ত শোনা গেছে।'

সে কাজ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কাজের চেয়ে বেশী মন দিল রাস্তার দিকে, কেবলই সে রাস্তার দিকে চাহিতে লাগিল। যখনই কোনও লোক এমন জুতা পায়ে দিয়া যাইত যে, সে জুতা দেখিয়া লোক চিনিতে পরিত না, তখনই হেঁট হইয়া চাহিয়া দেখিত— পথিকের আগাগোড়া ঠাহর করিয়া দেখিত। এক বাড়ীর এক দরোয়ান একজোড়া নূতন জুতা পরিয়া চলিয়া গেল, তারপর গেল একজন ভিস্তী। একটু পরেই একজন খুব বুড়া সেপাই কোদালি লইয়া তার জানালার কাছে আসিল। তার জুতা দেখিয়াই মার্টিন তাকে চিনিল। তার জুতা নিতান্ত অপরিষ্কার, পুরাতন, তার সব জায়গায় তালি-মারা। এই বৃদ্ধ সৈনিকের নাম ষ্টেপানিচ। মার্টিনের বাড়ীর কাছেই একজন বণিক্ তাকে রাখিয়াছিল। মার্টিনের জানালার সামনে রাত্রে যে বরফ পড়িয়াছিল তাই সে ভোরে পরিষ্কার করিতে আসিয়াছিল। মার্টিন তার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর আবার নিজের কাজ করিতে লাগিল।

যে বাণী সে শুনিয়াছিল সেই সম্বন্ধেই সে নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। নিজের কল্পনায় নিজেই হাসিয়া বলিল, "বয়স বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। ষ্টেপানিচ বরফ সাফ করতে এসেছে, আর আমাকে মনে কর্‌তে হবে যে যীশু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বুড়ো হ'য়ে আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে দেখ্‌ছি।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে জুতায় আরও দশ-বারটা ফোঁড় দিল; তারপরে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে আবার চাহিয়া রহিল। সে দেখিল যে, ষ্টেপানিচ তার কোদালিটা একটা দেয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছে, আর শরীরটা একটু গরম করিবার চেষ্টা করিতেছে। বুড়ো বয়সে তার স্বাস্থ্য ও শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; এবং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে, বরফ সাফ করিবার শক্তি তার নাই।

মার্টিন ভাবিল—'একে ভেতরে ডেকে এনে যদি একটু চা খেতে দেওয়া যায় তা হ'লে কেমন হয়! চায়ের জলও এইমাত্র চাপানো হয়েছে।'

সেলায়ের ফোঁড়টা জুতায় বিঁধিয়া রাখিয়া সে উঠিল। জল নামাইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া চা তৈরি করিল। আস্তে আস্তে জানালাটা একটু খুলিল। ষ্টেপানিচ জানালার কাছে আসিলে সে তাকে ইসারায় ভিতরে ডাকিয়া, দরজা খুলিয়া দিতে গেল।

মার্টিন বলিল—"ভেতরে এসো, চা খেয়ে একটু গরম হবে—এখন তোমার খুবই শীত কর্‌ছে।"

ষ্টেপানিচ বলিল—"ধন্যবাদ, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। ঠাণ্ডায় হাড়গুলো সব কন্‌কন্ কর্‌ছে।"

ষ্টেপানিচের জুতায় বরফ লাগিয়াছিল। সে ভিতরে আসিবার আগে বরফের টুক্‌রাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিল। মেঝেয় পায়ের দাগ লাগিবে বলিয়া হেঁট হইয়া পা মুছিতে গিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং পড়িয়া যাইবার মত হইল।

মার্টিন বলিল—"পা-টা মুছ্‌বার জন্যে তোমাকে এত কষ্ট কর্‌তে হবে না। মেঝেটা আমি ঝাঁট দিয়ে পুঁছে ফেল্‌ব। এসো ভাই, ব'সে একটু চা খাও এখন।"

দুইটি পেয়ালা ভর্ত্তি করিয়া মার্টিন একটি ষ্টেপানিচকে দিল, আর একটি প্লেটের উপর রাখিয়া ফুঁ দিতে লাগিল।

ষ্টেপানিচ এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া পেয়ালাটি উপুড় করিয়া রাখিল এবং মার্টিনকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। কিন্তু মার্টিন স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, আর এক পেয়ালা পাইলে সে আরও খুসী হয়।

তখন "আর এক পেয়ালা খাও" বলিয়া মার্টিন তার পেয়ালাটা আবার ভর্ত্তি করিয়া দিয়া নিজের পেয়ালাতে চা ঢালিল। সে যখন চা খাইতে লাগিল, মার্টিন আবার রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল।

ষ্টেপানিচ জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি আর কারও অপেক্ষায় রয়েছ নাকি?"

মার্টিন বলিল—"কারও অপেক্ষায় রয়েছি কি? তা—তোমায় বল্‌তে আমার লজ্জা হচ্ছে। আমি যে সত্যি সত্যিই কারও প্রতীক্ষায় রয়েছি তা নয়; তবে কাল রাত্তিরে এমন একটা কিছু শুন্‌তে পেয়েছিলুম যা আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ছিনে। আমি বল্‌তে পারিনে এটা স্বপ্ন কি আমার একটা খেয়াল। দেখ ভাই, কাল রাত্তিরে আমি বাইবেল নিয়ে পড়্‌ছিলুম, যীশু কি ক'রে পরের জন্যে

নিজে কষ্ট ভোগ করেছিলেন, তিনি কি ক'রে এই পৃথিবীতে বেড়িয়েছিলেন—ইত্যাদি। তুমিও নিশ্চয়ই এ সব কথা শুনেছ।"

ষ্টেপানিচ বলিল—"হ্যাঁ, সব কথা শুনেছি বটে, কিন্তু আমি মুখ্যু, লিখ্‌তে-পড়্‌তে পারিনে।"

মার্টিন বলিল—"বটে। দেখ, তিনি কি ক'রে পৃথিবীতে বেড়াতেন তাই আমি পড়্‌ছিলুম। এক জাগায় পড়্‌লুম যে, তিনি একজন ইহুদীর বাড়ীতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ইহুদী তাঁকে খাতির-যত্ন করেনি। মনে কর—তিনি যদি আমার মত একজন লোকের বাড়ীতে আস্‌তেন, তা' হলে সে কি না কর্‌ত। সেই ইহুদীটা কিন্তু অতিথির সেবা একেবারেই কর্‌লে না। আমার ভাই, এসব চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে একটু ঘুম এলো। আমি ঢুলতে লাগ্‌লুম। আর ঝিমুতে ঝিমুতে শুন্‌তে পেলুম, কে যেন আমার নাম ধ'রে ডাক্‌লে। আমি জেগে উঠ্‌লুম, মনে হ'ল যেন কেউ ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বল্‌লে, 'কাল প্রতীক্ষায় থেকো, আমি কাল আস্‌ব।' এ রকম দুবার হ'ল। তোমায় সত্যি কথা বল্‌তে কি ভাই, যদিও আমি এতে খুব লজ্জিত হচ্ছি এ কথাগুলো আমার প্রাণে এমন লাগল যে, আজ আমি প্রাণাধিক প্রিয় যীশুর পথ চেয়ে ব'সে রয়েছি।"

ষ্টেপানিচ মাথাটা একটু নাড়িল, কিন্তু কথা কহিল না। সে চায়ের পেয়ালাটি শেষ করিয়া একপাশে সরাইয়া রাখিল ; কিন্তু মার্টিন উঠিয়া আরও খানিকটা চা ঢালিয়া পেয়ালাটি ভরিয়া দিল।

মার্টিন বলিল—"আর এক পেয়ালা খাও ভাই। দেখ, আমি আরও ভাব্‌ছিলুম যে, এই পৃথিবীতে তিনি কি রকম ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, কাউকে কখন ঘৃণা করেন নি, আর সাধারণ লোকদের সঙ্গেই প্রায় বেড়াতেন। সাদাসিধে সরলপ্রাণ লোকদের সঙ্গে মিশ্‌তেন,

আমাদের মত পতিত দরিদ্র মজুরদের ভেতর থেকেই তিনি তাঁর শিষ্য বাছাই কর্‌তেন। তিনি বলেছেন—যে নিজেকে জানাতে চায়, তার দর্প চূর্ণ হবে, আর যে শিষ্ট-শান্ত হ'য়ে থাকে, যার গর্ব্ব নেই, তাকে ভগবান্ উঁচু কর্‌বেন। তোমরা আমায় ঈশ্বর বল, আমি তোমাদের পা ধুয়ে দিতে পারি। যে সকলের বড় হ'তে চায়, সে আগে সকলের সেবা করুক, কারণ যারা সৎ, যারা শান্ত, যারা সকলের সেবা করে তারাই ভগবানের আশীর্ব্বাদ পায়।"

ষ্টেপানিচ চা ভুলিয়া গেল। সে বুড়ো মানুষ। তার মনটিও খুব নরম। কথাগুলি তার প্রাণে গিয়া পৌঁছিল। তার গাল বহিয়া চোখের জল গড়াইতে লাগিল।

মার্টিন বলিল—"এসো, আর একটু চা খাবে।"

ষ্টেপানিচ তার কথায় বাধা দিয়ে ধন্যবাদ জানাইল। তারপর পেয়ালাটা সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সে বলিল—"ধন্যবাদ মার্টিন, তুমি আমাকে ভগবানের কথা শুনিয়ে আমার প্রাণে ভারি একটা শান্তি দিয়েছ, আর আমার শরীরটাকেও বেশ তাজা ক'রে দিয়েছ।"

মার্টিন বলিল—"তোমাকে সব সময়ই আদর কর্‌ব। তুমি আর এক দিন আবার এসো! কেউ এলে আমি বড্ড খুসী হই।"

ষ্টেপানিচ চলিয়া গেল। যেটুকু চা কেট্‌লীতে ছিল, মার্টিন পেয়ালায় ঢালিয়া খাইল,—চায়ের সাজ-সরঞ্জাম সরাইয়া রাখিয়া সে আবার কাজে বসিল, আর কাজ করিতে করিতে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল। খৃষ্টের প্রতীক্ষায় থাকিয়া সে তাঁর কাজের সম্বন্ধে কেবল চিন্তা করিতে লাগিল। তার হাতে কাজ, কিন্তু মনে কেবল সেই মহাপুরুষের কথা।

দুইজন সেপাই চলিয়া গেল। একজনের পায়ে সরকারী জুতা, আর একজনের পায়ে মার্টিনের হাতের তৈরি জুতা। তারপর তারই একজন প্রতিবেশী খুব ঝক্‌মকে পোষাক পরিয়া চলিয়া গেল। তারপর একজন রুটিওয়ালা মাথায় এক টুকরী রুটি লইয়া বিক্রী করিতে গেল। এইরূপে কত লোক আসিল-গেল, মার্টিন কাজ করিতে করিতে দেখিতে লাগিল। তারপর নিতান্ত ময়লা কাপড় ও ছেঁড়া জুতা পরিয়া একজন স্ত্রীলোক আসিল। সে জানালার ধারে দেওয়ালের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। মার্টিন জানালার ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিল যে, স্ত্রীলোকটি অচেনা, কোনও বিদেশিনী। তার কাপড়-চোপড় ছেঁড়া, ময়লা। আর তার কোলে একটি ছেলে। সে দেওয়ালের পাশে দাঁড়াইয়া কাপড় দিয়া ছেলেটিকে ঢাকিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ছেলেটির গায়ে দিবে এমন কাপড়ও তার ছিল না। তার কাপড়-চোপড় গ্রীষ্মকালের পোষাকের মত অত্যন্ত পাতলা, তাও নিতান্ত ময়লা—গাঁট দেওয়া। ছেলেটির কান্না মার্টিন শুনিতে পাইল। স্ত্রীলোকটি তাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

মার্টিন উঠিল ; বাহিরে গিয়া তাকে ডাকিয়া বলিল—"ওগো বাছা, শোন ত।"

স্ত্রীলোকটি শুনিতে পাইয়া মার্টিনের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—"এই কন্‌কনে ঠাণ্ডায় ছেলেটিকে নিয়ে বাইরে ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? ভেতরে এসো। এখানে এসে বরং ওর গায়ে ভাল ক'রে কাপড় দিতে পারবে। এই পথে চ'লে এসো।"

চোখে চশমা-আঁটা, ইজেরের উপরে কোমরে একটা কাপড় জড়ানো একটা বৃদ্ধ লোক তাকে ডাকিতেছে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি অবাক্ হইল। যাহাই হোক্, সে তার পেছনে পেছনে আসিল।

সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ছোট ঘরের ভিতরে তারা আসিলে বিছানার কাছে গিয়া মার্টিন তাকে বলিল—"এখানে ব'সো বাছা, এই ষ্টোভটার কাছে বসো। শরীরটা একটু গরম হোক্, ছেলেটিকে কিছু খাওয়াও।"

"একটু দুধও খেতে পায়নি। আমিও আজকে সকালবেলা থেকে কিছুই খাই নি।"—এই বলিয়া স্ত্রীলোকটি মাই দিবার জন্য ছেলেটিকে বুকের কাছে টানিয়া নিল।

মার্টিন উঠিয়া এক গেলাস জল আর খানিকটা রুটি আনিল। তারপর একটা পেয়ালায় করিয়া খানিকটা কপির ঝোল দিল; টেবিলের উপর একখানা কাপড় পাতিয়া তার উপরে রুটি ও ঝোলের বাটী রাখিয়া মার্টিন বলিল—

"এখানে বসে খাও বাছা, ছেলেটিকে আমি দেখ্‌বখ'ন। আমার নিজেরও অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছিল ত; ওদের কি রকম ক'রে রাখ্‌তে হয় তা আমি জানি।"

স্ত্রীলোকটি উঠিয়া গিয়া খাইতে বসিল; এদিকে মার্টিন ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াইয়া তার পাশে বসিল। ছেলেটিকে আদর করিয়া কত কথাই কহিল; আস্তে আস্তে তার পিঠ চাপ্‌ড়াইতে লাগিল, তার গাল টিপিয়া দিল। ছেলেটির তখনও দাঁত উঠে নাই। সে কাঁদিতে লাগিল। তাকে শান্ত করিবার জন্য মার্টিন তার মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়াছিল; ছেলেটি যেই কামড় দিল, অমনি সে আঙ্গুল টানিয়া আনিল। তার আঙ্গুলটায় জুতার মোম মাখানো ছিল, পাছে ছেলেটির মুখে লাগে সেইজন্য সে আর তার মুখে আঙ্গুল দিল না। ছেলেটি আঙ্গুলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। মার্টিনও হাসিল এবং বেশ আনন্দ পাইল।

খাইতে খাইতে স্ত্রীলোকটি নিজের পরিচয় দিয়া বলিতে লাগিল—"আমার স্বামী একজন সৈনিক পুরুষ। আট মাস হ'য়ে গেল, অনেক দূরে কোনও এক জায়গায় তাঁকে পাঠান হয়েছে। তারপর থেকে এপর্য্যন্ত তাঁর আর কোনও খবর পাই নি। আমার ছেলে না হওয়া অবধি এক জায়গায় আমি ছিলুম, সেখানে রাঁধ্তুম। কিন্তু ছেলে নিয়ে আমায় তা'রা থাক্তে দিলে না। কোন খানে থাক্বার জন্যে এই তিন মাস ধ'রে ক্রমাগত চেষ্টা করছি, কিন্তু কোনও খানে থাক্তে পাই নি। পেটের দায়ে আমাকে সব বিক্রি কর্তে হয়েছে। ঝি হ'য়ে থাক্বার জন্যে চেষ্টা কর্লুম, আমায় কেউ রাখ্তে চাইলে না; তারা বল্লে যে আমি খেতে না পেয়ে নিতান্ত রোগা ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি। আমাদের গ্রামের একটি স্ত্রীলোক এক ব্যবসাদারের স্ত্রীর কাছে কাজ কর্ছে। তার কাছে এইমাত্র গিয়েছিলুম। সে আমায় রাখ্বে ব'লে কথা দিয়েছিল; কিন্তু এখন আস্ছে হপ্তায় আমায় ফের যেতে বল্লে। তার বাড়ী এখান থেকে অনেকটা দূরে, আমিও বড় ধুঁকে পড়েছি, আর আমার ছেলেটাও খেতে না পেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। ভাগ্যিস্ বাড়ীওয়ালী আমাদের ভাড়াটা দয়া ক'রে রেহাই দিয়েছেন, তা না হ'লে যে কি কর্তুম জানিনে।"

মার্টিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তোমার কি গরম কাপড়-চোপড় নেই?"

স্ত্রীলোকটি বলিল—"গরম কাপড় কোথায় পা'ব? আমার শেষ শালখানা পর্য্যন্ত কাল ছয় আনায় বন্ধক দিয়েছি।"

তারপর স্ত্রীলোকটি উঠিয়া ছেলেটিকে কোলে নিল। মার্টিন উঠিল, দেওয়ালে ঝুলান কতকগুলি কাপড়-চোপড়ের ভিতর

হইতে একটা কালো রঙের ছোট পুরাতন পোষাক বাহির করিল।

সে বলিল—"এটা বড় পুরণো হ'য়ে ছিঁড়ে গেছে বটে, কিন্তু ওর গায়ে দেওয়া চল্‌বে।"

স্ত্রীলোকটি একবার সেই পোষাকটার দিকে চাহিল, তারপর বৃদ্ধ মার্টিনের দিকে আবার চাহিয়া পোষাকটা হাতে লইয়া কাঁদিতে লাগিল। মার্টিন ফিরিয়া বিছানার নীচে হাতড়াইয়া খুব ছোট একটা বাক্স বাহির করিল। বাক্সটার ভিতর এটা-সেটা খানিকক্ষণ খুঁজিয়া স্ত্রীলোকটির সাম্‌না-সাম্‌নি বসিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল—"ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। নিশ্চয়ই যীশু আজ আমায় তোমার জান্‌লার কাছে পাঠিয়েছিলেন, না হ'লে ছেলেটা ঠাণ্ডায় জ'মে যেত। যখন বেরিয়ে ছিলুম তখন এত ঠাণ্ডা ছিল না; কিন্তু দেখ, এখন কি রকম ঠাণ্ডা। আমি ভারী হতভাগী। আমাকে দেখে তুমি দয়া কর্‌বে তাই নিশ্চয়ই যীশু তোমাকে জান্‌লা দিয়ে দেখিয়েছেন।"

মার্টিন হাসিয়া বলিল—"এটা খুবই সত্যি কথা। তিনিই আমাকে দিয়ে এটা করিয়েছেন। আমি যে হঠাৎ বাইরে চেয়ে দেখ্‌লুম তা নয়।"

তারপর সেই স্বপ্নের কথা এবং যীশু যে তার কাছে আসিবেন বলিয়া সে শুনিতে পাইয়াছিল তা স্ত্রীলোকটিকে বলিল।

"তা কে বল্‌তে পারে? সবই সম্ভব"—এই বলিয়া স্ত্রীলোকটি উঠিয়া, সেই পোষাকটা কাঁধের উপরে ফেলিল। নিজের দেহের খানিকটা আর ছেলেটি তাতে ঢাকা পড়িল। তারপর সে আর একবার মার্টিনকে নমস্কার করিল ও ধন্যবাদ দিল।

"যীশুর দোহাই তুমি এইটি নাও,"—এই বলিয়া মার্টিন বন্ধক দেওয়া শাল ছাড়াইয়া আনিবার জন্য ছয় আনা তার হাতে দিল। প্রথমে সে নিতে অস্বীকার করিল, কিন্তু মার্টিনও ফেরৎ নিল না, স্ত্রীলোকটি তারপর চলিয়া গেল।

স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেলে পর, মার্টিন কপির ঝোল খাইল, সমস্ত জিনিষ-পত্র পরিষ্কার করিতে লাগিল, কিন্তু জানালা দিয়া বারে বারে বাহিরের দিকে চাহিতে ভুলিল না। জানালায় একটা ছায়া পড়িলেই সে চাহিয়া দেখিত কে যাইতেছে। সেখানকার লোকদের সে চিনিত। অপরিচিত লোক অনেক চলিয়া গেল, কিন্তু তেমন কেহই গেল না যাকে আদর-অভ্যর্থনা করিবে।

কিছুক্ষণ পরে একজন স্ত্রীলোক ঠিক তার জানলার সম্মুখে থামিল। তার মাথায় একটা প্রকাণ্ড আতার ঝাঁকা; কিন্তু ঝাঁকায় বেশী আতা ছিল না; সে প্রায় সবই বিক্রী করিয়া আসিয়াছে, আর তার পিঠের উপর একবস্তা টুক্‌রা কাঠ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সে পথে আসিতে কোনখান হইতে সেগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল। বস্তাটা তার পিঠে খুব লাগিতেছিল, এক কাঁধ হইতে আর এক কাঁধে লইবার জন্য সে বস্তাটা ফুটপাতের উপর রাখিল, ঝাঁকাটাও নামাইয়া রাখিল। বোঝাটা একটু গুছাইয়া লইবার জন্য বস্তাটা ধরিয়া ঝাকানি দিল। একটা বালক সেই সময়েই সেখানে ছুটিয়া আসিয়া ঝাঁকা হইতে একটা আতা লইয়া পলাইতেছিল, কিন্তু সেই বৃদ্ধাটি দেখিতে পাইল ও তাকে ধরিয়া ফেলিল। বালকটি পলাইবার জন্য ধবস্তাধবস্তি করিতে লাগিল; কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাকে দুই হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিল এবং শেষে তার মাথার টুপী ফেলিয়া দিয়া চুল শক্ত করিয়া ধরিল। বালকটি

চীৎকার করিতে লাগিল। মার্টিন জুতা সেলাই বন্ধ রাখিয়া, চশমাটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া রাখিয়া, দরজা খুলিয়া ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইল। ছেলেটা হাত ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতেছে। বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটি তার চুল ধরিয়া টানিতেছে এবং পুলিসের হাতে দিবে বলিয়া শাসাইতেছে। আর ছেলেটা বলিতেছে—"আমি নিই নি, তুমি আমায় কিসের জন্য মার্‌ছ? আমায় ছেড়ে দাও।"

মার্টিন গিয়া তাদের ছাড়াইয়া দিল। বালকটির হাত ধরিয়া সে বলিল—"ওকে ছেড়ে দাও, দিদি, ওকে এবার ক্ষমা কর।"

স্ত্রীলোকটি বলিল—"ওকে এমন শিক্ষা দেবো যে, একবছরে তা না ভুলে যায়। বদ্‌মায়েসটাকে পুলিসের হাতে দেবো।"

মার্টিন তাকে অনেক মিনতি করিয়া বলিল—"ওকে ছেড়ে দাও, ও আর কখনও এ রকম কর্‌বে না। ওকে এবার যেতে দাও।"

বালকটিকে বৃদ্ধা ছাড়িয়া দিল। সে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মার্টিন তাকে থামাইল।

সে বলিল—"দিদির কাছে ক্ষমা চাও, আর এ কাজ কখনও ক'রো না। আতাটা নিতে আমি তোমায় দেখেছিলুম।"

বালকটি কাঁদিয়া ফেলিল, ক্ষমা চাহিল। মার্টিন বলিল—"ব্যস্ ঠিক হয়েছে। এই নাও একটি আতা।"

মার্টিন ঝাঁকা হইতে একটি আতা তুলিয়া ছেলেটির হাতে দিয়া বলিল—"এর দাম দিদি, তোমায় আমি দেবো'খন্।"

বৃদ্ধা বলিল—"এই সব পাজি ছেলেগুলোকে তোমরাই এরকম ক'রে মাটি কর্‌বে। যাতে অনেক দিন মনে থাকে এমনি ভাবে ওকে বেত মারা উচিত ছিল।"

মার্টিন বলিল—"দিদি, সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যবস্থা, ভগবানের

ব্যবস্থা তা নয়। যদি একটা আতা চুরির জন্যে ও ছোঁড়াকে মারতে হয়, আমাদের পাপের জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে ?”

বৃদ্ধা চুপ করিয়া রহিল, মার্টিন তাকে যীশুখৃষ্টের ক্ষমার কাহিনী অনেক শুনাইল। সে খুব মন দিয়া সেইগুলি শুনিল। বালকটিও কাছে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল।

মার্টিন বলিল—“ভগবান্ আমাদের ক্ষমা কর্‌তেই শিক্ষা দিয়েছেন, নইলে আমরাও ক্ষমা চাইতে পারব না। প্রত্যেককে ক্ষমা কর, বিশেষতঃ যে ছোট, যে অবোধ, তাকে সব চাইতে বেশী ক্ষমা কর।”

বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“এ খুবই সত্যি কথা, কিন্তু এরা যে ভয়ানক খারাপ হচ্ছে ?”

মার্টিন উত্তর করিল—“সেজন্য ওদের সৎপথ দেখিয়ে দিতে হবে।”

বৃদ্ধা বলিল—“আমিও ঠিক এই কথাই বলি। আমার নিজেরও সাতটা ছেলে-মেয়ে ছিল ; এখন মোটে একটা মেয়ে বেঁচে আছে।”

কোথায় কিরূপভাবে সে মেয়ের সঙ্গে ছিল এবং কতগুলি নাতি ও নাতিনী তার ছিল মার্টিনকে সে তা বলিল—

“আমার এখন আর শক্তি নেই, তবু সেই নাতি-নাতিনীগুলোর জন্য বড্ড খাটতে হয়, তারা বড় ভাল ছেলে-মেয়ে। ছেলে-মেয়ে ছাড়া আর কেউ আমার কাছে আসে না। সেই ছোট্ট য়্যানিটা আমাকে ছেড়ে আর কারও কাছে যাবে না।” এই সকল কথা বলিতে বলিতে তার মনটা নরম হইল।

সেই ছেলেটার কথা উল্লেখ করিয়া বলিল—“অবশ্য এটা ওর ছেলেমানুষী, ভগবান্ ওকে সুমতি দিন।”

বুড়ীটা তার বোঝা পিঠে তুলিয়া লইতে গেল। সেই বালকটি তখন তার সম্মুখে গিয়া বলিল—“ঠাক্‌মা, আমিই বয়ে দেব’খন ; আমিও ঐ পথে যাচ্ছি।”

বুড়ী খুসী হইয়া বস্তাটা বালকটির পিঠের উপর তুলিয়া দিল এবং দুইজনে একত্রে সেই রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় মার্টিনের কাছ থেকে আতাটার দাম নিতে বুড়ী ভুলিয়া গেল। মার্টিনও অন্যমনে তাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারা অনেক দূরে চলিয়া চোখের বাহির হইয়া গেলে মার্টিন ঘরে ফিরিয়া আসিল। ছুটিয়া বাহিরে যাইবার সময় সে তার চশমা ও ফোঁড় সিঁড়ির উপরেই ফেলিয়া গিয়াছিল। সেইগুলি কুড়াইয়া আনিয়া আবার কাজ করিতে বসিল, কিন্তু একটু কাজ করিতে না করিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সেলাই আর দেখা যায় না। একটু পরেই চাহিয়া দেখিল যে, রাস্তায় আলো জ্বালিতে আসিয়াছে।

মার্টিন ভাবিল—'বোধ হয় এখন আলো জ্বাল্‌বার সময় হয়েছে।'

তখন উঠিয়া আলোটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া আবার কাজ করিতে বসিল। একজোড়া জুতা শেষ হইয়া গেল। সেইটা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া একবার দেখিল। দেখিল বেশ হইয়াছে, তার পরে যন্ত্রপাতি জড় করিল, চামড়ার কুঁচিগুলি সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া সুতা-বুরুশ সরাইয়া রাখিল। পরে আলোটি নামাইয়া টেবিলের উপরে বসাইল। তাকের উপর হইতে বাইবেল নামাইয়া আনিল। আগের দিন যেখানে পড়িয়াছিল, সেখানে এক টুক্‌রা মরক্কো চামড়া দিয়া চিহ্ন রাখিয়াছিল। কিন্তু সেই জায়গা খুলিতে খুলিতে সে অন্য এক জায়গা খুলিয়া ফেলিল। তখন পূর্ব্বদিনের স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে সেই কথাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ যেন পিছন হইতে কোন লোকের পায়ের শব্দ কানে আসিল। মার্টিন ফিরিয়া তাকাইল, মনে হইল যে অন্ধকার কোণে কে একজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ঠিক বুঝিতে পারিল না কে! তখন সে যেন তার কানে কানে বলিল—"তুমি কি আমায় চেন না মার্টিন?"

মার্টিন খুব আস্তে আস্তে বলিল—"কে?"

"আমি" বলিয়া ষ্টেপানিচ অন্ধকারের ভিতর হইতে বাহির হইল এবং একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

মার্টিন আবার শুনিতে পাইল, "আমি"। এবারে যেন সেই আশ্রয়হীন স্ত্রীলোকটি ছেলে কোলে করিয়া আসিল। তারাও একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

আবার শুনা গেল, "আমি"। এবারে সেই বৃদ্ধা ও আতা হাতে করিয়া সেই বালকটি বাহির হইয়া আসিল। তারাও হাসিয়া চলিয়া গেল।

মার্টিনের প্রাণটা আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠিল। সে চশমা তুলিয়া কানে দিয়া বাইবেলের যেখানটা হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছিল সেই খানটাই পড়িতে লাগিল। সেই পাতার উপরের দিকে পড়িল—"আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম—তুমি আমায় খাইতে দিয়াছ, আমি তৃষিত হইয়াছিলাম—তুমি আমায় পানীয় দিয়াছ, আমি অচেনা ছিলাম—তুমি আমায় আদর করিয়া ডাকিয়াছ।"

সেই পাতার নিম্নে পড়িল,—

"এই ভাইদের সেবা করিয়া তুমি আমারই সেবা করিয়াছ।"

এবার মার্টিন বুঝিল যে, তার স্বপ্ন সফল হইয়াছে, সত্য সত্যই মুক্তিদাতা ভগবান্ সেই দিন তার কাছে আসিয়াছিলেন, আর সেও তাঁকে বরণ করিয়াছে।

মানুষ বাঁচে কিসে ?

—১—

সাইমন নামে এক মুচী ছিল। তার বাড়ী-ঘর, জমা-জমি কিছুই ছিল না ; স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে লইয়া এক কৃষকের কুঁড়েঘরে সে বাস করিত। দিন-রাত্রি খাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত ; কাজেই তার অবস্থা 'দিন আনে দিন খায়'। খুব খাটিয়াও যথেষ্ট মজুরী পাইত না, কিন্তু জিনিষ-পত্র সবই দুর্ম্মূল্য। তার এবং তার স্ত্রীব শীতকালের গায়ে দিবার জন্য মাত্র একটা পাঁটার চামড়ার জামা ছিল, তাও একেবারে শতছিন্ন। বহুদিন ধরিয়াই তাব ইচ্ছা ছিল, ভেড়ার চামড়া কিনিয়া খুব ভাল করিয়া একটি নূতন জামা তৈয়ার করিবে ; কিন্তু আর হইয়া উঠে নাই। সে কিছু টাকাও জমাইয়াছিল। তার স্ত্রীর বাক্সের ভিতরে তিন টাকার নোট একটি লুকানো ছিল ; আর প্রায় সাড়ে পাঁচ টাকা সে গ্রাহকদের কাছে পাইত।

একদিন ভেড়ার চামড়া কিনিবার জন্য সে প্রস্তুত হইল। সার্ট গায়ে দিল, তার উপরে তার স্ত্রীর জ্যাকেটটা পরিল এবং তার উপরে সেই পাঁটার চামড়ার ছেঁড়া জামাটা চাপাইয়া দিল। তিন টাকার নোটখানি পকেটে পূরিল। সকাল সকাল কিছু খাইয়া একটা লাঠি হাতে করিয়া গ্রামে বাহির হইল। ভাবিল, 'গ্রাহকদের কাছে যে পাঁচ টাকা পা'ব সেটা প্রথমে আদায় কর্‌ব ; তার সঙ্গে এই তিন টাকা হ'লেই ভেড়ার চামড়া বেশ কিন্‌তে পার্‌ব।'

গ্রামের ভিতরে ঢুকিয়াই সে এক কৃষকের বাড়ী গেল, কিন্তু

কৃষক তখন বাড়ী ছিল না। তার স্ত্রী বলিল যে, পরের সপ্তাহে সব দেনা শোধ করা হইবে। সাইমন আর কি করিবে? সে আর এক কৃষকের বাড়ী গেল। ইহার একজোড়া বুট জুতা সাইমন মেরামত করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু কৃষক একেবারে দিব্যি গালিয়া বলিল যে, তার হাতে কিছুই নাই, তবে তিন-চারি আনা মাত্র সে দিতে পারে। নিরুপায় হইয়া সাইমন ধারে চামড়া কিনিতে গেল; কিন্তু দোকানদার ধারে বিক্রী করিতে নারাজ হইল; বলিল—"নগদ টাকা নিয়ে এসো; তার পরে যেখানা তোমার দেখে-শুনে পছন্দ হয় নিয়ে যাবে। বাকী-টাকা আদায় করা যে কি ঝক্‌মারী তা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে।"

চামড়া আর সাইমনের কেনা হইল না। সেই চাষার কাছ থেকে তিন-চারি আনা আদায় করিল। আর একজন চাষা মেরামত করিবার জন্য একজোড়া বুট দিল। সাইমন তাই লইয়া বাড়ীর দিকে আস্তে আস্তে চলিল।

সাইমনের মনটা মুস্‌ড়াইয়া পড়িল। তিন-চারি আনার পয়সা পথে মদ খাইয়াই উড়াইয়া দিল। শুধু হাতেই সে বাড়ীর দিকে চলিল। সকালবেলা বাহিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল, হাত-পা কন্‌কন্ করিতেছে; মদ খাইয়া ঠাণ্ডাটা একটু কমিয়া গেল, শরীরটা বেশ গরম বোধ হইল, মনেও একটু স্ফূর্ত্তি জমিল! মাটিতে লাঠিটা ঠক্‌ঠক্ করিয়া ঠুকিতে ঠুকিতে, আর বাঁ-হাতে বুট জোড়া দোলাইয়া বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে সে চলিল।

"ভেড়ার চামড়ার জামা গায়ে দেবো সত্যি, কিন্তু আমার বেশ গরম বোধ হচ্ছে। ফোঁটা খানেক খেয়েছি বই ত নয়; কিন্তু তা'ই আমার সমস্ত শিরার ভেতরে গিয়ে শরীরটাকে বেশ গরম ক'রে

তুলেছে। যাক্ ভেড়ার চামড়ার আর দরকার নেই। কিসের আবার ভাবনা-চিন্তে? কিসের তোয়াক্কা রাখি? ভাবনা ভাবা, তোয়াক্কা রাখা একদম আমার স্বভাব নয়। দূর হোক ছাই, ভেড়ার চামড়া না হ'লেও আমার বেশ চল্‌বে এখন। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, আমার স্ত্রী চ'টে উঠ্‌বে নিশ্চয়; আর সত্যিই এটা ভয়ানক লজ্জার কথা যে, সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও কাজের সময় কিছুই পাওয়া যাবে না। আচ্ছা বাপু, রোস একটু। আমার টাকা যদি না দাও, তোমার চামড়া আমি খসাব, দেখে নেবে, তোমায় কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না। এ কি রকম ব্যাভার! তিন আনা, চার আনা ক'রে দেনা শুধ্‌বে! ও নিয়ে আমি কি কর্‌ব? ওতে কি করা যায়! যা করা যায় তা আর কিছুই নয়, ছিটে-ফোঁটা মদ খাওয়া, আর কি হবে? লোকটা বল্‌ছে তার বড় অনটন। হ'তেও পারে, কিন্তু আমার দশাটা কি? তোমার বাড়ী আছে; গরু-বাছুর আছে, সবই আছে; আমার আছে যা নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে এই। তোমার ক্ষেতে খাবার পাচ্ছ, আর আমাকে এই আক্রার বাজারে সবই কিনে খেতে হচ্ছে। এতেই কি কেবল হয়? বাড়ীতে এসে দেখি সব রুটি সাবাড়; কাজে কাজেই আবার দেড় টাকা তখনই বের ক'রে দিয়ে রুটি কিনে তবে খেতে হয়। এই ত আমার দশা; তবে আর কেন বাপু, যা পাওনা দিয়ে দাও, আর বাজে ব'কো না।"

এই ভাবে চলিতে চলিতে রাস্তার মোড়ের উপর মন্দিরটার কাছাকাছি সে আসিয়া পড়িল। সে-দিকে চাইতেই দেখিতে পাইল মন্দিরের পেছনে কি একটা সাদা সাদা। দিনের আলো তখন ম্লান হইয়া আসিতেছিল, তাই সে খুব নজর করিয়া দেখিয়াও জিনিষটা কি বুঝিতে পারিল না; ভাবিল, 'এখানে ত কখনও সাদা পাথর

ছিল না। এটা কি একটা ষাঁড়? ষাঁড়ের মত ত নয়, ঠিক মানুষের মতই এর মাথাটা, কিন্তু বড্ড সাদা সাদা; আর মানুষই বা এখানে কি করবে?'

ক্রমশঃ আরও নিকটে গিয়া সে পরিষ্কার দেখিতে পাইল একটা মানুষ—সেটা জীবিত কি মৃত বুঝিতে পারিল না, উলঙ্গ অবস্থায় মন্দিরে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে। দেখিয়া তার ভয়ানক ভয় হইল, ভাবিল, 'ওকে কেউ খুন ক'রে টাকা-পয়সা সব কেড়ে নিয়ে এখানে ফেলে চ'লে গেছে। যাক্, এতে হাত দিলেই বিপদে পড়্‌ব নিশ্চয়।'

লোকটাকে যাতে আর দেখা না যায় সেইজন্য সাইমন মন্দির পেছনে রাখিয়া চলিতে লাগিল; খানিক দূর গিয়া একবার পেছনের দিকে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল যে সেই লোকটি আর দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া নাই, সে যেন তারই দিকে তাকাইয়া নড়িতেছে।

সাইমনের পূর্ব্বের চেয়েও এবার ভয় আরও বেশী হইল, ভাবিল, 'আবার ফিরে ওর কাছে যা'ব, না চল্‌তেই থাক্‌ব? ওর কাছে গেলে হয়ত একটা ভয়ানক কাণ্ড হবে। কে জানে ও কে এবং কি রকমের লোক? ও কখনও ভালর জন্যে এখানে আসে নি। যদি কাছে যাই, ও লাফিয়ে প'ড়ে আমার টুঁটিটা টিপে ধর্‌তে পারে, তা হ'লে ত আমার আর রক্ষাই থাক্‌বে না। যদি তা না করে, যদি তেমন একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড নাও ঘটে, হয়ত আমার ওপরে সে একটা গলগ্রহ হবে। একটা ন্যাংটা মানুষ, তাকে নিয়ে কি কর্‌ব? আমার সম্বলের ভেতরে ত একটা শতছিন্ন জামা, এ আমি কিছুতেই দিতে পার্‌ব না! ঈশ্বর ভরসা, এবার পালাতে পার্‌লে বেঁচে যাই।'

সাইমন ত ওখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। মন্দির রহিল তার পিছনে ; কিন্তু যাইতে যাইতে তার মনটা কেমন করিয়া উঠিল, তার বিবেক তাকে দংশন করিল, সে অমনি থমকিয়া দাঁড়াইল।

সে নিজে নিজে বলিতে লাগিল—"কি কর্‌ছ তুমি, সাইমন ? লোকটা হয়ত অভাবের তাড়নায়, খেতে না পেয়ে, পর্‌তে না পেয়ে, মারা যাচ্ছে ; আর তুমি তাকে ভয় খেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছ ? তুমি এমন কি বড় মানুষ হ'য়েছ যে, তোমার আবার চোর-ডাকাতের ভয় ? ছিঃ ছিঃ সাইমন ; তোমায় ধিক্।"

সাইমন ফিরিয়া লোকটাব কাছে আসিল।

—২—

লোকটির কাছে গিয়া সাইমন বেশ নজর করিয়া চাহিয়া দেখিল যে, সে যুবক, কাজকর্ম্ম করিবার মত শক্তি তার আছে, গায়ে কোন-স্থানে ক্ষতের চিহ্ন নাই, শীতে ও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মন্দিরে ঠেস্ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাকে এতই দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইতে-ছিল, যেন সে চোখ তুলিয়া চাহিতেও পারিতেছিল না। সাইমন তার একেবারে কাছে গিয়া দাঁড়াইল। লোকটির যেন তখন একটু হুঁস্ হইল। সে যেন সাইমনের দিকে মাথাটি ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিল। সেই একটি চাউনিতেই সাইমন তাকে ভালবাসিল। তৎক্ষণাৎ সে তার বুট জুতা জোড়া মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিল, কোমরের বেল্ট খুলিল এবং সূতার জামাটা খুলিল।

সে বলিল—"দেখ, এটা বাজে কথার সময় নয়। নাও, এই জামাটা চট ক'রে গায়ে দাও।" ইহা বলিয়াই সাইমন লোকটার হাত

ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। সাইমন দেখিল তার দেহখানি বেশ সুন্দর, বলিষ্ঠ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, হাতপাগুলি বেশ গোলগাল মুখখানি খুব সুশ্রী—যেন দয়ামায়া-মাখানো। নিজের জামাটা সাইমন তার কাঁধের উপর চাপাইয়া দিল, কিন্তু লোকটি গায়ে দিতে গিয়া হাতা খুঁজিয়া পাইল না। সাইমন তার হাত দু'টী টানিয়া কোটের ভিতর পরাইয়া দিয়া বেশ ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া দিল। তার পরে নিজের বেল্ট তার কোমরে জড়াইয়া দিল।

নিজের অতি পুরাতন জীর্ণ টুপীটাও সে তার মাথায় পরাইয়া দিবে মনে করিয়াছিল; কিন্তু তার নিজের মাথায়ই ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগিতে লাগিল বলিয়া সে ভাবিল, 'আমার মাথায় টাক, ওর মাথাটি ত বেশ সুন্দর কোঁকড়ান চুলে ভরা, সুতরাং টুপী না হ'লেও ওর চল্‌তে পারে!' এই ভাবিয়া টুপীটি সে নিজের মাথায়ই চাপাইয়া দিল। তারপর ভাবিল, 'ওর পায়ের জন্যে বরং একটা কিছু বন্দোবস্ত কর্‌লে ভাল হয়, আচ্ছা দেখা যাক্‌।' তারপর লোকটিকে সেখানে বসাইয়া বুট জোড়া পায়ে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল—"ব্যস্‌ ভাই, একটু হেঁটে শরীরটাকে গরম ক'রে নাও; তার পরে আর সব দেখা যাবে। তুমি চল্‌তে পার্‌বে কি?"

লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অতি করুণভাবে সাইমনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু একটা কথাও বলিতে পারিল না।

সাইমন জিজ্ঞাসা করিল—"কিহে, তুমি কথা কও না কেন? এত ঠাণ্ডা যে এখানে আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। এখুনি বাড়ী ফির্‌তে হবে। যদি এত কাবু হ'য়ে থাক যে চল্‌তে পার্‌ছ না, তা হ'লে আমার এই লাঠিটা নাও, এইটে ভর দিয়ে চল্‌বে এখন; চল!"

লোকটি বেশ স্বচ্ছন্দেই চলিতে আরম্ভ করিল ; সে সাইমনের পেছনে একবারও পড়ে নাই।

পথে যাইতে যাইতে সাইমন তাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা বল দেখি তোমার বাড়ী কোথায় ?"

—"এ অঞ্চলে নয়।"

—"আমারও তাই মনে হচ্ছিল। এ অঞ্চলের যত লোক—সবই আমার চেনা। কি করে ঐ মন্দিরের কাছে এসে পড়্‌লে বল ত ?"

—"বল্‌তে পারি না।"

—"তোমার ওপরে কেউ কোন অত্যাচার করেছে ?"

—"না, কেউ অত্যাচার করে নি। ভগবান্‌ আমাকে শাস্তি দিয়েছেন।"

—"হ্যাঁ, তিনি ত আমাদের সকলেরই শাসন-কর্ত্তা! শাস্তি পেলেও তোমাকে কোনখানে আশ্রয় নিয়ে খাবার-দাবার চেষ্টা করতে হবে ত ?"

—"কি আর করব ? আমার কাছে সবই সমান।"

সাইমন বিস্মিত হইল। লোকটা বদ্‌মায়েস বলিয়া তার মনে হইল না, তার কথাবার্ত্তাও ভদ্রলোকের মত ; অথচ নিজের পরিচয় সে কিছুই দিতেছে না। সে ভাবিল—কে জানে ওর কি হয়েছে! পরে লোকটিকে বলিল—"আচ্ছা, তা হলে আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতেই এসো, আর কিছু হোক্‌ বা না হোক্‌ খানিকক্ষণ থেকে শরীরটাকে একটু গরম-সরম করে নেবে।"

সাইমন বাড়ীর দিকে চলিল, লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তখন খুব বাতাস বহিতেছিল, সাইমনের খুব শীত করিতে লাগিল ; বিশেষতঃ তার মদের নেশা তখন প্রায় ছুটিয়া যাওয়ায় শীতটা সে

ভাল করিয়াই টের পাইতে লাগিল। তার স্ত্রীর জামাটি গায়ে চাপিয়া ধরিয়া চলিতে চলিতে সে ভাবিতে লাগিল—'এই ত ভেড়ার চামড়ার কথা বল! চামড়ার খোঁজেই গিয়েছিলুম ত, কিন্তু সারা-দিনের পর এখন বাড়ী ফিরে যাচ্ছি, গায়ে একটা কোট পর্য্যন্ত নেই। তার উপরে একটা উলঙ্গকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলেছি। এতে ম্যাট্রিয়ানা খুসী হবে খুব।'

স্ত্রীর কথা মনে করিয়া সে একটু বিমর্ষ হইল, কিন্তু লোকটির দিকে আবার চাহিতেই মনে পড়িল, সে কি রকম করুণদৃষ্টিতে তার দিকে চোখ তুলিয়াছিল। অমনি তার মনের সমস্ত দুঃখ দূর হইল, মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল!

—৩—

সাইমনের স্ত্রী সেদিন সব কাজ খুব সকাল সকাল সারিয়া রাখিয়াছিল। কাঠ কাটিয়া, জল আনিয়া, ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইয়া এবং নিজের খাওয়াটাও শেষ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—কখন রুটি তৈরী করবে—সেই দিন, না তার পর দিন? তখনও একখানা বড় রুটি অবশিষ্ট ছিল।

সে ভাবিল, 'যদি সাইমন সহরে আজকে খেয়ে থাকে আর এখন এসে যদি খুব কম খায় তা হ'লে এ রুটিখানায় আরও একদিন চল্‌বে।'

রুটিখানা হাতে লইয়া বারে বারে ওজনটা বুঝিতে লাগিল ও ভাবিল, 'আজ আর রুটি তৈরী করব না। যে ময়দা রয়েছে তাতে আর একখানা রুটি হতে পাবে; কিন্তু কোনও রকমে এখানা দিয়ে শুক্রবার পর্য্যন্ত চালাতে হবে।'

ম্যাট্রিয়ানা রুটিখানা রাখিয়া দিল এবং স্বামীর সার্টটা রিপু করিবার জন্য টেবিলে গিয়া বসিল। তার স্বামী কি রকম করিয়া গরম জামার জন্য চামড়া কিনিতেছে—রিপু করিতে করিতে সে কেবল তাই ভাবিতে লাগিল।

'আমার স্বামী নেহাৎ ভাল মানুষ—বড্ড সাদাসিদে। দোকানদার আবার তাকে না ঠকায়। একটা ছোট ছেলে পর্য্যন্ত তাকে ঠকাতে পারে; সে কিন্তু কাউকে ঠকায় না। আটটা টাকা ত আর কম নয়! ও দামে ত খুব ভাল জামা পাওয়া উচিত। পাকা চামড়া না হ'লেও বেশ দস্তুরমত গরম জামা পাওয়া যাবে। গেল বার শীতকালে গরম জামার অভাবে কি ভয়ানক কষ্টটাই পেয়েছিলুম। না যেতে পারতুম নদীর ঘাটে' না পারতুম বাইরে যেতে। আমাদের যা কাপড়-জামা ছিল, তা আমার স্বামীই গায়ে দিয়ে বেরুত; আমি আর কিছু গায়ে দিতে পেতুম না। যাক্‌গে; আজকে অবিশ্যি খুব ভোরে সে বেরোয় নি, তবুও এখন তার ফিরে আস্‌বার সময় হ'য়েছে। দেরী দেখে ভয় হচ্ছে হয়ত মদের ভাটিতে গিয়ে ঢুকেছে।'

ম্যাট্রিয়ানা এই কথাগুলি ভাবিতেছে, ঠিক সেই সময়েই দরজায় পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল। কে যেন ভিতরে ঢুকিল। হাতের স্থচটি একটা ফোঁড় দিয়া রাখিয়া সে বাহিরে দেখিতে গেল। গিয়া দেখিল দুইজন লোক; সাইমন আর তার সঙ্গে আর একজন—তার পায়ে বুট, মাথায় টুপী নাই।

সাইমনের মুখ থেকে মদের গন্ধ বাহির হইতেছে—ম্যাট্রিয়ানা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল। সে ভাবিল, 'এই ত ও মদ খাচ্ছিল।' তারপর সে যখন দেখিল যে সাইমনের গায়ে কোট নাই—কেবল

তারই জ্যাকেটটি গায়ে, হাতে কোন জিনিষ নাই, চুপ করিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তখনই তার মনটা একেবারে যেন দমিয়া যাইতে লাগিল। সে ভাবিল, 'এই একটা একেবারে অপদার্থ লোককে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে; এতক্ষণ একে নিয়ে ভাটিতে গিয়ে মদ খেয়ে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে।'

ম্যাট্রিয়ানা চুপ করিয়া একপাশে সরিয়া গেল। তারা ভিতরে ঢুকিল। সে তাদের পিছনে পিছনে গেল। দেখিল, যুবকটি সম্পূর্ণ অপরিচিত, অত্যন্ত শীর্ণকায়, তার স্বামীর জামাটি তারই গায়ে চাপানো। কিন্তু কোটের নীচে কোন সার্ট নাই, মাথায় টুপী নাই। লোকটি ভিতরে ঢুকিয়া নড়িল-চড়িলও না, আর কোন দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলও না।

ম্যাট্রিয়ানা তাকে দেখিয়া ভাবিল, 'এ নিশ্চয়ই ভারি বদ্‌লোক, তাই ভয়ে জড়সড় হ'য়েছে।'

ভ্রু দুইটি কুঁচ্‌কাইয়া ম্যাট্রিয়ানা উনুনের পাশে গিয়া দাঁড়াইল এবং তারা কি করে দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিল।

সাইমন টুপীটি খুলিয়া বেঞ্চির উপর বসিল, যেন কোনখানে কিছুই হয় নাই। তারপর বলিল—"এসো ম্যাট্রিয়ানা, খাবারদাবার যদি কিছু তৈরী থাকে ত আমাদের দাও।"

ম্যাট্রিয়ানা খানিকক্ষণ কি বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকিল, একটুও নড়িল না, যেমন দাঁড়াইয়াছিল ঠিক তেমনই রহিল; একবার সাইমনের দিকে—একবার সেই লোকটির দিকে চাহিয়া সে মাথাটি নড়াইল।

সাইমন বুঝিল যে তার স্ত্রী রাগে গর্‌গর্‌ করিতেছে; কিন্তু সে সেটাকে উড়াইয়া দিবারই চেষ্টা করিল। সে যেন কিছুই বুঝিতে

পারে নাই, এই ভাব দেখাইয়া সেই লোকটির হাত ধরিয়া বলিল—"ব'সো ভাই, ব'সো। কিছু খাওয়া যা'ক্।"

লোকটি বেঞ্চির উপর বসিল।

সাইমন তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদের জন্যে কি কিছুই রান্না কর নি? কেমন?"

ম্যাট্রিয়ানার রাগ এবার ফুটিয়া বাহির হইল; সে বলিল—"হ্যাঁ, রেঁধেছি বটে, কিন্তু তোমার জন্যে নয়। আমার মনে হচ্ছে মদ খেয়ে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব একদম লোপ পেয়ে গেছে। তুমি গিয়েছিলে একটা ভেড়ার চামড়ার কোট কিন্‌তে, তা'ত আনই নি, তোমার গায়ে যে কোটটা ছিল তাও নেই, তা ছাড়া কোত্থেকে তুমি এই একটা ন্যাংটা হতভাগাকে নিয়ে এসেছো। তোমাদের মত মাতালের জন্য আমি রাঁধিও নি, খাবারও রাখি নি।"

—"যথেষ্ট হ'য়েছে, ম্যাট্রিয়ানা। দেখ, না বুঝে-শুঝে যা তা বক্‌ছ কিসের জন্যে? আগে জিজ্ঞেস কর লোকটা কি রকমের, কোত্থেকে এসেছে।"

—"আচ্ছা যাও। টাকা নিয়ে কি কর্‌লে আমায় বল?"

সাইমন জ্যাকেটের পকেট খুঁজিয়া তিন টাকার নোটখানি বাহির করিয়া বলিল—"এই নাও তোমার টাকা। ত্রিকোন্‌ক টাকা দেয় নি, শীগ্‌গিরই দেবে ব'লেছে।"

ম্যাট্রিয়ানার আরও রাগ হইল। চামড়া ত সাইমন আনেই নাই, তার উপরে সেই একমাত্র সম্বল কোটটি একটা ন্যাংটা লক্ষ্মীছাড়ার গায়ে চাপাইয়া দিয়া, তাকে আবার বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে।

টেবিলের উপর হইতে একটান দিয়া নোটখানা লইয়া বলিল—

"তোমাদের খাবার আমি কিছুই রাখিনি। কতকগুলো ন্যাংটা মাতালকে খাওয়াতে আমরা প্রস্তুত নই।"

—"থাম, থাম ম্যাট্রিয়ানা। খুব হ'য়েছে, যথেষ্ট হ'য়েছে! আমাদের কথাটা আগে শোনই।"

—"ওঃ একটা বোকা মাতালের কাছে ত ভারি জ্ঞানের কথাই শুন্‌ব! তোমার মত একটা মাতালকে যে প্রথমে বিয়ে করতে রাজী হইনি, সে ঠিকই ক'রেছিলুম। মা আমায় যে কাপড়-চোপড় দিয়েছিল তা তুমিই মদ খেয়ে খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছ, তার পরে যা কিছু ছিল তাও কোট কিন্‌তে গিয়ে উড়িয়ে দিয়ে এলে।"

সে যে মাত্র তিন-চারি আনা খরচ করিয়াছে ইহাই সাইমন স্ত্রীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কি করিয়া সেই লোকটির সঙ্গে তার দেখা হইয়াছে, কেনই বা তাকে লইয়া আসিয়াছে ইত্যাদি বলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কার কথা কে শোনে? ম্যাট্রিয়ানা তার একটি কথাও শুনিল না, কিছুই বলিতে দিল না; এক কথায় সে দশ কথা শুনাইয়া দিল। দশ বছর পূর্ব্বে কবে কি হইয়াছে তা এই উপলক্ষে টানিয়া আনিয়া বকুনি আরম্ভ করিল।

খানিকক্ষণ বকিয়া বকিয়া ম্যাট্রিয়ানা রাগের চোটে সাইমনের দিকে ছুটিয়া গিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"দাও আমার জ্যাকেট। আমার পুঁজিপাটা শুধু এইটেই। এইটি আমার কাছ থেকে নিয়ে তোমার ত গায়ে দিতেই হবে। এখুনি খুলে দে লক্ষ্মী-ছাড়া হতভাগা, গোল্লায় যা, চুলোয় যা!"

সাইমন ব্যাপার দেখিয়া তাড়াতাড়ি জ্যাকেটটা খুলিতে গেল, কিন্তু হাতের ভিতরের দিকটা উল্টাইয়া গেল। ম্যাট্রিয়ানা হাতটা ধরিয়া টান মারিতেই সেলাইটা একদম খুলিয়া গেল। জ্যাকেটটা

কাঁধে ফেলিয়া, রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে সে দরজার দিকে ছুটিয়া গেল। বাহির হইয়া যাওয়াই ছিল তার ইচ্ছা, কিন্তু কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দরজাতেই থামিল।

—৪—

থামিয়া গিয়া ম্যাট্রিয়ানা বলিল—"আচ্ছা, ও যদি ভাল মানুষই হবে, তবে ন্যাংটা হ'য়ে র'য়েছে কেন? ওর গায়ে ত একটা সার্টও নেই। ভাল হ'লে তুমিই বল্‌তে পার্‌তে ও-বেটার সঙ্গে কোথায় তোমার দেখা-শুনা পরিচয় হ'ল।"

সাইমন বলিল—"তোমায় ত সেই কথাই বল্‌ছিলুম, শুন্‌লে কই? আমি যখন মন্দিরের কাছে এলুম, দেখ্‌লুম, লোকটির কাপড় নেই, শীতে একেবারে আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে আছে। বাইরে কাপড়-চোপড় না নিয়ে কি আজকাল এই শীতে মানুষ থাক্‌তে পারে? ভগবান্‌ই আমাকে ওর কাছে পাঠিয়েছেন, আমি না গেলে ও নিশ্চয়ই মারা যেত। এ রকম অবস্থায় আমি কি কর্‌তে পারি বল? ওর কি হয়েছে, কি ঘটেছে কেমন ক'রে জান্‌ব? কাজেই আমি ওকে একটা জামা পরিয়ে দিলুম, আর সঙ্গে নিয়ে এলুম। না জেনে-শুনেই অত রাগ ক'রো না, ম্যাট্রিয়ানা! রাগ করাটাও একটা পাপ। মনে রেখো আমাদের সকলকেই একদিন মর্‌তে হবে।"

এবারও ম্যাট্রিয়ানা রাগিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু লোকটির দিকে চাহিয়াই থামিয়া গেল।

লোকটি হাত দুইখানি ভাঁজিয়া হাঁটুর উপরে রাখিয়া বেঞ্চির একপাশে একেবারে নিস্পন্দ ভাবে বসিয়াছিল; মাথাটা তার বুকের

উপর নুইয়া পড়িয়াছে। চোখ দুইটি বুজিয়া আছে, আর যেন যন্ত্রণায় কপাল কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে।

ম্যাট্রিয়ানা একেবারে নির্ব্বাক্!

সাইমন বলিল—"ম্যাট্রিয়ানা, তোমার কি ভগবানে ভক্তি নেই?"

সাইমনের এই কয়েকটি কথা শুনিয়া, সেই লোকটির দিকে একবার চাহিয়াই ম্যাট্রিয়ানার মন একেবারে নরম হইয়া পড়িল। দরজা থেকে সে ফিরিয়া আসিল এবং উনুনের পাশে গিয়া খাবার যোগাড় করিতে লাগিল। টেবিলের উপরে একটি পেয়ালা রাখিয়া খানিকটা সরিষার ঝোল ঢালিয়া দিয়া শেষ রুটিখানা এবং ছুরি, কাঁটাচামচ সব সাজাইয়া দিল। তারপর সে বলিল—"খাবে ত খাও না।"

সাইমন লোকটিকে টানিয়া টেবিলের কাছে আনিয়া বলিল—"এখানে ব'সো ভাই।"

সাইমন রুটিখানা কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ঝোলের ভিতর ফেলিল, তারপর খাইতে আরম্ভ করিল।

ম্যাট্রিয়ানা টেবিলের এক কোণে গালে হাত দিয়া বসিয়া লোকটির দিকে চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে তার মনটা আরও নরম হইল, লোকটার প্রতি তখন তার খুব দয়া হইল, তার জন্য মনে খুব কষ্ট হইল। লোকটির মুখ অমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তার কপালটা আর কুঞ্চিত রহিল না। চোখ তুলিয়া ম্যাট্রিয়ানার দিকে চাহিয়া সে একটু হাসিল।

তাদের খাওয়া শেষ হইয়া গেলে ম্যাট্রিয়ানা সরঞ্জাম সব সরাইয়া ফেলিল এবং লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,

—"তোমার বাড়ী?"

—"আমার বাড়ী এ অঞ্চলে নয়।"

—"তুমি রাস্তায় এসে পড়্‌লে কি ক'রে?"

—"বল্‌তে পারিনে।"

—"কেউ তোমার ওপর অত্যাচার করেছে?"

—"ভগবান্ আমায় শাস্তি দিয়েছেন।"

—"তুমি কি সেখানেও ন্যাংটো পড়েছিলে?"

—"হ্যাঁ, ন্যাংটো ত ছিলুমই, শীতে জ'মে যাচ্ছিলুম। আমাকে দেখে সাইমনের খুব দয়া হ'ল। নিজের কোটটি খুলে সে আমায় পরিয়ে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে এসেছে। তুমিও আমায় বেশ খাওয়ালে, যত্ন কর্‌লে, যথেষ্ট দয়া দেখালে। ভগবান্ তোমাকে এর পুরস্কার দেবেন।"

ম্যাট্রিয়ানা উঠিল, তার স্বামীর যে সার্টটা সেলাই করিতেছিল জানালা থেকে সেইটা আনিয়া লোকটিকে দিল। তারপর একটা পা-জামাও আনিয়া দিয়া তাকে বলিল—"দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমার একটা সার্টও নেই, এইটেই প'রে নাও, তারপর হয় মাচার ওপরে, না হয় উনুনের ওপরে শোও গে।"

লোকটি কোটটি খুলিয়া সার্টটা গায়ে দিল এবং মাচার ওপরে গিয়া শুইল।

ম্যাট্রিয়ানা কোটটি লইয়া, বাতিটা নিবাইয়া দিয়া, তার স্বামী যেখানে শুইয়াছিল সেখানে গিয়া শুইল।

কোটের কাপড়টা টানিয়া গায়ে জড়াইয়া ম্যাট্রিয়ানা শুইল, কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না; লোকটির কথা সে আর ভুলিতে পারিল না।

যখন তার মনে হইল যে শেষ রুটিখানা সে খাইয়াছে—তার পরের দিনের জন্য আর খাবার কিছুই নাই এবং সার্টটা ও পা-

জামাটাও তাকে সে দিয়াছে, তখন তার মনে ভারি কষ্ট হইল। কিন্তু লোকটি তার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়াছিল—এই কথা মনে পড়িবামাত্রই তার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ম্যাট্রিয়ানার ঘুম হইল না। দেখিল যে সাইমনও জাগিয়া আছে। কোটের কাপড়টা টানিয়া তার গায়েও খানিকটা দিয়া সে ডাকিল—"সাইমন!"

—"কি?"

—"তোমরা ত শেষ রুটিখানা পর্য্যন্ত খেয়েছ, কালকে খাবার কিছুই নেই, জানিনে কি করব। এখন আমাদের পাড়ার সেই মার্থার কাছে যদি ধার পাই তবেই ত।"

—"দেখ যদি বেঁচে থাকি খাবার কিছু-না-কিছু ঠিক মিলবেই।"

ম্যাট্রিয়ানা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—"ওকে বেশ ভাল লোক ব'লেই মনে হয়, কিন্তু নিজের পরিচয় দিচ্ছে না কেন?"

—"তা না দেবার যথেষ্ট কারণ আছে বোধ হয়।"

—"সাইমন!"

—"কি?"

—"দেখ আমরাই কেবল দিচ্ছি, কিন্তু কৈ আমাদের কেউ কিছু দেয় না ত?"

কি বলিবে সাইমন কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে কেবল বলিল—"চুপ কর, ঘুমোও।"

সাইমন পাশ ফিরিয়া শুইল।

ভোরে সাইমন উঠিল। ছেলে-মেয়েরা তখনও উঠে নাই। তার স্ত্রী প্রতিবেশীর কাছে রুটি ধার করিতে গেল। সেই লোকটি সার্ট আর পা-জামা পরিয়া উপরের দিকে চাহিয়া একলা বেঞ্চির একপাশে বসিয়াছিল। পূর্ব্বদিনের চেয়ে তার মুখটা একটু বেশী উজ্জ্বল দেখাইতেছিল।

সাইমন তাকে বলিল—"দেখ ভাই, এই পেটটা চায় খাবার, আর শরীরটা চায় কাপড়। থাক্‌তে হ'লেই কাজ কর্‌তে হয়। তুমি কি কাজ জান?"

—"আমি কোন কাজই জানিনে।"

সাইমন বিস্মিত হইল, বলিল—"মানুষ যদি শিখ্‌তে চায় তা হ'লে যে কোনও কাজ শিখতে পারে।"

—"মানুষ খাটে, আমিও খাট্‌ব।"

—"তোমার নামটি কি?"

—"মাইকেল।"

—"আচ্ছা। মাইকেল, তুমি নিজের পরিচয় দিতে চাও আর নাই চাও সেটা তোমার ইচ্ছে। সে তুমি যেমন বোঝ কর; কিন্তু তোমাকে খেটে খেতে হবে। আমার কথামত যদি কাজ কর, আমার এখানেই থাক্‌তে পাবে, খেতে পাবে।"

—"ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। আমি কাজ শিখ্‌ব। কি কর্‌তে হবে আমায় দেখিয়ে দাও।"

সাইমন খানিকটা সুতা লইয়া পায়ের বুড়ো আঙুলে জড়াইয়া পাকাইতে আরম্ভ করিল, বলিল—"দেখ্‌লে এ খুব সোজা।"

মাইকেল সাইমনের কাজটি খুব ভাল করিয়া দেখিয়া কৌশলটি শিখিয়া ফেলিল এবং খানিকটা সূতা পায়ের বুড়ো আঙুলে জড়াইয়া পাকাইল।

তারপর সূতোয় কি করিয়া মোম লাগাইতে হয় সাইমন তাকে দেখাইল। মাইকেল তাও শিখিল। তারপর কি রকম করিয়া চামড়া মুড়িয়া দিতে হয়, সেলাই করিতে হয় দেখাইল, মাইকেল ইহাও চট করিয়া শিখিয়া ফেলিল।

সাইমন তাকে যা একবার দেখাইয়া দিত তাই সে শিখিয়া ফেলিত। তিন দিন পরে সে এমনি ভাবে কাজ করিতে লাগিল যেন সে চিরকালই মুচীর কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে আর বিশ্রাম চাহিত না, কেবলই কাজ করিত। খাওয়া-দাওয়া তার খুবই কম ছিল। কাজ শেষ হইয়া গেলেই ঊর্দ্ধমুখ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। রাস্তায় বড় একটা বাহির হইত না। দরকার না হইলে কথাও কহিত না; হাসি-ঠাট্টাও ছিল না। যে রাত্রিতে ম্যাট্রিয়ানা তাকে প্রথম খাবার দিয়াছিল, কেবল তখনই সে একবার হাসিয়াছিল, তা ছাড়া আর কখনও তাকে হাসিতে তার দেখে নাই।

—৬—

এক দিন দুই দিন করিয়া, এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ করিয়া ঠিক একটি বৎসর আসিল। সাইমনের সঙ্গে মাইকেল কাজ-কর্ম্ম করিয়া সেইখানেই রহিয়া গেল। চারিদিকে তার খুব সুখ্যাতি হইল। সকল লোকেই বলিত, "সাইমনের কারিকর মাইকেলের মত পরিষ্কার মজবুত বুট জুতো আর কেউ তৈরী কর্‌তে পারে না।" জেলার সকল জায়গা থেকে লোক আসিয়া সাইমনকে দিয়া বুট তৈয়ারী করাইয়া

লইয়া যাইত। কাজে কাজেই সাইমনের অবস্থা খুব সচ্ছল হইয়া উঠিল।

এক দিন শীতকালে সাইমন এবং মাইকেল বসিয়া কাজ করিতেছিল, এমন সময়ে বরফের উপর দিয়া যে গাড়ী চলে—সেই রকম একটা গাড়ী ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে তাদের দিকে আসিল। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল যে, তাদের দরজার সাম্‌নেই গাড়ীটা থামিল। একজন ভাল পোষাক-পরা চাকর কোচবাক্স হইতে লাফাইয়া পড়িয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। একজন সুসজ্জিত ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নামিয়া বরাবর সাইমনের ঘরের দিকে চলিলেন। ম্যাট্রিয়ানা উঠিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। ভদ্রলোকটি হেঁট হইয়া ঘরে ঢুকিলেন; যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন তাঁর মাথাটা প্রায় ছাদে ঠেকিল; আর তিনি ঘরের ঠিক একটা দিক্ জুড়িয়া দাঁড়াইলেন।

সাইমন দাঁড়াইয়া তাঁকে সেলাম ঠুকিল এবং খুব আশ্চর্য্য হইয়া ভদ্রলোকটির দিকে তাকাইয়া রহিল। সে এপর্য্যন্ত তার মত লোক আর দেখে নাই। সে নিজে অত্যন্ত রোগা, মাইকেলও তথৈবচ, আর ম্যাট্রিয়ানা এত রোগা যে, তার হাড়গোড় সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এই ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া মনে হইল যেন তিনি এই পৃথিবীর লোক নন, মুখখানা লাল টক্‌টকে যণ্ডামার্ক চেহারা, ষাঁড়ের মত কাঁধ, আর সমস্তটি শরীর যেন লোহা দিয়া গড়া।

ভদ্রলোকটি ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া খানিকটা বাতাস মুখ দিয়া ছাড়িয়া বেঞ্চির উপর বসিলেন এবং বলিলেন—"তোমাদের ভেতরে মনিব কে?"

একটু সাম্‌নে আসিয়া সাইমন বলিল—"আমি হুজুর।"

ভদ্রলোকটি চীৎকার করিয়া তাঁর চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হাঁরে ভেদ্‌কা, চামড়াটা নিয়ে আয়।"

চাকরটা ছুটিয়া গিয়া পুঁটুলী লইয়া আসিল।

ভদ্রলোকটি পুঁটুলীটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন—"এইটে খোল্‌।"

চাকরটা পুঁটুলীটি খুলিল।

চামড়াখানা দেখাইয়া দিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন—"এই মুচী, চামড়াখানা দেখেছিস্‌?"

—"হ্যাঁ হুজুর।"

—"এটা কি রকম চামড়া জানিস্‌?"

সাইমন হাত দিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিল—"এটা বেশ চামড়া।"

—"বেশ ত নিশ্চয়ই; তুই এ রকম চামড়া কখনও দেখিস্‌ নি। এটা জার্ম্মেনী থেকে এসেছে। এর দাম কুড়ি টাকা, বুঝেছিস্‌।"

সাইমন একটু ভয় খাইয়া বলিল—"আমি এ চামড়া কোথায় দেখ্‌ব হুজুব?"

—"তা ত বটেই। এই চামড়া দিয়ে আমার জন্যে একজোড়া ভাল বুট তৈরী কর্‌তে পার্‌বি?"

—"পার্‌ব, হুজুর।"

ভদ্রলোকটি অত্যন্ত রুক্ষভাবে বলিলেন—"পার ত কেবল মুখে, সত্যিই কি পার্‌বে? মনে রেখো কার জন্যে জুতো তৈরী কর্‌বে, আর এ চামড়াটা কি রকম। আমাকে এমন বুট তৈরী ক'রে দিতে হবে যেন সেটা ঠিক একটি বছর টেঁকে, অথচ না ছেঁড়ে, বেটপ্‌ না

হয়, বুঝলে? যদি পার চামড়া নাও, কাট। যদি না পার, সাফ ব'লে দাও। তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি—যদি এক বছরের ভেতরে সেলাই খুলে যায় বা বেঢপ্ হয়, তোমায় জেলে দেওয়াব। আর যদি না ছেঁড়ে, ঢপ্‌টি বেশ ঠিক থাকে, একটা বছর বেশ ক'রে পর্‌তে পারি, তোমায় দশ টাকা মজুরী দেবো।"

সাইমনের ভারি ভয় হইল। কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। মাইকেলের দিকে একবার চাহিয়া, কনুই দিয়া তাকে ঠেলা মারিয়া ইসারায় জিজ্ঞাসা করিল—'কাজটা নেব কি?'

মাইকেল মাথা নাড়িয়া জানাইল—'হাঁ, নাও।'

তার কথামতই সাইমন কাজটি নিতে রাজী হইল।

চাকরকে ডাকিয়া ভদ্রলোকটি তাঁর বাঁ-পাখানি বাড়াইয়া দিয়া জুতা খুলিতে বলিলেন।

তারপর সাইমনকে বলিলেন— "মাপ নাও।"

পাছে ভদ্রলোকের মোজা ময়লা হইয়া যায়, তাই সাইমন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত দুইখানি পরিষ্কার করিয়া সতের ইঞ্চি লম্বা একখানা মাপের কাগজ লইয়া বসিল। তারপর মাপ নিতে আরম্ভ করিল। পায়ের পাতা, পাতার ঘের ইত্যাদি মাপিল; কিন্তু পায়ের ডিমটা মাপিতে গিয়া দেখিল কাগজে কুলায় না। পায়ের ডিমটা ঠিক কড়িকাঠের মত মোটা।

—"দেখ্‌বে যেন পায়ে খুব কসা না হয়?"

সাইমন আর একখানি কাগজ জুড়িল।

ঘরের মধ্যে যারা ছিল তাদের দিকে একবার চাহিয়া ভদ্রলোকটি মোজার মধ্যেই পায়ের আঙ্গুলিগুলি একবার ফাঁক করিয়া মেলিলেন। মাইকেলকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও কে হে?"

—"ও আমারই কারিকর। ওই বুট্ সেলাই করবে।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"সাবধান, মনে রেখো যেন একটি বছর বেশ টেঁকে।"

সাইমন মাইকেলের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু দেখিল সে ভদ্রলোকটির মুখের পানে তাকাইয়া নাই। সে তাকাইয়া ছিল তাঁর পেছনে কোণের দিকে,—যেন সেখানে কাহাকেও দেখিতেছিল। খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া মাইকেল হঠাৎ হাসিল এবং তার মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ভদ্রলোকটি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"দাঁতগুলো বের ক'রে কি দেখ্‌ছিস্ রে উল্লুক? দেখ্‌না এদিকে; বুট যেন ঠিক সময়ে তৈরী পাই?"

মাইকেল বলিল—"ঠিক সময়েই তৈরী হবে!"

"মনে রেখো যেন"—বলিয়া ভদ্রলোকটি বুট্ পরিয়া কোটটা গায়ে চড়াইতে চড়াইতে দরজার কাছে গেলেন; কিন্তু দরজায় নুইতে ভুলিয়া গেলেন। তাঁর মাথাটা ঠুকিয়া গেল।

গালাগালি দিতে দিতে তিনি মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন; তারপর গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

সাইমন হাঁফ ছাড়িয়া বলিল—"সাবাস্ পুরুষ, সরদলটা উল্টে গিয়েছিল আর কি, বাপ! ওর কিন্তু একটুও লাগ্‌ল না। মুগুর মার্‌লেও ওর কিছু হবে না।"

ম্যাট্রিয়ানা বলিল—"হবে না কেন? যেমন খায়-দায় তেমনি জোয়ান হবে ত? যম ওস্বয়ং ওর মত পাহাড় ছুঁতে ভয় খান!"

সাইমন মাইকেলকে বলিল—"আচ্ছা, কাজ ত হাতে নেওয়া গেল ; কিন্তু দেখো যেন এ নিয়ে আবার একটা ফ্যাসাদে না পড়ি। একে ত চামড়াটা খুব ভাল আর খুব দামী, তার ওপর ভদ্রলোকটির মেজাজটাও ভারি গরম। ভুল-টুল যেন আবার না হয়। যাক্, এসো দেখি, তোমার চোখ খুব সই, আর তোমার হাতও খুব পাকা, মাপটা একবার ভাল ক'রে দেখে নাও দেখি ; বেশ সই ক'রে চামড়াটা কেটো। আমি না হয় ওপরের সেলাইটা কর্‌ব এখন।"

সাইমনের কথামত মাইকেল চামড়াটা টেবিলের উপর রাখিল এবং দুই ভাঁজ করিয়া একখানা ছুরি দিয়া কাটিতে লাগিল।

ম্যাট্রিয়ানা আসিয়া তার কাটা বেশ নজর করিয়া দেখিতে লাগিল। কাটিবার ধরণ দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইল। সে চিরকাল বুট তৈয়ার করা দেখিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু এ কাটা ত সে রকম নয়। বুটের মত করিয়া না কাটিয়া মাইকেল চামড়াখানা ঠিক গোল করিয়া কাটিল।

কিছু বলিতে তার ইচ্ছা হইল ; কিন্তু ভাবিল, 'ভদ্রলোকদের বুট কি রকম ক'রে তৈরী কর্‌তে হয় তা ত আর দেখিনি, তাই হয়ত বুঝ্‌তে পারছিনে। মাইকেল আমার চাইতে ভাল জানে নিশ্চয়ই ; সুতরাং আমি কোন কথাই কইব না।'

চামড়া কাটিয়া মাইকেল একগাছা সূতা লইয়া বুটের মত দুই পাশ ধরিয়া সেলাই না করিয়া নরম চটী জুতার মত এক পাশ ধরিয়া সেলাই করিতে লাগিল।

মাট্রিয়ানা আবার আশ্চর্য্য হইল ; কিন্তু পূর্ব্বেরই মত এবারেও সে চুপ করিয়াই রহিল। দুপুরবেলা পর্য্যন্ত মাইকেল একমনে সেলাই করিতে লাগিল। সাইমনও কাজ করিতেছিল। খাইবার জন্য সে উঠিল ; মাইকেলের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, ভদ্রলোকটির সেই দামী চামড়া দিয়া সে এক জোড়া চটী জুতো তৈয়ার করিয়া বসিয়াছে।

"অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ!"—বলিয়া সাইমন একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ; ভাবিল, 'এ কি রকম? মাইকেল ত আমার সঙ্গে এক বছর ধ'রে কাজ ক'রে এসেছে, কিন্তু একদিনও ত একটা কাজও ভুল করে নি! আর আজ একি সর্ব্বনাশ কর্‌লে! ভদ্রলোক ফর্‌মাস দিয়ে গেলেন খুব সরু চামড়ার বেড় ক'রে দিয়ে মাথা উঁচু বুট্‌ তৈরী কর্‌তে আর মাইকেল একটা সোল্‌ দিয়ে নরম চটী জুতো তৈরী ক'রে চামড়াখানা একেবারে নষ্ট ক'রে ফেল্‌লে! তাঁকে কি বল্‌ব? এ রকম চামড়া ত কিন্‌তে পাওয়া যাবে না! কি উপায়?'

সে মাইকেলকে বলিল—"তুমি কি কর্‌লে ভাই! অ্যাঁ? তুমি যে আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছ! জান ত ভদ্রলোক ফরমাস্‌ দিয়ে গেলেন বুট্‌ জুতোর, আর তুমি এ কি কর্‌লে? দেখ ত কি ক'রেছ?"

মাইকেলের ওপরে গালাগালি আরম্ভ করিতে না-করিতেই দরজার লোহার কড়াটা বাজিয়া উঠিল ; কে যেন দরজায় আঘাত করিল। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া তারা দেখিল একজন লোক ঘোড়ায় চাপিয়া আসিয়া ঘোড়াটা বাঁধিতেছে। তারা দরজা খুলিয়া দিল। সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে যে চাকরটি আসিয়াছিল সে-ই ভিতরে ঢুকিল।

সে বলিল—"নমস্কার!"

সাইমন বলিল,—"নমস্কার। কি চাই?"

—"সেই বুটের দরুণ মাঠাকরুন পাঠিয়ে দিলেম।"

—"কি রকম?"

—"আমার মনিবের আর তাতে দরকার নেই। তিনি মারা গেছেন!"

—"সে কি?"

—"তোমাদের এখান থেকে বেরিয়ে তিনি বাড়ী অবধিও যেতে পারেন নি, গাড়ীতেই মারা গেছেন। যখন বাড়ী পৌঁছলুম চাকরেরা তাঁকে নামাতে এলো, তিনি একটা বস্তার মত গড়িয়ে পড়ে গেলেন। গাড়ীতেই ম'রে র'য়েছিলেন; এতই শক্ত হ'য়েছিলেন যে, তাঁকে নামানোই দায় হ'য়েছিল; কাজেই বুট জুতোর আর কোনই দরকার নেই। মাঠাকরুণ আমাকে ব'লে পাঠালেন, 'বল গে সেই মুচীকে, যে ভদ্রলোক বুট জুতোর জন্যে ফরমাস দিয়ে চামড়া দিয়ে এসেছিলেন তাঁর আর জুতোর দরকার নেই; তিনি মারা গেছেন; তাঁর শবের জন্য যেন খুব শীগ্‌গির শীগ্‌গির একজোড়া নরম চটী জুতো তৈরী ক'রে দেয়। যতক্ষণ না তৈরী হয় ততক্ষণ সেখানে থাকবে, ব'সে থেকে একেবারে তৈরী করিয়ে নিয়ে আসবে।' সেই জন্যেই আমি তোমার এখানে ছুটে এসেছি।"

বাকী চামড়াটুকু মাইকেল ভাল করিয়া মুড়িল। সে যে চটী জোড়া তৈয়ারী করিয়াছিল, তার দুই পাটী দুই হাতে লইয়া ঠুকিল, কাপড় দিয়া মুছিল। তারপর চামড়ার মোড়কটা এবং চটী জোড়া চাকরের হাতে দিল।

চাকরটি জুতা হাতে লইয়া বলিল—"নমস্কার, তবে আসি।'

মাইকেল একে একে ছয় বৎসর সাইমনের সঙ্গে কাটাইল, কিন্তু এতদিনেও তার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; পূর্ব্বেও যেমন ছিল তখনও তেম্‌নি। কোনখানেই সে যাইত না, বিশেষ দরকার না হইলে কথা কহিত না, হাসিত না। ছয়টি বৎসরের মধ্যে সে মাত্র দুইটিবার হাসিয়াছে—একবার যখন ম্যাট্রিয়ানা তাকে রাত্রিতে খাবার দিয়াছিল, আর একবার সেই ভদ্রলোকটি যখন ঘরে আসিয়া বসিয়া জুতার ফর্‌মাস দিয়াছিলেন। সাইমন এখন তার ওপরে ভারি খুসী; পাছে সে অন্য কোনও জায়গায় চলিয়া যায় এই ছিল তার ভয়।

একদিন তারা সকলেই বাড়ীতে ছিল। ম্যাট্রিয়ানা উনুনের ওপরে লোহার ভাঁড়গুলি গরম করিতেছিল, ছেলে-মেয়েগুলি বেঞ্চির ধারে ধারে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল, আর মাঝে মাঝে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল। একটা জানালায় বসিয়া সাইমন সেলাই করিতেছিল, আর একটা জানালায় বসিয়া মাইকেল এক জোড়া জুতায় গোড়ালি লাগাইতেছিল।

একটি ছেলে দৌড়াইয়া আসিয়াই মাইকেলের ঘাড়ের উপর ভর দিয়া জানালা দিয়া রাস্তা দেখিতে লাগিল। সে বলিল—"দেখেছ মাইকেল খুড়ো, ঐ ছোট্ট ছোট্ট মেয়ে নিয়ে একজন মেয়েমানুষ আমাদের এই দিকেই আস্‌ছে বোধ হয়। একটি মেয়ে আবার খোঁড়া।"

ছেলেটি বলিবামাত্রই মাইকেল হাতের কাজ ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া জানালা দিয়া দেখিতে লাগিল।

সাইমন একটু আশ্চর্য্য হইল। মাইকেল কখনও রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিত না, কিন্তু এখন সে জানালার ওপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন একমনে দেখিতেছিল। সাইমনও চাহিয়া দেখিল। দেখিল যে সত্যসত্যই খুব ভাল কাপড়-চোপড়-পরা একজন স্ত্রীলোক দুইটি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া তার ঘরেব দিকেই আসিতেছে। মেয়ে দুইটি দেখিতে ঠিক একই রকম, কেবল এক-জনের বাঁ-পাখানি ভাঙ্গা বলিয়া সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে।

স্ত্রীলোকটি ভিতরে যাইবার পথে তিনটি খিল পাইলেন ; খিল খুলিয়া দরজা খুলিলেন এবং ভিতরে ঢুকিলেন। মেয়ে দুটিও ঢুকিল।

—"নমস্কার।"

সাইমন বলিল—"আসুন, বসুন দয়া ক'রে। আপনার কি চাই ?"

স্ত্রীলোকটি টেবিলের পাশে গিয়া বসিলেন। ঘরের ভিতরে সব অপরিচিত লোকদের দেখিয়া মেয়ে দুইটি ভয়ে জড়সড় হইয়া তাঁর হাঁটু চাপিয়া বসিল।

তিনি বলিলেন—"এই মেয়ে দু'টির জন্য খুব ভাল দু'জোড়া জুতো তৈরী ক'রে দিতে হবে।"

—"তা খুব হবে এখন। এদের পায়ের মত এত ছোট জুতো কোন দিন তৈরী করি নি, না কর্‌লেও কর্‌তে আমরা পার্‌ব, তা যে রকমই ফর্‌মাস দিন না কেন ? আমার কারিকরটি খুব পাকা।"

সাইমন মাইকেলের মুখের দিকে একবার তাকাইল, দেখিল সে কাজ ফেলিয়া রাখিয়া মেয়ে দুইটির দিকে চাহিয়া আছে। সাইমন একটু বিস্মিত হইল। মাইকেল এ রকম কখনও করে

না। মেয়ে দুইটি খুবই সুন্দর বটে, বেশ সুস্থ শরীর, গাল দুইটি যেন ঠিক গোলাপ ফুলের মত, চোখ দুইটি বেশ কালো, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে কাপড়-চোপড়-পরা, হাতে সুন্দর সুন্দর রুমাল। মেয়ে দুইটি দেখিবার মত মেয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাইকেল তাদের দিকে ওরকম ভাবে কেন তাকাইয়া রহিয়াছে, সাইমন একদম বুঝিতেই পারিল না। তার চাউনি দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন সে পূর্ব্বেও তাহাদিগকে চিনিত।

সাইমন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল ; হেঁট হইয়া স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দর-দস্তুর করিতে লাগিল। দাম ঠিক করিয়া সাইমন মেয়েদের পায়ের মাপ নিতে বসিল। স্ত্রীলোকটি খোঁড়া মেয়েটিকে তুলিয়া নিজের কোলে বসাইয়া বলিলেন—"এই মেয়েটির দুটো মাপ নাও। খোঁড়া পায়ের জন্যে এক পাটী কর। আর দু'জনের পা-ই সমান। ওরা যমজ।"

সাইমন মাপ নিল। খোঁড়া মেয়েটিকে দেখিয়া বলিল—"মেয়েটি খোঁড়া হ'ল কি ক'রে? আহা কি সুন্দর মেয়ে! ও কি জন্মাবধিই খোঁড়া?"

—"না, ওর মা মুচ্‌ড়ে দিয়েছেন।"

এমন সময় ম্যাট্রিয়ানা আসিয়া যোগ দিল। এই স্ত্রীলোকটিই বা কে, আর মেয়ে দুইটিই বা কারা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়ে দুটি তা' হ'লে আপনার নয়?"

—"না, মা, আমি এদের মাও নই, বা এদের কোন আত্মীয়ও নই। ওরা ছিল আমার একেবারেই অপরিচিত ; কিন্তু আমিই ওদের মানুষ ক'রেছি।"

—"কি আশ্চর্য্য, এরা তোমার মেয়ে নয় অথচ তুমি এদের এত ভালবাস!"

—"ভাল না বেসে পারব কেমন ক'রে? আমি নিজের মাই খাইয়ে ওদের বাঁচিয়েছি। আমার নিজের একটি ছেলে ছিল, কিন্তু তাকে যমের মুখে তুলে দিয়েছি। ওদের আমি যত ভালবাসি তাকেও আমি তত ভালবাসি নি।"

—"তবে এ মেয়ে দু'টি কার?"

—৯—

স্ত্রীলোকটি তাদের সব বলিতে লাগিলেন—"প্রায় ছ'বছর পূর্ব্বে এক হপ্তার ভেতর এদের বাপ-মা দু'জনেই মারা গেছেন, মঙ্গলবার হ'ল এদের বাপের কবর, আর শুক্রবারে মায়ের কবর। বাপ মরার তিন দিন পরেই মেয়ে দু'টির জন্ম হ'ল; আর এদের জন্ম হওয়ার পর এক দিনও এদের মা বেঁচে রইলেন না। আমার স্বামী আর আমি তখন এদের গ্রামে চাষ-বাস কর্‌তুম; আমরা ছিলুম তাদের পাড়াপড়শী, একেবারে পাশা-পাশি বাড়ী। এদের বাপ ছিল কাঠুরে, বনে বনে কাঠ কেটে বেড়াত, তার কেউ ছিল না। একদিন বনের ভিতর সে একটা গাছ কাট্‌ছিল; সেই গাছটা তারই ওপরে হঠাৎ পড়্‌ল—এমনি ভাবে পড়্‌ল যে তার বুক ভেঙে গেল, নাড়ীভুঁড়িগুলো সব পেট ফেটে বেরিয়ে গেল। তাকে বাড়ীতে আন্‌তে না আনতেই সে মারা গেল। ঠিক সেই হপ্তাতেই এই মেয়ে দুটো জন্মাল। আহা, তার কেউ ছিল না। বাড়ীতে এ অবস্থায় তার খোঁজ-খবর কে আর নেবে? মেয়ে দুটো প্রসব হ'তে হ'তেই সে বেচারা মারা গেল।

"পরের দিন ভোর বেলাতে আমি তাকে দেখ্‌তে যাই; যেই ঘরে ঢুক্‌লুম, দেখ্‌লুম বেচারা ম'রে শক্ত আর ঠাণ্ডা হ'য়ে প'ড়ে আছে। মরণকালে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে এসে এই মেয়েটার ওপর প'ড়েছিল, তাতেই ওর পা-টা জখম্‌ হ'য়েছে। গ্রামের লোকজন ছিল খুবই ভাল। তারা এলো। শবদেহটা ভাল ক'রে ধুইয়ে, ঠিক ক'রে শুইয়ে, শব ব'য়ে নেবার জন্যে একটা সিন্ধুক তৈরী ক'রে তাকে কবর দিলে। মেয়ে দুটো একেবারে নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়্‌ল। তাদের কি হ'বে? সেখানে যে কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিল তার ভেতরে কেবল আমার কোলেই একটি শিশু ছিল। আমার সেই আট মাসের শিশুটিকেই আমি মানুষ কর্‌ছিলুম। কিছুদিনের জন্য আমিই এদের ভার নিলুম। তারপর কৃষকেরা মিলে তাদের কি উপায় কর্‌বে তাই কেবল ভাব্‌তে লাগ্‌ল, কিছু স্থির কর্‌তে না পেরে শেষে আমায় বল্‌লে—'মেরী, এখন মেয়ে দু'টি তোমারই কাছে থাক্‌, তুমিই ওদের মানুষ কর, তার পরে কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে দেখ্‌ব।' আমিই ওদের ভার নিলুম। প্রথম প্রথম বুকের দুধ দিয়ে ভাল মেয়েটিকে পাল্‌তে লাগ্‌লুম। মনে কর্‌লুম খোঁড়া মেয়েটা বাঁচ্‌বে না, তাই ওকে আর বিশেষ খাওয়াতুম না। পরে ভেবে দেখ্‌লুম এই অনাথা নিরাপরাধ শিশুটিই বা কষ্ট পায় কেন? ওকে দেখে আমার বড্ড দুঃখ হ'ত, ওকে বেশ ক'রে খাওয়াতে লাগ্‌লুম। আমার নিজের ছেলে—আর এই দুই জন—এই তিনটিকেই বুকের দুধ খাওয়াতুম।

"তখন আমার বয়সও ছিল অল্প, শরীরেও খুব জোর ছিল, খুব ভাল ভাল খাবার খেতুম, তাই পার্‌তুম; আর ভগবানের দয়ায় আমার বুকে মাঝে মাঝে দুধও উপ্‌চে পড়্‌ত। কখনো কখনো

দু'টিতে একসঙ্গেই দুধ খেত, আর একটি তখন প'ড়ে থাক্‌ত। একটির খুব খাওয়া হ'লে সেটিকে নামিয়ে দিয়ে তৃতীয়টিকে খাওয়াতে আরম্ভ কর্‌তুম। ভগবানের ইচ্ছায় এরা রক্ষা পেল, বড় হ'য়ে উঠ্‌ল; কিন্তু আমার ছেলেটি দু'বছর না হ'তেই শেষ হ'ল। আমাদের অবস্থা খুব ভাল হ'ল বটে, কিন্তু আমার আর ছেলেমেয়ে কিছুই হ'ল না। ধানের কলের ব্যাপারীর কাজেই আমার স্বামী এখন র'য়েছেন। মাইনেটাও পাওয়া যাচ্ছে ভাল; আমাদের অবস্থাও আজকাল বেশ সচ্ছল। আমার নিজের ত ছেলেমেয়ে কিছু নেইই, আর যদি এই মেয়ে দুটো না থাক্‌ত, তা হ'লে কি রকম ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ত। বল দেখি এদের আমি না ভালবেসে পারি কি ক'রে? এরাই আমার জীবনের আনন্দ।"

বলিতে বলিতে তাঁর গাল বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। খোঁড়া মেয়েটিকে এক হাত দিয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া চাপিয়া ধরিয়া আর এক হাত দিয়া তিনি চোখের জল মুছিলেন।

ম্যাট্রিয়ানা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"লোকে কথায় বলে—সেটা কিন্তু খুবই সত্যি যে, 'বাপ-মা না থাক্‌লেও মানুষ বাঁচতে পারে, কিন্তু ভগবান্ না থাক্‌লে মানুষ বাঁচতে পারে না।"

তারা এইরূপে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই গ্রীষ্মকালের বিদ্যুৎ চম্‌কানোর মত মাইকেল যে কোণে বসিয়া ছিল, সেখান থেকে একটা আলোয় হঠাৎ ঘরখানি আলোকিত হইয়া উঠিল। তার দিকে তারা সকলেই চাহিয়া দেখিল, সে জোড় হাত করিয়া বসিয়া আছে, আর ওপরের দিকে চাহিয়া অল্প অল্প হাসিতেছে।

স্ত্রীলোকটি মেয়ে দুইটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। মাইকেল বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিল, হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিল, কোমরে কাপড়ের ওপরে জড়ানো গামছাটা খুলিয়া ফেলিল। তারপর সাইমন এবং তার স্ত্রীর সামনে নত হইয়া বলিল—"তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। ভগবান্ আমায় ক্ষমা ক'রেছেন, তোমাদের কাছেও যদি কোনও অপরাধ ক'রে থাকি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।"

অমনি তারা দেখিল যে মাইকেলের মুখ থেকে একটা জ্যোতি বাহির হইতেছে। সাইমন উঠিয়া মাইকেলের কাছে খুব নত হইয়া বলিল—"মাইকেল, আমি দেখ্ছি তুমি ত সামান্য লোক নও। তোমায় আমি রাখ্তেও পাচ্ছিনে, কিছু জিজ্ঞেস কর্তেও পাচ্ছিনে। আচ্ছা, তুমি আমায় এই কথাগুলি বল তো—

"তোমাকে দেখ্তে পেয়ে যখন বাড়ীতে নিয়ে এলুম তুমি অত বিষণ্ণ ছিলে কেন? আর আমার স্ত্রী যখন তোমায় খাবার দিলে তুমি একটু হাস্লেই বা কেন, তোমার মুখখানাই বা অত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্ল কেন? তারপর সেই ভদ্রলোকটি যখন বুট্ তৈরীর ফর্মাস দিতে এলেন, তুমি আবার হাস্লে, তোমার মুখখানা আবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্ল কেন? তা' ছাড়া এই স্ত্রীলোকটি যখন ছোট মেয়ে দু'টি নিয়ে এলো তুমি ফের হাস্লে, মুখখানা ঠিক দিনের আলোর মত উজ্জ্বল হ'ল, কেন বলত দেখি? বল মাইকেল, তোমার মুখখানি ওরকম উজ্জ্বলই বা হয় কেন, আর তুমি ঐ তিনবার হাস্লেই বা কিসের জন্যে?"

মাইকেল বলিল—"ভগবান্ আমায় শাস্তি দিয়েছেন বলেই আমার মুখ থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে; কিন্তু তিনি আমায় ক্ষমা

ক'রেছেন। তিনি আমায় তিনটি মহাসত্য শিখ্তে পাঠিয়েছিলেন, আমি তা শিখেছি, তাই তিনবার হেসেছিলুম। তোমার স্ত্রী আমার ওপরে যখন খুব দয়া দেখালে তখন শিখেছিলুম একটা সত্য, তাই তখন প্রথমবার হেসেছিলুম। দ্বিতীয় সত্যটি শিখেছিলুম যখন সেই ধনী ভদ্রলোকটি বুটের ফরমাস দিতে এসেছিলেন, তাই তখন দ্বিতীয় বার হেসেছিলুম। আর তৃতীয় সত্য শিখ্লুম যখন এই মেয়ে দুটোকে দেখ্লুম, এই হ'ল আমার শেষ সত্য, তাই তৃতীয়বার হাস্লুম।"

সাইমন বলিল—"যাতে আমিও শিখ্তে পারি সেই জন্যেই বল তো মাইকেল, ভগবান্ তোমায় শাস্তি দিয়েছিলেন কিসের জন্যে! আর তিনটি সত্য কি কি?"

মাইকেল বলিল—"ভগবান্ শাস্তি দিয়েছিলেন তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য ক'রেছিলুম ব'লে। আমি ছিলুম স্বর্গে তাঁর দেবদূত, আমি তাঁকে অমান্য ক'রেছিলুম। তিনি আমাকে একটি স্ত্রীলোকের আত্মা আনতে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু উড়ে এসে দেখলুম যে, একটি স্ত্রীলোক দু'টি যমজ সন্তান প্রসব ক'রে একলা পড়ে আছে। শিশু দু'টি মার কাছে প'ড়ে ছিল বটে, কিন্তু তার এমন শক্তি ছিল না যে, তাদের টেনে কোলে তুলে নেয়! সে আমায় দেখে বুঝ্তে পারলে যে তারই আত্মা নেবার জন্যে ভগবান্ আমায় পাঠিয়েছেন, তাই সে খুব কেঁদে বল্লে—'দেবদূত, গাছ ভেঙ্গে প'ড়ে আমার স্বামী মারা গেছে, তাকে এইমাত্র কবর দেওয়া হ'য়েছে! আমার বোন নেই, ভাই নেই, বাপ নেই, মা নেই, জগতে আমার বল্তে কেউ নেই, এই অনাথা শিশু দু'টির কি হবে? এদের কে যত্ন নেবে? কে এদের মানুষ কর্বে? আমার আত্মা নিও না। মরবার আগে

ওদের একটু বড় ক'রে তুলতে দাও। ওরা মানুষ হোক, তারপর আত্মাটি নিও। বাপ বা মা না থাক্‌লে সে সন্তান বাঁচে না।' আমি তার কথা শুন্‌লুম।

"একটি শিশুকে তার বুকের ওপরে, আর একটিকে কোলে তুলে দিয়ে স্বর্গে উড়ে গেলুম। গিয়ে ভগবান্‌কে বল্‌লুম—আমি সে নারীর আত্মাটি আন্‌তে পারলুম না, তার দু'টি যমজ মেয়ে হ'য়েছে, তার স্বামী গাছ চাপা প'ড়ে মারা গেছে, তার আত্মা যাতে না নেওয়া হয় তাই সে খুব কাকুতি-মিনতি ক'রে প্রার্থনা কর্‌ছে। সে বলে— 'মর্‌বার আগে আমাকে ওদের মানুষ কর্‌তে দাও, বড় করে তুল্‌তে দাও, মা না থাক্‌লে যে সন্তান বাঁচে না।' কাজেই তার আত্মা আমি আন্‌তে পারলুম না।

"ভগবান্ বল্‌লেন 'যাও, মায়ের আত্মা নিয়ে এসো, আর তিনটি সত্য শিখে এসো—'মানুষের ভিতর কি আছে, মানুষকে কি দেওয়া হয় না, এবং 'মানুষ বাঁচে কিসে।' তোমার এই তিনটি সত্য শেখা হ'য়ে গেলে তবে স্বর্গে ফিরে এসো।

"কাজে কাজেই আমি আবার উড়ে পৃথিবীতে এলুম এবং সেই নারীর আত্মাটি নিলুম। শিশু দু'টি মায়ের বুক থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল, তার দেহখানি গড়িয়ে একটি শিশুর উপরে গিয়ে পড়্‌ল, তাতেই তার পা-টা মুচ্‌ড়ে গেল। ভগবানের কাছে তার আত্মাটি নিয়ে যা'ব বলে সেই গ্রামের ওপরে উঠ্‌লুম, কিন্তু ঝড়ের ঝাপ্‌টা খেয়ে আমার ডানা দুটো খ'সে পড়ে গেল ; তার আত্মা নিজেই ভগবানের কাছে উঠে গেল, আর আমি সেই পথের পাশে মাটিতে পড়ে গেলুম।

সাইমন এবং ম্যাট্রিয়ানা এবারে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাদের সঙ্গে এই কয়েক বৎসর যে বাস করিয়াছে, তারা যাকে খাইতে ও পরিতে দিয়াছে সে কে। তারা একটু তটস্থও হইল, আনন্দও পাইল। তারা কাঁদিয়া ফেলিল।

দেবদূত বলিলেন—"একলা আমি উলঙ্গ অবস্থায় মাঠের মাঝখানে প'ড়েছিলুম। নরদেহ ধারণ করবার পূর্ব্বে মানুষের অভাব, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম আমি কিছুই জানতুম না। আমি ক্ষুধার্ত্ত হয়েছিলুম, শীতে জমে যাচ্ছিলুম, কি করব কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিলুম না, এমন সময় মাঠের কাছেই দেখতে পেলুম ভগবানের একটি মন্দির। সেখানে গেলুম, মনে করলুম আশ্রয় পাব ; কিন্তু তালা বন্ধ ছিল ব'লে ভেতরে ঢুকতে পারলুম না। কাজেই অন্ততঃ ঝড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মন্দিরটার পেছনে গিয়ে বসলুম। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। আমার যেমন পেয়েছিল ক্ষিদে, তেমনি শীতে আবার হাড় পর্য্যন্ত কন্‌কন্ করছিল, খুব যন্ত্রণাও বোধ করছিলুম। এমন সময়ে হঠাৎ একটা লোক আসছে শুনতে পেলুম। তার হাতে ছিল একজোড়া বুট, আর সে নিজে নিজেই কত কি বকছিল। নরদেহ ধারণ করার পর সেই প্রথম আমি মানুষের মুখ দেখলুম। তার মুখখানা খুব ভয়ঙ্কর ব'লে ঠেকল, আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

"সে নিজে নিজে বলছিল—শীতকালে কি রকম ক'রে গা ঢাকবে, স্ত্রী-পুত্রদের কি ক'রে খাওয়াবে, তাই সে কেবল ভাবছিল। আমি ভাবলুম, 'আমি এই ঠাণ্ডায় আর ক্ষিদেয় মর-মর হয়েছি, আর এই লোকটা কি ক'রে নিজে শীত কাটাবে, স্ত্রী কি গায়ে দেবে,

তারা কি খাবে কেবল এই ভাব্‌ছে, ও আমাকে সাহায্য কর্‌তে পার্‌বে না।'

"সে আমায় দেখে কট্‌মটিয়ে তাকালে, তার মুখখানা আরও ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠ্‌ল, আমার পাশ কাটিয়ে সে চ'লে গেল। আমি নিরাশ হলুম। কিন্তু হঠাৎ সে ফিরে আসছে শুনতে পেলুম। আমি তার মুখের পানে তাকালুম ; কিন্তু সে যে পূর্ব্বের লোক তা চিন্‌তে পারলুম না। পূর্ব্বে তার মুখে দেখেছিলুম মরণের ছায়া, এখন সে জীবনময়। তার ভেতরে আমি ভগবানের সত্তা অনুভব কর্‌লুম। সে আমার কাছে এলো, আমার শরীর তার নিজের জামা দিয়ে ঢাক্‌লে এবং আমাকে সঙ্গে ক'রে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল।

"আমি ভেতরে ঢুক্‌লুম। একজন স্ত্রীলোক আমাদের সাম্‌নে এসে কথা কইতে লাগ্‌ল। লোকটার প্রথমে যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখেছিলুম, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখ্‌লুম এই স্ত্রীলোকের। তার মুখে যেন মরণের ছায়া একেবারে জাজ্বল্যমান দেখলুম। তার চারদিকে মৃত্যুর এমন একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে প'ড়েছিল যে, আমি নিঃশ্বাস টান্‌তে পার্‌লুম না, আমার যেন দম আট্‌কে এলো। তার ইচ্ছা হ'য়েছিল যে, আমাকে সেই ভীষণ ঠাণ্ডায় বাইরে বার ক'রে দেয় ; কিন্তু আমি জানতুম যে, আমাকে বার ক'রে দিলেই মারা যা'ব।

"হঠাৎ ভগবানের নামে তার স্বামী তাকে বললে, আর সেই মুহূর্ত্তেই তার ভাবান্তর হ'ল। তারপর সে যখন আমায় খাবার দিয়ে আমার দিকে তাকালে আমিও তার দিকে চেয়ে দেখলুম যে, তার মুখে সেই মৃত্যুর কালোছায়া আর নাই সে তখন জীবনময়। তার ভিতরেও আমি ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব কর্‌লুম।

"ভগবান্ কোন্ সত্যটি আমায় শিখ্‌তে পাঠিয়েছেন তখন আমার মনে পড়্‌ল—'মানুষের ভিতরে কি আছে।' আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম, মানুষের হৃদয়ে আছে ভালবাসা। ভগবান্ আমায় যা দেবেন ব'লেছিলেন তা দিতে আরম্ভ করেছেন ব'লে আমার মনটা খুব খুসী হ'ল। সেই আমি প্রথমবার হাসলুম। তখনও আমার শেখা বাকী ছিল। তখনও আমি জানতুম না 'মানুষকে কি দেওয়া হয় না' 'আর মানুষ বাঁচে কিসে'?

"তোমার সঙ্গে থেকে প্রায় এক বছর কাটিয়েছি, তারপর এক ভদ্রলোক এলেন বুটের ফর্‌মাস দিতে। তার এমনি বুট হওয়া চাই যে, পূরো একটি বছর টিক্‌বে, সেলাই খুল্‌বে না, গড়ন নষ্ট হবে না। আমি তার দিকে চাইলুম, দেখ্‌লুম তার পেছনে আমারই সহচর দাঁড়িয়ে, সে মরণের দেবদূত; তাকে আমি ছাড়া আর কেউ দেখ্‌তে পায় নি। আমি তাকে চিন্‌তুম, তাই এটা বেশ বুঝেছিলুম যে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ধনীর আত্মাটি সে গ্রহণ কর্‌বে। কাজেই মনে মনে ভাব্‌লুম, 'লোকটি জোগাড় কর্‌ছে এক বছরের, কিন্তু জানে না যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে মর্‌বে।' তখন আমার মনে পড়্‌ল ভগবানের দ্বিতীয় বাক্য 'মানুষকে কি দেওয়া হয় না।'

"মানুষের ভিতরে কি আছে পূর্ব্বেই শিখেছিলুম, আর এখন শিখ্‌লুম 'মানুষকে কি দেওয়া হয় না'। মানুষকে আপন প্রয়োজন পর্য্যন্ত জান্‌তে দেওয়া হয় না—এইটেই শিখলুম ব'লে দ্বিতীয়বার হাস্‌লুম। আমার সহচরটিকে দেখে ভারী খুসী হ'য়েছিলুম, আর ভগবান্ আমাকে দ্বিতীয় সত্যটি শিখ্‌তে দিলেন ব'লে আমার খুব আনন্দ হ'য়েছিল।

"কিন্তু তখনও আমার সব শেখা হয় নি। 'মানুষ বাঁচে কিসে', তা

শিখ্‌তে পারি নি। শেষ রহস্যটি ভগবান্‌ কবে আমার কাছে প্রকাশ করবেন আমি সে প্রতীক্ষায় রইলুম। ছ' বছর পরে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যমজ মেয়ে দুটো এলো। দেখেই তাদের চিন্‌তে পার্‌লুম, কি ক'রে তারা বাঁচ্‌ল তা শুন্‌লুম। তাদের কাহিনী শুনে ভাবলুম—'আহা! এদের মা কত মিনতি ক'রে এই মেয়ে দুটোর জন্যে আমায় ব'লেছিল 'বাপ-মা না থাক্‌লে সন্তান যে বাঁচে না।' আমি তার কথা বিশ্বাস ক'রেছিলুম। কিন্তু বাপ-মা না থাক্‌লেও সন্তান বাঁচ্‌তে পারে দেখ্‌ছি। এক অজানা অচেনা স্ত্রীলোক লালন-পালন ক'রে এদের মানুষ ক'রে তুলেছে। স্ত্রীলোক যখন সেই পরের মেয়ে দু'টিকে আপনার সন্তানের মত ভালবেসে, তাদের কোলে টেনে নিয়ে চেপে ধ'রে যখন কেঁদে ফেললে, তারই মাঝে তখন আমি ভগবানের জীবন্ত ছবি দেখ্‌তে পেলুম। তখন বুঝতে পারলুম 'মানুষ বাঁচে কিসে'। শেষ রহস্যটি ভগবান্‌ আমার কাছে প্রকাশ কর্‌লেন; তখনই জান্‌লুম তিনি আমায় ক্ষমা ক'রেছেন, "তাই তৃতীয়বার হাস্‌লুম।"

—১২—

তখনই দেবদূতের দেহখানি নগ্ন হইল, আর এমনি আলোকিত হইল যে, তাঁর দিকে আর চাহিতে পারা গেল না। তাঁর গলার স্বর ক্রমশঃ চড়িয়া যাইতে লাগিল, মনে হইল যেন স্বর স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতেছিল। দেবদূত বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

"আমি শিখ্‌লুম মানুষ তার নিজের চেষ্টায় বাঁচে না, ভালবাসা আছে ব'লেই সে বাঁচে। ভালবাসাই জীবন।

"মা জান্‌ত না তার সন্তানদের বেঁচে থাক্‌তে হ'লে কিসের প্রয়োজন, কিংবা সেই ধনীটিও জান্‌ত না তার নিজের কি প্রয়োজন। কেহই জানে না—বোঝে না যে, তার জীবনের সন্ধ্যায় আঁধার যখন ঘনিয়ে আস্‌বে, তখন আরাম কর্‌বার জন্যে বুটেরই দরকার, না তার শবদেহের জন্যে চটী জুতারই প্রয়োজন।

"মানুষের দেহ ধারণ ক'রে যে আমি বেঁচেছিলুম, সে আমার নিজের চেষ্টায় নয়; একজন পথিকের প্রাণে ভালবাসা ছিল, সে আর তার স্ত্রী আমাকে দয়া দেখিয়েছিল, ভালবেসেছিল ব'লেই আমি বেঁচেছিলুম। ঐ যে বাপ-মরা মা-মরা মেয়ে দুটো বেঁচেছিল, তা তাদের মায়ের চেষ্টায় নয়, এক অজানা স্ত্রীলোকের ভালবাসা ও করুণাই ওদের রক্ষা ক'রেছিল। আর এই জগতের সব লোকই যে বেঁচে আছে, তা তাদের নিজের মঙ্গলচিন্তা কিম্বা মঙ্গল-চেষ্টার ফলে নয়—মানুষের অন্তরে একের প্রতি অন্যের ভালবাসা আছে ব'লেই তারা বেঁচে থাকে।

"আগে জান্‌তুম ভগবান্ মানুষকে জীবন দিয়েছেন, আর জীবনটাকে চালাবার জন্য দিয়েছেন আকাঙ্ক্ষা। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লুম, তিনি তার চাইতেও অনেক বেশী দিয়েছেন।

"ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, একজন মানুষ আর একজনকে ছেড়ে পৃথক্ পৃথক্ হ'য়ে বাস করে; তাই তারা প্রত্যেকে নিজের জন্যে কিসের প্রয়োজন বোধ করে, তা তিনি প্রকাশ করেন না। তাঁর ইচ্ছা তারা একত্র বাস করে, তাই সকলের জন্যে যার প্রয়োজন সেইটিই তিনি প্রত্যেকের কাছে প্রকাশ করেন।

"এবার আমি বুঝ্‌তে পেরেছি যে, যদিও মানুষে মনে করে যে নিজের চেষ্টার বলেই সে বেঁচে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে

বেঁচে থাকে অন্তরে ভালবাসা আছে ব'লেই—স্নেহ, প্রীতি, মমতা আছে ব'লেই।"

দেবদূত তখন ভগবানের স্তবগান করিতে লাগিলেন। তাঁর গানের স্বরে কুটীরখানি বারে বারে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। একটু পরেই ছাদ খুলিয়া গেল, আর একটা অগ্নিস্তম্ভ মাটি থেকে উঠিয়া আকাশে গিয়া ঠেকিল। সাইমন, তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েগুলি মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। দেবদূতের কাঁধে আবার ডানা বাহির হইল, তিনি শূন্যে উঠিয়া গেলেন।

সাইমনের সংজ্ঞা হইলে উঠিয়া দেখিল যে কুটীরখানি পূর্ব্বেরই মত দাঁড়াইয়া আছে, ভিতরে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কেহ নাই।

আত্মসমর্পণ

মিষ্টার বুলার একজন বণিক্; রিগা নগরে তার বাস। তার দুইখানি বাড়ী ও একখানা দোকান।

বুলার দেখিতে খুব সুন্দর, চুলগুলি কোঁক্ড়ান। সে বড় রসিক, গান করিতে সে ভালবাসিত। যৌবনে মদ খাওয়াটা তার খুব অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, মদ খাইয়া মাঝে মাঝে সে অত্যন্ত মাতাল হইয়া পড়িত; কিন্তু বিবাহ করিয়া মদ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল—তবে একেবারে ছাড়িতে পারে নাই, মাঝে মাঝে একটু-আধটু খাইত।

একবার গ্রীষ্মকালে সে মস্কো নগরে মেলায় যাওয়া স্থির করিল। যাইবার দিন সে তার স্ত্রীর নিকটে বিদায় নিতে আসিল।

তার স্ত্রী বলিল—"আজকে তুমি যেও না, বুলার, আমি আজ বড্ড খারাপ স্বপন দেখেছি।"

বুলার একটু হাসিয়া বলিল—"তোমার ভয় হ'চ্ছে যে, আমি মেলায় গেলেই মদের আড্ডায় গিয়ে মাত্‌লামি কর্‌ব।"

তার স্ত্রী বলিল—"কিসের জন্যে আমার ভয় হচ্ছে তা আমি বল্‌তে পারিনে, তবে একটা খারাপ স্বপন দেখেছি—এই মাত্র জানি। স্বপনে দেখেছি যে, তুমি যখন মেলা থেকে ফিরে এসে টুপী খুলে ফেল্‌লে, দেখলুম তোমার চুলগুলো একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে।"

বুলার একটু হাসিল, বলিল—"এ ত' লক্ষণ ভাল। মেলায় আমার সমস্ত জিনিষ বিক্রী ক'রে তোমার জন্যে আমি কতকগুলো ভাল ভাল উপহার আন্‌তে পারি কিনা দেখ্‌ব।"

এই বলিয়া স্ত্রীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল।

অর্দ্ধেক পথ ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন সময়ে অপর এক বণিকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হইল। তারা দুইজনে একটা হোটেলে রাত্রি কাটাইবার জন্য গেল। একত্র চা খাইয়া দুইজনেই পাশাপাশি দুইটি ঘরে শুইতে গেল।

বিলম্বে ঘুমানো বুলারের অভ্যাস ছিল না। সে শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। ভোর হইবার পূর্ব্বেই সে বাহির হইয়া যাইবে ঠিক করিল। যথা সময়ে উঠিয়া সে গাড়োয়ানকে জাগাইয়া দিল। হোটেলের পিছনে একটা কুঁড়ে ঘরে হোটেলওয়ালা থাকিত। তার কাছে গিয়া বিল শোধ করিয়া বুলার বাহির হইল।

প্রায় পঁচিশ মাইল পথ চলিয়া গিয়াছে। ঘোড়াগুলি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার জন্য বুলার নিকটে একটা হোটেলে গেল। হোটেলের বারান্দায় বসিয়া সারেঙ বাহির করিয়া সে বাজাইতে লাগিল। হঠাৎ একটা গাড়ী আসিল। ঘোড়াগুলির ঘণ্টার বেশ ঠুন্‌-ঠুন্‌ শব্দ হইতেছিল। একজন অফিসার গাড়ী হইতে নামিলেন, সঙ্গে দুইজন সৈন্য। তিনি বুলারের কাছে আসিয়া তার নাম, ধাম, কোথা হইতে আসিয়াছে ইত্যাদি খবর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

বুলার তাঁর সকল কথারই ঠিকমত উত্তর দিয়া বলিল—"আসুন, চা খাবেন কি ?"

কিন্তু সেই অফিসার তাকে ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"কাল রাত্তিরে তুমি কোথায় ছিলে ? তুমি একলা ছিলে কি ? না তোমার সঙ্গে অন্য কোন সওদাগর ছিল ? আজকে ভোরে কি

তুমি সেই সওদাগরকে দেখেছ ? ভোর হবার পূর্ব্বেই তুমি হোটেল থেকে চ'লে এলে কেন ?"

এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় বুলার বিস্মিত হইল। সে যা যা জানিত সব বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি আমায় এইভাবে জেরা কর্‌ছেন কেন, আমি কি চোর না ডাকাত ? আমি যাচ্ছি নিজের কাজে, আমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস কর্‌বার দরকার কি ?"

অফিসার তাঁর সৈন্যদেব ডাকিয়া কাছে আনিয়া বলিলেন—"আমি এই জেলার সর্ব্বপ্রধান পুলিস কর্ম্মচারী ; যে সওদাগরের সঙ্গে তুমি কাল রাত্তিরে ছিলে, আজকে দেখা গেল তাকে খুন করা হ'য়েছে—এই জন্যই তোমাকে এ সব জেরা কর্‌ছি। তোমার জিনিষ-পত্তর সব খানাতল্লাস কর্‌ব।"

তখন তারা সকলে ঘরের ভিতর গেল। সেই কোতোয়াল ও সৈন্য দুইজন বুলারের সব জিনিষ-পত্র খুলিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ মিষ্টার বুলারের ব্যাগ হইতে একখানি ছোরা বাহির করিয়া কোতোয়াল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ছোরা কার ?"

বুলার রক্তমাখা সেই ছুরি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, ভারি ভয় পাইল।

—"এ ছুরিতে রক্ত লেগেছে কি ক'রে ?"

বুলার জবাব দিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু একটা কথাও বলিতে পারিল না। তার সকল কথাই বাধিয়া গেল, অতি কষ্টে বলিল—"আমি—আমি জানিনে—আমার নয়।"

কোতোয়াল বলিলেন—"আজ সকালে দেখা গেল যে, সেই সওদাগর বিছানায় প'ড়ে র'য়েছে, তার গলা কাটা। এই কাজ কর্‌তে পারে এমন লোক কেবল তুমি ; ঘরের দরজা ভেতর থেকে

বন্ধ ছিল, ঘরে আর কোনও লোক ছিল না, তোমার ব্যাগে আবার রক্তমাখা ছুরিও র'য়েছে, তা' ছাড়া তোমার মুখচোখ ভাব-ভঙ্গীতেও এটা বেশ ফুটে বেরুচ্ছে। তুমি কি ক'রে খুন করলে, আর কত টাকা তুমি চুরি ক'রেছ, বল।"

বুলার শপথ করিয়া বলিল—"আমি খুন করিনি; আমরা একসঙ্গে চা খেয়েছিলুম, তারপর আর তাকে দেখি নি। আমার সঙ্গে মোট আট হাজার টাকা ছিল, সে টাকা আমার নিজেরই। ছুরি আমার নয়।"

কিন্তু বুলারের গলার আওয়াজটা অপরাধীর মত ধরা-ধরা হইয়া উঠিল, মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, সে ভয়ে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কোতোয়াল বুলারকে বাঁধিয়া গাড়ীতে তুলিবার জন্য সৈন্যদের হুকুম করিলেন। সৈন্যেরা তার হাত-পা বাঁধিয়া গাড়ীর ওপরে ফেলিল। বুলারের মনে অনেক কথা উঠিতে লাগিল, সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার জিনিষ-পত্র, টাকা-কড়ি সকলই পুলিস অফিসার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কাছের একটা সহরে তাকে নিয়া আটক করিয়া রাখা হইল। রিগাতে তার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক খোঁজ-খবর লওয়া হইল। সহরের সকল লোকেই বলিল যে, বুলার পূর্ব্বে মদ খাইত বটে, কিন্তু সে লোক ভাল ছিল।

ক্রমে ক্রমে বিচারের দিন আসিল। সওদাগরের খুন ও দশ হাজার টাকা চুরির অপরাধে সে অপরাধী সাব্যস্ত হইল।

তার স্ত্রী একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। প্রথমে সে এ কথা বিশ্বাস করিতেই পারিল না। তার ছেলেমেয়েগুলি সবই ছোট ছোট, একটি আবার তখনও তার কোলে। যাই হো'ক্ ছেলেমেয়ে-

গুলিকে সঙ্গে লইয়া, বুলার যে সহরে জেলে আটক ছিল, সে সেখানে গেল। স্বামীর সঙ্গে দেখা করিবার হুকুম সে প্রথমে পাইল না; কিন্তু শেষে অনেক কাকুতি-মিনতির পরে, দেখা করিবার হুকুম পাইল। সে যখন বুলারকে কয়েদীর পোষাক-পরা চোর ও ডাকাতদের সঙ্গে আটক অবস্থায় দেখিল, তখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল; অনেকক্ষণ অজ্ঞান হইয়াই রহিল। তারপরে যখন তার জ্ঞান হইল, সে ছেলেমেয়োদর কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া স্বামীর কাছে গিয়া বসিল। বুলারের কি করিয়া এই দশা ঘটিল তাই সে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল। বুলার সকল কথা খুলিয়া বলিল। তার স্ত্রী বলিল—"আমরা এখন কি কর্‌ব?"

বুলার বলিল—"যাতে একজন নির্দ্দোষ লোক মারা না যায় তার জন্যে আমরা জারের কাছে আর্জ্জি পেশ কর্‌ব?"

তার স্ত্রী বলিল—"আমি জারের কাছে দরখাস্ত ক'রেছিলুম, কিন্তু না-মঞ্জুর হ'য়েছে।"

বুলার আর কোনও কথা বলিল না, হতাশ হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

তার স্ত্রী বলিল—"আমি যে স্বপন দেখেছিলুম, তোমার সব চুল একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে, সেটা একেবারে মিথ্যে হ'ল না, কেমন? তোমার মনে আছে ত? তোমার সেদিন আসা একেবারেই উচিত হয়নি।" তারপর বুলারের চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"আচ্ছা আমায় সত্যি কথা বল দেখি, তুমি কি খুন কর নি?"

"তুমিও আমায় সন্দেহ কর্‌ছ?" বলিয়া বুলার দুই হাত দিয়া নিজের মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় পাহারাওয়ালা

আসিয়া বলিল যে, তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের চলিয়া যাইতে হইবে। বুলার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার নিকট বিদায় লইল।

বুলার স্ত্রীর কথাগুলি সব মনে করিতে লাগিল। যখন তার মনে পড়িল যে, তার স্ত্রী পর্য্যন্ত তাকে সন্দেহ করে, তখন সে ভাবিল, 'এক ভগবান্‌ই জানতে পারেন এই সত্যিকার ব্যাপার কি! কেবল তাঁরই দয়া আশা কর্‌তে পারি।'

বুলার আর দরখাস্ত করিল না। মুক্তির সকল পার্থিব চেষ্টা ও সকল আশা ছাড়িয়া দিয়া দিনরাত সে ভগবানের নিকট প্রাণের কান্না জানাইতে লাগিল।

এদিকে বিচার শেষ হইল। বুলারের প্রতি প্রথমে বেত মারিবার হুকুম হইল। তার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। ঘা যখন শুকাইয়া আসিল তখন কতকগুলি কয়েদীর সহিত তাকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হইল।

নিদারুণ কষ্টে তার জীবনের ছাব্বিশ বৎসর সাইবেরিয়ায় কাটিল। তার সমস্ত চুল বরফের মত সাদা হইয়া গিয়াছে, সাদা দাড়ি পেট পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। স্ফূর্ত্তি তার আর ছিল না। দেহ নুইয়া পড়িয়াছিল, সে খুব আস্তে আস্তে চলিত; কথাবার্ত্তা প্রায়ই বলিত না, কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসিত না, একমনে কেবল ভগবানকেই ব্যাকুলপ্রাণে ডাকিত।

জেলখানায় বুলার জুতা তৈয়ার করিয়া কিছু কিছু রোজগার করিত; সেই সামান্য আয়ের টাকা কয়টি জমাইয়া একখানি 'মহাপুরুষ-চরিত' কিনিল। জেলখানায় দিনের আলোতে প্রায়ই সে সেই বইখানি পড়িত; আর ফি রবিবার জেলখানার গীর্জ্জায় যাইত। সে এই বইয়ের অনেক জায়গা পাঠ করিত, আর পাত্রীদের

সঙ্গে গান করিত। তার গলার আওয়াজ তখনও বেশ মিষ্ট ছিল।

শান্ত-শিষ্ট ব্যবহারের জন্য জেলখানার কর্ত্তারা বুলারকে খুব ভালবাসিত। কয়েদীরাও তাকে খাতির করিত; কখন তাকে "ঠাকুরদাদা" কখনও বা "সাধু" বলিয়া ডাকিত। কর্ত্তাদের নিকট কোনও কিছু জানাইতে হইলে বুলারের মারফতেই তারা জানাইত। নিজেদের ভিতরে কোন বিষয় লইয়া ঝগড়া হইলে তা মিটাইবার জন্য তারা বুলারের কাছেই আসিত।

এই ছাব্বিশ বৎসর বুলার বাড়ীর কোন খবরই পায় নাই বা তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা তখনও প্রাণে বাঁচিয়া ছিল কিনা, সে কিছুই জানিত না।

একদিন একদল নূতন কয়েদী সেখানে আসিল। সন্ধ্যার সময় পুরাণো কয়েদীরা নূতন কয়েদীদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল; কে কোথা হইতে আসিয়াছে, কেনই বা নির্ব্বাসিত হইয়াছে—এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বুলারও নূতন কয়েদীদের একপাশে বসিয়াছিল এবং তাদের কথাবার্ত্তা মন দিয়া শুনিতেছিল। নূতন কয়েদীদিগের মধ্যে একজনের বয়স ষাইট বৎসর। সে খুব লম্বা ও শক্ত-সমর্থ। তার দাড়ি ছাঁটা। কিসের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল সে তাই সকলকে বলিতেছিল—

"বন্ধুগণ একটা ঘোড়া বাঁধা ছিল। আমি সেটায় চেপে বাড়ী এসেছিলুম। একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির বাড়ী আস্‌বার জন্যেই আমি অবশ্য ঘোড়াটা নিয়েছিলুম। বাড়ী এসে আবার সেটাকে ছেড়ে দিলুম। তা'ছাড়া ঘোড়াটার সহিস আমার বন্ধু। আমি এ সব বল্লুম, কিন্তু তারা বল্লে, 'না, তুমি ঘোড়া চুরি ক'রেছ।' কিন্তু কি

ক'রে কিংবা কোথায় চুরি ক'রেছি তারা বল্‌তে পার্‌লে না। আমি সেই অপরাধে বন্দী হ'য়ে নির্ব্বাসিত হ'য়েছি। আমি একবার বাস্তবিকই অপরাধ করেছিলুম, তখন কিন্তু আমাকে তারা ধরতে পারে নি। আইন-অনুসারে বহু পূর্ব্বেই এখানে আসা উচিত ছিল। এবার আমাকে বিনা অপরাধে এখানে পাঠানো হ'য়েছে।—ওঃ! আমি তোমাদের মিছে কথা বল্লুম! পূর্ব্বে একবার সাইবেরিয়ায় এসেছিলুম বটে, কিন্তু বেশী দিন থাকি নি।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কোত্থেকে এসেছ?"

—"রিগা থেকে। আমার পরিবারের সবাই সেখানে থাকে। আমার নাম হাওয়ার্ড।"

বুলার মাথা তুলিয়া বলিল—"হাওয়ার্ড, বণিক্ বুলারের পরিবারের কোন খবর জান কি? তারা কি এখনও বেঁচে আছে?'

—"তারা? হ্যাঁ তাদের জানি। বুলারেরা খুব বড়লোক; যদিও বুলার এখনও সাইবেরিয়ায়। সে আমাদেরই মত একজন কয়েদী বোধ হয়। আচ্ছা, ঠাকুরদা, তুমি কি ক'রে এখানে এলে?"

বুলার তার দুঃখের কাহিনী বলিতে ইচ্ছা করিল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—"আমার পাপের জন্যে আমি এই ছাব্বিশ বৎসর এই জেলখানাতেই বাস কর্‌ছি!"

হ্যাওয়ার্ড বলিল—"কি পাপ?"

বুলার বলিল—"সে সব কথায় আর কাজ কি? আমি অবশ্যই জেলখানার যোগ্য কোনও কাজ ক'রে থাক্‌ব, তা' না হ'লে আমার এ অবস্থা হবে কেন?"

তারপর বলিতে ইচ্ছা হইল না ; কিন্তু কি করিয়া অন্য কোনও লোক একজন সওদাগরকে খুন করিয়া বুলারের ব্যাগের ভিতরে রক্তমাখা ছুরিখানা রাখিয়াছিল এবং ফলে তাকে অন্যায়রূপে শাস্তি দিয়া দেশের বাহির করিয়া সাইবেরিয়ায় পাঠানো হইয়াছিল—ইত্যাদি বুলারের সঙ্গীরা হাওয়ার্ডকে বলিল।

হাওয়ার্ড ইহা শুনিয়া বুলারের মুখের দিকে চাহিয়া হাঁটু চাপ্‌ড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"ওঃ আশ্চয্যি। বাস্তবিকই আশ্চয্যি! তোমার কত বয়স হ'য়েছে ঠাকুরদা?"

আর আর সকলে হাওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সে এত আশ্চর্য্য হইল কেন এবং সে বুলারকে কোথায় দেখিয়াছে? হাওয়ার্ড কোন জবাব দিল না সে শুধু বলিল—"এ ভারি আশ্চয্যি যে এখানে আমাদের দেখা হবে।"

এই কথায় বুলার অবাক্ হইয়া গেল। কে বণিক্‌কে খুন করিয়াছে, হয়ত এই লোকটা তা জানিত; কাজে কাজেই সে বলিল—"সম্ভবতঃ তুমি সেই ব্যাপারের কথা শুনেছ! কিংবা হ'তে পারে যে তুমি আমায় পূর্ব্বে দেখেছ।"

—"না শুনে পারব কি ক'রে? এই জগৎটাই লোকের কথায় ভরা। তবে বহুদিন পূর্ব্বে শুনেছি, আর কি শুনেছি আমার ঠিক মনে নেই।"

বুলার বলিল—"সেই বণিক্‌কে কে খুন ক'রেছিল সম্ভবত তুমি শুনেছিলে।"

হাওয়ার্ড হাসিয়া বলিল—"যার ব্যাগে ছুরি পাওয়া গেছে সে-ই খুন ক'রেছে। যদি অন্য কেউ ছুরি লুকিয়ে ব্যাগের ভেতর রেখে থাকে তা হ'লেও—লোকে কথায় বলে, 'যে ধরা না পড়ে সে

চোর নয়'। ব্যাগের উপরেই মাথা রেখে তুমি শুয়েছিলে, কি ক'রে অন্য লোক তার ভেতরে ছুরি রাখ্‌বে? ছুরি রাখ্‌তে গেলেই যে তুমি জেগে উঠ্‌বে!”

বুলার এই কথাগুলি শুনিয়া স্থির করিল যে, এই লোকটাই নিশ্চয় বণিক্‌কে খুন করিয়াছিল। সে উঠিয়া চলিয়া গেল। মনে একটা ভয়ানক অশান্তি বোধ করিতে লাগিল।

স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় তার মুখখানি যে রকম হইয়াছিল, সেই মুখখানি যেন সে দেখিতে লাগিল,—তার সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিল; সে যেন তার কথা শুনিতেছিল, তার হাসি দেখিতেছিল। সেই সময়ে তার সেই ছেলেমেয়েরা যেমন ছোট ছিল, ঠিক তেমনই যেন সে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল—একটি পোষাক-পরা, আর একটি তার মায়ের কোলে। তার নিজের সদাপ্রফুল্ল ফুটন্ত যৌবন মনে পড়িল। হোটেলের বারান্দায় বসিয়া সারেঙ বাজাইতেছিল, সেখানে সে বন্দী হইল। তাকে যেখানে চাবুক মারা হইয়াছিল, সেই স্থান—ঘাতক,—চতুর্দ্দিকৃস্থ দণ্ডায়মান লোকজন—সকলই তার চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিল। আর একে একে তার মনে পড়িল সেই শিকল, কয়েদীর দল, ছাব্বিশ বৎসর ধরিয়া কয়েদ থাকার কষ্ট, তার অকালবার্দ্ধক্য—ক্রমশঃ চিন্তা করিতে ক'রিতে তার এমন অশান্তি হইল যে, তার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইল।

বুলার ভাবিল, 'এ সবই ত সেই শয়তানের কাজ।' হাওয়ার্ডের উপর তার এতই রাগ হইল যে, তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ইচ্ছা হইল, তাতে নিজের প্রাণ যাক্ আর থাক্।

সমস্ত রাত্রি সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল ; তবুও শান্তি পাইল না। পরদিন দিনের বেলা হাওয়ার্ডের কাছে সে একবারও গেল না, তার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

পনর দিন কাটিয়া গেল। রাত্রে তার ঘুম হয় না চিন্তা করিয়া করিয়া সে এতই মুস্‌ড়িয়া পড়িয়াছিল যে, সে কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না।

একদিন বুলার কয়েদখানার ভিতর রাত্রিতে পায়চারী করিতেছিল। হঠাৎ দেখিতে পাইল যে, একটা তাকের নীচে থেকে মাটি ঝরিয়া পড়িতেছে। সেখানে জেলখানার কয়েদীরা এক একজন এক ঘণ্টা তাকের উপর ঘুমায়। বুলার একটু থামিল। হঠাৎ হাওয়ার্ড তাকের নীচে থেকে গুঁড়ি মারিয়া বাহিরে আসিল এবং ভয়ে ভয়ে বুলারের দিকে চাহিল। তার দিকে বুলার আর চাহিবে না মনে করিয়াছিল, কিন্তু হাওয়ার্ড হঠাৎ আসিয়া তার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল যে, পাঁচিলের নীচে সে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়াছে। রোজ যখন কয়েদীদিগকে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইত সে তার জুতার ভিতরে মাটি পূরিয়া লইয়া রাস্তায় ফেলিয়া আসিত।

বুলারের হাত ধরিয়া হাওয়ার্ড বলিল—"চুপ্‌ ক'রে থেকো বুড়ো, তুমিও বেরিয়ে যেতে পার্‌বে। তুমি যদি একথা প্রকাশ কর, তা' হ'লে চাবুক খেয়ে আমার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। আর যদি তাই হয়, তবে তোমাকে আমি আগে খুন কর্‌ব, তার পরে না হয় আমি মরব।"

তার দিকে চাহিয়া বুলার রাগে থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। টানিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া সে বলিল—"আমার পালাবার ইচ্ছে

নেই, আর আমাকে খুন করবারও তোমার দরকার নেই ; তুমি ত আমায় অনেক আগে থেকেই খুন ক'রে রেখেছ। তোমার কথা প্রকাশ করতে পারি, নাও পারি—সে ভগবান্ আমাকে যে রকম চালাবেন।"

পরের দিন যখন সকল কয়েদীকে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল, পাহারার সেপাইরা দেখিতে পাইল খানিকটা মাটি খোঁড়া হইয়াছে। জেলখানাটা খুঁজিয়া সুড়ঙ্গ বাহির করা হইল।

গবর্ণর স্বয়ং আসিয়া কয়েদীর মধ্যে কে গর্ত্ত খুঁড়িয়াছে, বাহির করিবার জন্য সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহই কিছু বলিতে পারিল না, কারণ কেহই কিছু জানিত না। যারা জানিত, তারাও কিছু বলিতে পারিল না, কারণ বলিলে হাওয়ার্ডকে যে শাস্তি দেওয়া হইবে তাতে তার বাঁচা কঠিন। গবর্ণর জানিতেন যে বুলার অন্যায় করিবার লোক নয় ; শেষে তার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তুমি সত্যবাদী, বুড়ো মানুষ, তুমি ভগবান্‌কে সাক্ষী ক'রে বল ত, কে এই গর্ত্ত খুঁড়েছিল ?"

হাওয়ার্ড চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যেন সে ইহার কিছুই জানে না। বুলারের দিকে না চাহিয়া সে শাসনকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বুলারের ঠোঁট হাত কাঁপিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ সে কথা কহিতে পারিল না। সে ভাবিল, 'যে আমার জীবন নষ্ট ক'রেছে তার অপরাধ আমি গোপন কর্‌ব কেন ? আমি যে যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছি ও করছি তার জন্যে ওর শাস্তি হোক। কিন্তু আমি যদি ওর কথা প্রকাশ ক'রে দিই তা হ'লে ও চাবুক খেয়ে খেয়ে মারা যাবে সম্ভব। এটাও হ'তে পারে যে, আমি ওকে ভুল সন্দেহ ক'রেছি। আর তা'তে আমারই বা কি ফল হবে ?'

শাসনকর্ত্তা আবার বলিলেন—"বুড়ো, সত্যি কথা বলো, কে মাটি খুঁড়েছিল ?"

বুলার হাওয়ার্ডের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি বল্‌তে পার্‌ব না হুজুর। ভগবান্ ইচ্ছা করেন না যে আমি বলি। আমাকে যা খুসী কর্‌তে পারেন। আমি ত আপনার হাতে প'ড়েছি।"

গবর্ণর যতই চেষ্টা করিলেন, বুলার কিছুতেই আর বলিল না। কাজে কাজেই এই কথা এখানেই বন্ধ হইল।

সে রাত্রে বুলার যখন বিছানায় বসিয়া ঝিমাইতেছিল, কোন একজন লোক তখন চুপি চুপি ঘরে আসিয়া তার বিছানায় বসিল। অন্ধকারেও বুলার চিনিতে পারিল যে, সে হাওয়ার্ড।

বুলার বলিল—"তুমি আমার কাছে আর কি চাও? তুমি এখানে এসেছ কেন ?"

হাওয়ার্ড চুপ করিয়া রহিল। বুলার উঠিয়া বসিল এবং বলিল—"তুমি কি চাও ? দূর হও এখান থেকে, নইলে আমি পাহারাওয়ালাকে ডাক্‌ব।"

হাওয়ার্ড নুইয়া বুলারের কানে কানে বলিল—"বুলার, আমায় ক্ষমা কর।"

বুলার বলিল—"কেন ?"

"আমিই সেই বণিক্‌কে খুন ক'রে ছুরিখানা তোমার জিনিষ-পত্তরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তোমাকেও খুন কর্‌তে আমার ইচ্ছে হ'য়েছিল, কিন্তু বাইরে একটা গোলমাল শুনে তোমার ব্যাগের মধ্যে ছুরিখানা পূরে জান্‌লা গ'লে পালিয়ে গেলুম।"

বুলার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। হাওয়ার্ড বিছানা হইতে নামিয়া গিয়া মাটিতে

হাঁটু গাড়িয়া বলিল—"বুলার, আমায় ক্ষমা কর। ভগবানের দোহাই আমায় ক্ষমা কর। আমি স্বীকার কর্‌ব যে, আমি সেই বণিক্‌কে খুন করেছি। তুমি মুক্তিলাভ ক'রে বাড়ী যেতে পার্‌বে।"

বুলার বলিল—"তোমার পক্ষে বলা খুব সোজা; কিন্তু তোমারই জন্যে এ ছাব্বিশ বছর কষ্ট পেয়েছি। আমি এখন কোথায় যা'ব? আমার স্ত্রী মারা গেছে, ছেলেমেয়েরা আমাকে ভুলে গেছে। আমার এখন আর যাবার জায়গা নেই।"

হাওয়ার্ড উঠিল না, মেজের উপর মাথা কুটিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"বুলার, আমায় ক্ষমা কর। জল্লাদ যখন আমায় বেত মার্‌ছিল, তখনও আমার এত কষ্ট হয় নি—তোমাকে এখানে দেখে যত কষ্ট হচ্ছে। তবুও তুমি আমার উপর এত দয়া ক'রেছ, তবুও তুমি আমার কথা প্রকাশ কর নি। আমি হতভাগা, যীশুখৃষ্টের নাম ক'রে বল্‌ছি, আমায় ক্ষমা কর।" এই বলিয়া হাওয়ার্ড কাঁদিতে লাগিল।

একথা শুনিতে শুনিতে বুলারেরও গাল বাহিয়া চোখের জল ঝরিতে লাগিল। সে বলিল—"ভগবান্ তোমাকে ক্ষমা কর্‌বেন; হয়ত আমি তোমার চেয়ে অনেক গুণে ছোট।"

এই কথায় বুলারের মনটা যেন একটু হাল্‌কা হইল, তার বাড়ী ফিরিবার ঝোঁক কমিয়া গেল। সেই কয়েদখানা ছাড়িয়া যাইতে তার ইচ্ছা হইল না। সে শুধু অন্তিম সময়ের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

বুলারের অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাওয়ার্ড নিজের অপরাধ স্বীকার করিল; কিন্তু যখন বুলারের খালাসের হুকুম আসিল তখন দেখা গেল যে, সে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

আগুনের ফুল্‌কি

আইভান একজন কৃষক। সে ছিল বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে। বয়সের কালে গ্রামে সকলের চেয়ে ভাল কাজ করিতে পারিত। তার তিন ছেলে ; সকলেই কাজের যোগ্য। বড় ছেলের বিবাহ হইয়াছে, মেজো ছেলেরও বিবাহ হইবার সময় হইয়াছে, আর ছোট ছেলে ঘোড়া রাখিতে আর চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আইভানের স্ত্রী খুব পাকা গিন্নী, পুত্রবধূও খুব পরিশ্রমী, শান্ত-শিষ্ট। সব রকমেই আইভান খুব সুখে ছিল।

তাদের কেবল একটি অকর্ম্মণ্য লোককে খাওয়াইতে হইত, সে হচ্ছে আইভানের বৃদ্ধ পিতা, সে হাঁপানি রোগে সাত বছর ক্রমাগত ভুগিয়া ভুগিয়া শয্যাগত। যা কিছু দরকার আইভানের সবই ছিল—গরু, ভেড়া, ঘোড়া। বেটা ছেলেরা জমি চাষ করিত, আর মেয়েরা ঘরের দরকারের সব কাপড়-চোপড় তৈয়ারী করিত। যে ফসল তাদের এক বছরে জন্মাইত তাতে দুই বৎসর চলিয়া যাইত, তা ছাড়া বাকি ফসল বিক্রী করিয়া টেক্স, খাজনা প্রভৃতি শোধ করিত, আর আর আবশ্যকীয় দ্রব্য সে কিনিত। আইভান বেশ সুখেই ছিল, কিন্তু গর্ভীর পুত্র লিম্পিঙের সঙ্গে ঝগড়া থাকায় তার সুখের মধ্যেও একটা অসুখের সৃষ্টি হইয়াছিল।

যতদিন বৃদ্ধ গর্ভী জীবিত ছিল এবং আইভানের পিতা সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে পারিত, ততদিন এই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল। হয়ত এক বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা একখানা চালুনি কিংবা একটা গাম্‌লা অন্য বাড়ী থেকে যখন দরকার তখনই পাইত ; হঠাৎ

গরুর গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া গেলে যার থাকিত সে-ই অন্যকে পাঠাইয়া দিত। জমিতে গরু ঢুকিলে তাড়াইয়া দিত, আর মাঝে মাঝে বলিত—"গরু ছেড়ে দিও না, আমাদের গম র'য়েছে।" গোলাবাড়ী তালা বন্ধ করিয়া রাখা, একজনের জিনিষ অন্যকে দেখিতে না দেওয়া, লুকাইয়া রাখা অথবা অসাক্ষাতে নিন্দা করা প্রভৃতি তখন একেবারেই ছিল না।

কিন্তু ছেলেরা যখন সংসারের কর্ত্তা হইল তখন সব বদ্‌লাইয়া গেল, সামান্য ব্যাপার লইয়াই প্রথমে ঝগড়া বাধিল।

আইভানের পুত্রবধূর একটা মুরগী ছিল, সে রোজ ডিম পাড়িত। একদিন মুরগীটা ছেলেদের তাড়া খাইয়া অন্য এক জায়গায় ডিম পাড়িল। কিন্তু আইভানের পুত্রবধূ ভাবিল, 'এখন আর সময় নেই, পরে গিয়ে নিয়ে আস্‌ব এখন।' সন্ধ্যার সময় আনিতে গিয়া আর ডিম পাইল না। শাশুড়ী, দেওর প্রভৃতি বাড়ীর সকলকেই জিজ্ঞাসা করিল, কেহই নেয় নাই। শুনিল যে প্রতিবেশীর জায়গায় ডিম পাড়িয়াছে। কারণ মুরগীটা সেখান থেকে বেড়া ডিঙ্গাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

সেখানে সে গেল। লিম্পিঙের মা বাহির হইয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাই, বৌ?"

—"এই যে আজকে সকালবেলা আমার মুরগীটা এখানে পালিয়ে এসেছিল; এখানে কি ডিম পাড়ে নি?"

"—কি জানি, কিছুই দেখি নি। আমাদের নিজেদের মুরগীরই ডিম হচ্ছে, পরের ডিম নেবার দরকার আমাদের নেই। আমরা পরের ডিম খুঁজে বেড়াইনে।"

আইভানের পুত্রবধূ একটু চটিল, খুব কড়া কড়া কথা বলিল। এমনি ভাবে দুইজনে খুব ঝগড়া বাধিয়া গেল। আইভানের স্ত্রী সে সময়ে জল আনিতে যাইতেছিল, সেও ঝগড়ায় যোগ দিল। লিম্পিঙের স্ত্রীও সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া জানা-অজানা অনেক কথাই বলিল। সকলে একত্র হইয়া শেষে চীৎকার আর কেবল গালাগালি আরম্ভ করিয়া দিল। কেবল "তুই চোর", "তুই পাজির বেহদ্দ", "তুই বেয়াক্কেল, শ্বশুরকে খেতে না দিয়ে দিয়ে মেরে ফেল্‌ছিস্", "সেদিন আমাদের চালুনিটা নিয়ে একটা ছেঁদা ক'রে দিয়েছিস্", "আমাদের জোয়াল নিয়ে এখনও চাষ কর্‌ছিস্"—ইত্যাদি নানারকম গালি-বর্ষণ উভয় পক্ষেই হইতে লাগিল।

জোয়াল ধরিয়া শেষে টানাটানি আরম্ভ হইল, কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া গেল। একজন খানিকটা জল আর আর সকলের গায়ে ঢালিয়া দিল। রীতিমত মারামারি আরম্ভ হইল।

লিম্পিঙ মাঠ থেকে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে যোগ দিল। আইভান এবং তার ছেলেও আসিয়া মারামারিতে যোগ দিল। আইভানের গায়ে খুব জোর ছিল। সে সকলকে ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া লিম্পিঙের দাড়ি ধরিয়া টানিতে টানিতে এক গোছা ছিঁড়িয়াই ফেলিল। চারিদিক্ হইতে লোক আসিয়া জড় হইল এবং অতি কষ্টে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিল।

লিম্পিঙ দাড়ির গোছাটা কাগজে খুব ভাল করিয়া মুড়িয়া কাছারিতে আইভানের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে গেল; সে বলিল— "আইভানের ছিঁড়ে ফেল্‌বার জন্যে ত আর আমার দাড়ি গজায় নি।"

আইভানের স্ত্রী পাড়াপড়শীদের কাছে জাঁক করিয়া বলিতে লাগিল—"ওরা সকলেই আইভানকে তাড়িয়ে সাইবেরিয়ায় পাঠাতে চেয়েছিল ব'লেই ত এই ঝগড়া।"

আইভানের বৃদ্ধ পিতা তাদের ঝগড়া থামাইবার জন্য চেষ্টা করিল। কেহই কিন্তু বৃদ্ধের বচন শুনিল না। সে বলিল—"এই একটা তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে ঝগড়া ক'রে তোমরা কি আহাম্মুকের মত কাজ কর্‌ছ। ভেবে দেখ একটা ডিম নিয়ে এই ঝগড়া আরম্ভ কর্‌লে। ছেলেমেয়েরাও হয়ত ডিমটা নিয়ে খেতে পারে, এতে কি আসে যায়? একটা ডিমের দামই বা কি? ভগবান্ সকলকেই ত যথেষ্ট দিয়েছেন। মনে কর তোমার প্রতিবেশী তোমাদের একটা কড়া কথা ব'লেছে,—কি ক'রে ভাল কথা বল্‌তে হয় তা দেখাও। যদি এ নিয়ে মারামারি হয়ে থাকে ত এরকম আরও হবে। আমরা সকলেই অপরাধী। যাতে আর এরকম না হয় তাই কর। যদি এ নিয়ে তোমরা একটা রাগ পুষ্‌তে থাক তা' হ'লে আরও খারাপ হবে।"

কিন্তু তার কথা পুত্রেরা শুনিল না। তারা মনে করিল বুড়োর এ সব আবোল-তাবোল বকুনি। আইভান কিছুতেই তার প্রতিবেশীর নিকট মাথা হেঁট করিল না।

সে বলিল—"আমি তার দাড়ি ছিঁড়ি নি, সে নিজেই ছিঁড়েছে। তার ছেলে আমার জামাটা একেবারে ছিঁড়ে ফেলেছে, এই দেখ-না।"

আইভান মামলা করিতে গেল। জেলার কাছারিতে বিচার চলিতে লাগিল। একদিন লিম্পিঙের গাড়ীর খিল চুরি হইল। বাড়ীর মেয়েরা আইভানের ছেলেকেই চোর বলিয়া সাব্যস্ত

করিল। তারা বলিল—"আমাদের জান্‌লার পাশ দিয়ে সেদিন ওকে বাড়ীর দিকে যেতে দেখেছিলুম, একজন লোকও ব'লেছে যে, সে খিলটা জমিদারকে দিতে দেখেছে।"

মামলা চলিতে লাগিল। এদিকে এমন একটি দিন যায় না, যে দিন ঐ দুই প্রতিবেশীর মধ্যে মারামারি বা ঝগড়া না হয়। এই সব দেখিয়া-শুনিয়া তাদের ছেলেমেয়েরাও ঝগড়া করিতে লাগিল।

আইভান লিম্পিঙের ভিতরে ঝগড়া এতই বাড়িয়া গেল যে, একজন আর একজনের যে কোন ভাল জিনিষ দেখিতে পাইত, তা মারামারি কাড়াকাড়ি করিয়া লইয়া যাইত। তাদের ছেলেমেয়েরা তাই করিতে আরম্ভ করিল। উভয়ের পক্ষেই সেখানে বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল। রোজ রোজ নূতন নূতন মামলা চলিতে লাগিল। বিচারকেরাও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একবার আইভানের জরিমানা হইল, কিংবা জেল হইল, আর একবার লিম্পিঙেরও জরিমানা কিংবা জেল হইল। কুকুরের ঝগড়া যেমন যতই বেশী সময় থাকে ততই তারা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে এবং একটা আর একটাকে একেবারে মারিয়া ফেলিতে চায়, তেমনি এই কৃষকেরাও যত মামলা চালাইতে লাগিল, ততই একজনের উপর আর একজনের রাগ বাড়িতে লাগিল।

ছয় বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত মোকদ্দমা চলিল। আইভানের বৃদ্ধ বাপ বার বার বলিতে লাগিল—"বাছা তোমরা কি কর্‌ছ? এসব বন্ধ কর; রাগারাগি ছেড়ে দাও, আবার কাজকর্ম্ম করতে আরম্ভ কর, তোমাদের ভাল হবে।"

তার কথা কেহই শুনিল না। সপ্তম বৎসরে এক বাড়ীতে একটা বিবাহে আইভানের পুত্রবধূ লিম্পিঙকে ঘোড়া চুরিতে ধরা পড়িয়াছে

বলিয়া নিতান্ত অপমানিত করিল। লিম্পিঙের এত রাগ হইল যে, সে আর সামলাইতে পারিল না। সে এমন এক ঘা তাকে বসাইয়া দিল যে, সাতদিন সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না, বিশেষতঃ তখন সে গর্ভবতী।

আইভানের কিন্তু ভারি আনন্দ হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সে নালিশ করিতে গেল। মনে মনে বলিল—'হয়েছে, এবার হয় জেলে যাবে, নয় সাইবেরিয়ায় যেতে হবে।' কিন্তু আইভান যা ভাবিল তা হইল না। ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা ডিস্‌মিস্‌ করিলেন। আইভানের পুত্রবধূর শরীরে বেদম প্রহারের চিহ্ন তিনি দেখিতে পাইলেন না। আইভান চুপ করিয়া রহিল না, সে অন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। পেশ্‌কারকে ঘুস দিল এবং পরবর্ত্তী বিচারালয়ে লিম্পিঙের বিশ বেতের আদেশ বাহির করিল। পেশ্‌কার রায় পড়িয়া শুনাইল।

আইভানও শুনিল এবং লিম্পিঙ এই রায় শুনিয়া কি করে দেখিবার জন্য তার দিকে চাহিল। লিম্পিঙের মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল, সে গট্‌গট্‌ করিয়া কাছারি হইতে চলিয়া আসিতে লাগিল। আইভান পিছনে পিছনে যাইতেছিল এবং লিম্পিঙকে বলিতে শুনিল—"আচ্ছা, আমাকে চাবুক খাওয়াবে, পিঠ অবিশ্যি জ্বল্‌বে, কিন্তু ওর এমন কিছু জ্বল্‌বে এখন, যা এর চেয়েও অনেক খারাপ।"

ইহা শুনিয়াই আইভান আবার কাছারিতে ছুটিয়া আসিল এবং বিচারকদের বলিল—"হুজুর, লিম্পিঙ আমার ঘরে আগুন লাগাতে চায়। অনেকের সাম্‌নে এ কথা ব'লেছে, সাক্ষী আছে।"

লিম্পিঙকে ডাকাইয়া আনিয়া জজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি সত্যিই এ সব কথা ব'লেছ?"

—"আমি কোন কথাই বলি নি; আপনার ত ক্ষমতা আছে, ইচ্ছে হয় চাবুক মারুন। ন্যায় পথে র'য়েছি বলেই আমি একলাই শাস্তি পা'ব, আর ওরা যা ইচ্ছে তাই করবে।"

লিম্পিঙ আরও বলিতে যাইতেছিল কিন্তু পারিল না; তার ঠোঁট মুখ কাঁপিতে লাগিল। সে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল। কাছারির লোকেরা তার চাহনি ও মুখভঙ্গী দেখিয়া ভয় পাইল; ভাবিল, "এ নিজের অনিষ্ট কিংবা আইভানের অনিষ্ট করবে।"

জজ ধীরভাবে বলিলেন—"লিম্পিঙ শোন। একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোককে ও রকম ক'রে মেরে তুমি ভাল কাজ ক'রেছ? ভাগ্যিস্ কোন বিপদ্ হয় নি; কিন্তু ভেবে দেখ কি হ'তে পারত। কেমন, এটা কি ভাল হ'য়েছে? তোমার বরং ওর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল; ক্ষমা চাইলে ও তোমায় ক্ষমা করবে। আমরাও রায় বদ্‌লে দেবো এখন।"

পেশ্‌কার বলিয়া উঠিল—"রায় বদ্‌লানো আইন অনুসারে অসম্ভব। বিচারে যা সাব্যস্ত হয়েছে তাই হ'বে।"

জজ বলিলেন—"তুমি চুপ কর ভগবান্‌কে মেনে চলা হচ্ছে সব চাইতে বড় আইন, তিনি চান শান্তি।"

তিনি মিট্‌মাট্ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লিম্পিঙ তাঁর কথা গ্রাহ্য করিল না।

সে বলিল—"সাম্‌নের বছরে আমার বয়স হবে পঞ্চাশ। ছেলেরও বিয়ে হবে। জীবনে কোন দিন চাবুক খাই নি। আইভান চাবুক

খাওয়ালে। আমি যা'ব ওর কাছে ক্ষমা চাইতে?—কিছুতেই না। অনেক স'য়েছি। আমাকে যাতে ওর মনে থাকে তা আমি কর্‌ব!"

লিম্পিঙের স্বর কাঁপিয়া উঠিল, সে আর বলিতে পারিল না, জোরে বাহির হইয়া গেল।

কাছারি হইতে গ্রাম সাত মাইল দূরে। বাড়ী পৌঁছিতেই আইভানের খুব দেরী হইল। ঘোড়ার সাজ খুলিয়া দিয়া, রাত্রের জন্য বাঁধিয়া রাখিয়া ঘরে ঢুকিল। দেখিল কেহ নাই। স্ত্রীলোকেরা গরু-বাছুর আনিতে গিয়াছে, আর ছেলেরা কেহই মাঠে থেকে তখনও ফিরিয়া আসে নাই। আইভান বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কি ভাবে লিম্পিঙ মামলার রায় শুনিয়াছিল, তার মুখ একেবারে চূণ হইয়া গেল, তার পরে দেওয়ালের দিকে ফিরিল ইত্যাদি সব কথাই আইভানের একটা একটা করিয়া মনে পড়িতে লাগিল। তার মন খুব ভারী হইল। ওরকম শাস্তি তার নিজের হইলে সে কী রকম বোধ করিত, তাই খানিকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া লিম্পিঙের উপর তার খুব দয়া হইল। এমন সময়ে তার বৃদ্ধ বাপকে কয়েকবার কাশিতে শুনিল। বৃদ্ধ অতি কষ্টে নামিয়া আসিয়া একটা টেবিলে ঠেস্ দিয়া বসিল। ঐ পরিশ্রমেই তাকে অনেকক্ষণ কাশিতে হইল, তার পর গলা পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, ওর শাস্তি হ'য়েছে কি?"

আইভান বলিল—"আজ্ঞে হাঁ। বিশ ঘা চাবুক।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়াইতে নাড়াইতে বলিল—"বড্ড খারাপ কাজ। তুমি অন্যায় কর্‌ছ, আইভান। তার চাইতে তোমার পক্ষেই বেশী খারাপ। আচ্ছা বেশ, তাকে তো চাবুক মারা হবেই, কিন্তু তোমার তা'তে কোন মঙ্গল হবে কি?"

আইভান বলিল—"এমন কাজ সে আর কখনও করবে না।"

—"সে কি করবে না? তোমার চাইতে কি খারাপ কাজ সে ক'রেছে?"

আইভান উত্তর দিল—"একবার ভেবেই দেখুন না, সে আমার কি অনিষ্ট ক'রেছে। আমার বৌকে ও প্রায় মেরেই ফেলেছিল, এখন আমাদের সব পুড়িয়ে মারতে চাইছে। তাকে এই জন্যেই বুঝি ধন্যবাদ দেবো?"

বৃদ্ধ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আইভান, তুমি পৃথিবীতে সব দেখতে পাচ্ছ, তুমি সবল; আর আমি এই কয় বছর শয্যাগত র'য়েছি। তুমি মনে কব যে, তুমিই সব দেখ, আর আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। কিন্তু তুমিই কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ না, হিংসাতে তুমি অন্ধ হ'য়ে র'য়েছ। বাবা! তুমি চোখের সাম্‌নে কেবল অন্যের পাপই দেখ্‌তে পাচ্ছ, তোমার নিজের চোখ পেছনে র'য়েছে। লিম্পিঙের উপর বড্ড অন্যায় করা হ'য়েছে। যদি সে-ই কেবল অন্যায় ক'রে থাকে আর তুমি না ক'রে থাক, তা হ'লে আর ঝগড়া হবে কেন? এক হাতে তালি বাজে কি? এক-জনের দ্বারা ঝগড়া হয় না। তার অন্যায় তুমি দেখ, নিজের অন্যায় মোটেই দেখ না।

"যদি সে খারাপ হ'য়ে থাকে, তুমি ভাল হ'য়ে থাক, তা হ'লে ঝগড়া একদম হ'তই না। তার দাড়ি কে ছিঁড়েছিল? কে তার খড় নষ্ট ক'রেছিল? কে তাকে কাছারিতে নিয়েছিল? তবুও তুমি তাকেই দোষ দেবে! তুমি নিজেই খারাপ, সেইটেই হচ্ছে অন্যায়। আমি বাবা, এরকম ক'রে জীবন কাটাই নি। এরকম করতে

আমি তোমায় শেখাই নি! ওর বাবা আর আমি কি রকম ভাবে থাক্‌তুম! পাড়ার প্রতিবেশী যে রকম মিলে মিশে থাকে তেমনই থাক্‌তুম। তার কোন জিনিষের অভাব হ'লেই বাড়ীর মেয়েরা একজন আমাকে বল্‌ত, আমি আমার গোলা দেখিয়ে দিয়ে বল্‌তুম, 'যা দরকার নিয়ে যাও।' হয়ত তাদের ঘোড়া কিংবা গরু মাঠে নিয়ে যাওয়ার লোক না থাক্‌লে আমিই বল্‌তুম, 'আইভান, যাও, ওর ঘোড়া নিয়ে মাঠে যাও।' আবার আমারও যদি কিছু অভাব হ'ত অমনি তা'র কাছে ছুটে যেতুম। সেও অমনি বল্‌ত, 'নিয়ে যাও।' এমনিভাবে আমরা বসবাস ক'রেছি। আমরা সুখেই ছিলুম। কিন্তু এখন?

"সেদিন সেই সৈন্যটি যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের বল্‌ছিল; কিন্তু তোমাদের ভিতরে তা'র চাইতেও একটা খারাপ যুদ্ধ চল্‌ছে। এই কি বেঁচে থাকা? এ যে পাপ! তুমি মানুষ, তুমিই এখন ঘরের কর্ত্তা! তোমাকেই জবাব দিতে হবে। বলত বাড়ীর স্ত্রীলোক ও ছেলে-মেয়েদের তুমি কি শিক্ষা দিচ্ছ? কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতে আর কাম্‌ড়াতে! সেদিন তোমার মেয়েটা পাড়াপড়শীর একজনকে খুব গালাগালি দিচ্ছিল, তার মা শুনে হাস্‌ছিল। এ কি উচিত? তোমাকেই জবাব দিতে হবে। ভাব দেখি একবার, তোমার আত্মা সম্বন্ধে। যা হওয়া উচিত তাই কি হয়েছে? তুমি আমায় বল্লে একটা কথা, আমি দুকথা শুনিয়ে দিলুম, এই ত হচ্ছে; কিন্তু এই কি ঠিক হচ্ছে মনে কর! না, বাবা, ঠিক নয়। যীশু এই পৃথিবীতে এসে এরকম শিক্ষা দেন নি; তিনি এর একদম উল্টো শিক্ষা দিয়েছিলেন,— যদি কেউ তোমাকে গাল দেয়, চুপ ক'রে থাক্‌বে; সে দোষী হবে তা'র নিজের বিবেকের কাছে। যদি কেউ তোমার এক গালে চড়

মারে, তুমি আর এক গাল পেতে দেবে ; তা'র বিবেক তাকে তিরস্কার কর্‌বে ; সে নরম হবে, তোমার কথা শুন্‌বে। অহঙ্কারে ফুলে উঠ্‌বে না ; এই ত যীশু আমাদের শিখিয়েছেন। কেমন, যা বল্‌লুম ঠিক নয় ? কথা কও-না কেন ?"

আইভান চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ খানিকক্ষণ কাশিয়া গলা ছাড়াইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল—"তুমি কি মনে কর যীশু আমাদের শিখিয়েছেন সব ভুল ! তাঁর সব শিক্ষাই আমাদের মঙ্গলের জন্য। তোমার আত্মার কথা, পরিণামের কথাও যদি না ভাব, তা' হ'লে—দেখ না তোমার সংসারেরই বা কি অবস্থা হ'য়েছে ? মামলা আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই তোমার অবস্থা কি রকম হ'য়েছে ? এই মামলা চালাতে কত খরচা হ'য়েছে তাই একবার কেন হিসেব ক'রে দেখ না ? তোমার ছেলেরা বেশ উপযুক্ত হ'য়েছে, তুমি খুব ভাল অবস্থায় থাক্‌তে পারতে ; কিন্তু তোমার টাকা-কড়ি সব ফুরিয়ে আস্‌ছে। কেন ?—তোমার বোকামির জন্যে, তোমার অহঙ্কারের জন্যে। তোমার উচিত নিজে গিয়ে ছেলেদের নিয়ে জমি চাষ করা ও শস্য জন্মানো। কিন্তু ঘাড়ে ভূত চেপেছে, সে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে জজের কাছে, উকীলের কাছে। ঠিক সময়ে চাষ করাও হয় না, জমিতেও ফসল জন্মায় না। এ বছর ফসল হ'ল না কেন বল দেখি ? ঠিক সময়ে জমি বোনা হ'য়েছিল কি ? তোমার কি লাভ হ'য়েছে ? তোমার নিজের ঘাড়ে একটা অনাবশ্যক বোঝা চাপিয়ে রেখেছ ? এ বড্ড ভুল হচ্ছে বাবা ! নিজের কাজটা একবার দেখ। মাঠে এবং বাড়ীতে ছেলেদের নিয়ে কাজকর্ম্ম কর। যদি কেউ তোমার উপর অসন্তুষ্ট হয়, তাকে ক্ষমা কর। ভগবান্ সেইটেই

হচ্ছে করেন। যদি তাই পার দেখ্‌বে জীবনটা সরল সহজ হবে, মনটাও সব সময় হাল্‌কা থাক্‌বে।"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—"বাবা আইভান, তোমার এই বুড়ো বাপের কথাটা শোন। যাও ঘোড়া চেপে এখনই আদালতে গিয়ে মামলা নিষ্পত্তি ক'রে ফেল; ভোরবেলা ভগবানের নাম নিয়ে লিম্পিঙের কাছে যাও, গিয়ে মিট্‌মাট্‌ কর। তা'কে কাল বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে খাওয়াও। দুইজনেই মিলে মিশে এ বদ্‌খেয়াল দূর কর। ভবিষ্যতে যেন আর এরকম না হয়? ঘরের স্ত্রীলোক ও ছেলেদেরও এই রকম কর্‌তে বল।"

আইভান একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল, ভাবিল, যা বল্‌ছে তা ঠিক। তার মনও একটু হাল্‌কা হইল। সে কেবল বুঝিতে পারিল না, কি করিয়া নিষ্পত্তি করিতে আরম্ভ করিবে।

বৃদ্ধ আবার বলিতে আরম্ভ করিল—যেন আইভানের মনের কথা সবই সে বুঝিতে পারিল! বৃদ্ধ বলিল—"যাও আইভান, দেরী ক'রো না। জ্বলে ওঠ্‌বার পূর্ব্বে সব আগুন নিবিয়ে ফেলা ভাল; তা' না হ'লে শেষে বড্ড দেরী হ'য়ে যাবে, সব পুড়্‌বে।"

এমন সময়ে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে ভিতরে ঢুকিল। বৃদ্ধের আর বলা হইল না। লিম্পিঙের চাবুক হবে এবং সে আইভানের বাড়ী পোড়াইয়া দিতে ছুটিয়াছে—এসব কথা তারা পূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছে। কথাগুলি তারা অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিল। লিম্পিঙের ছেলের বৌ একটা নূতন সংবাদ রটাইতে লাগিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার সব উল্টাইয়া দিবেন, স্কুল-মাষ্টার আইভানের বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে দরখাস্ত লিখিতেছেন; এবার

আইভানের সব সম্পত্তির অর্দ্ধেক তারাই পাইবে, ইত্যাদি নানা রকম করিয়া বলিতে লাগিল।

আইভানের মত বদলাইয়া গেল। লিম্পিঙের সঙ্গে আবার ভাব করার ইচ্ছা সে ত্যাগ করিল।

স্ত্রীলোকদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া আইভান গোলাবাড়ীতে চলিয়া গেল। তার ছেলেরা মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিল। ক্ষেতের কাজ সম্বন্ধে তাদের সে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল ; তারপর গরুগুলিকে খড় কাটিয়া দিল। তখন খাবার সময় হইয়াছে। সে মনে করিল খাইয়াই শুইয়া পড়িবে ; কাজে কাজেই তখন ঘরের ভিতরে ঢুকিল। লিম্পিঙের কথা কিংবা তার বাপ যে-সব কথা বলিয়াছে সব সে তখন ভুলিয়া গেল। কিন্তু তখনই সে শুনিতে পাইল যে, তাহার প্রতিবেশী খুব কর্কশভাবে যেন তাকে গালি দিতেছে। লিম্পিঙকে বলিতে শুনিল, "ও খুন হবারই যোগ্য।" শুনিয়াই আইভান জ্বলিয়া উঠিল এবং তার সমস্ত বিদ্বেষ আবার জাগিয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লিম্পিঙের গাল শুনিল এবং যেমনি সে থামিল আইভান ঘরে ঢুকিল।

ভিতরে একটা আলো ছিল। তার পুত্রবধূ সূতা কাটিতেছিল, আর তার স্ত্রী খাবার তৈয়ার করিতেছিল। বড় ছেলে জুতা তৈয়ার করিতেছিল, মেজটি আলোর কাছে বই লইয়া বসিয়াছিল। ঘরে সবই সুশৃঙ্খল, সকলেই বেশ শান্তিতে আছে, কিন্তু কেবল অশান্ত সেই বদমায়েস লিম্পিঙ।

আইভানের মুখটা খুব কষ্ট আর বিরক্তি মাখানো। ঢুকিয়াই বেঞ্চির উপর হইতে বিড়ালটা ছুড়িয়া ফেলিল, হাত-কচ্‌লানি জলের গামলাটা বেজায়গায় রাখিয়াছে বলিয়া [illegible] গালাগালি দিল।

তারপর হতাশ হইয়া পড়িল, ঘোড়ার গলার হল্‌কাটা ভ্রূ কুঁচকাইয়া দেখিতে লাগিল। কাছারিতে সে যে ভয় তাকে দেখাইয়াছে এবং তখনই কর্কশভাবে একজনকে বলিয়াছে, "সে খুন হবারই যোগ্য"—ইহাই তখন আইভানের কানে বারে বারে বাজিতে লাগিল।

তার স্ত্রী ছোট ছেলেকে খাবার দিল। সে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া কোটটাকে গায়ে দিয়া ঘোড়ার জন্য কিছু রুটি লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বড় ছেলে তার সঙ্গে যাইবে বলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু আইভান নিজেই বাহির হইয়া বারান্দায় গেল। বাহিরে ভয়ানক অন্ধকার, মেঘের উপর মেঘ, শন্ শন্ হাওয়া। ছেলে ঘোড়া লইয়া বাহিরে গেল কিনা দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু লিম্পিঙের কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। লিম্পিঙ কি বলিয়াছিল তাই তার মনে পড়িল।

আইভান ভাবিল, 'ও ত মরীয়া হ'য়েছে। রোদ্দুরে সব শুকিয়ে খাক হ'য়ে র'য়েছে, তার উপর আবার খুব জোর হাওয়া। হয়ত চুপি চুপি এসে ঘরে কোনখানে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বেমালুম পালিয়ে যাবে; যদি সে সময় একবার ধর্‌তে পারা যায় তবে আর পালাবে কোথা?' ভাবিতে ভাবিতে সে চলিতে লাগিল। মনে করিল একবার সবদিক ঘুরিয়া দেখিবে। আস্তে আস্তে ফটক দিয়া বাহির হইয়া বেড়ার মোড়ে গিয়া দাঁড়াইল, দেখিল ঠিক বিপরীত দিকে কোণে একটা কি হঠাৎ নড়িয়া উঠিল, যেন কোন একটা লোক হঠাৎ আসিয়াই চলিয়া গেল। আইভান আসিল, সেই দিকে চাহিয়া কান পাতিয়া রহিল। সব চুপ্‌চাপ্, কেবল গাছের পাতা আর চালের খড়ের শব্দ হইতেছিল। প্রথমত ভয়ানক অন্ধকার, শেষে দেখিতে

দেখিতে দূরের কোণগুলিও দেখা যাইতে লাগিল। সে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

আইভান ভাবিল, 'বোধ হয় ভুল হ'য়েছে, যাক্ তবু একবার ঘুরে দেখ্‌ব।' সে অতি চুপি চুপি পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে লাগিল, নিজের পায়ের শব্দ নিজেই শুনিতে পাইল না। যেমনি সে দূরে চলিয়া গিয়াছে অমনি দেখিতে পাইল যে, দূরে এক কোণে দপ্‌ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, আবার নিবিয়া গেল। আইভানের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সে থামিল। থামিতে না-থামিতেই আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে পরিষ্কার দেখিতে পাইল, একজন মানুষ, মাথায় একটা টুপি দিয়া এক মুঠো খড় জ্বালিয়া হাতে লইয়া হামাগুড়ি দিয়া যাইতেছে। আইভান ভাবিল, 'এবারে যাবে কোথা? আর পালাতে পাচ্ছো না, এবার ঠিক ধর্‌ব।' তার যতদূর শক্তি জোরে ছুটিয়া চলিল।

আইভান সামান্য একটু দূরে আছে, এমন সময়ে দেখিল আর এক জায়গায় আগুন—খুব জোর আগুন। ঘরের ছাদ প্রায় ধর-ধর হইয়াছে। সে সেই আগুনের আলোকে স্পষ্ট লিম্পিঙকে দেখিতে পাইল।

বাজপাখী যেমন শিকারেব উপর ছোঁ মারে, ঠিক তেমনি আইভান লিম্পিঙের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল, লিম্পিঙ তার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, এবং একবার ফিরিয়া দেখিয়া শশকের মত ঝাঁ করিয়া গোলাবাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। আইভানও তার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিয়া বলিল—"এবার আর পালাতে পার্‌বি না।"

যেমনি ধর-ধর হইয়াছে অমনি লিম্পিঙ এক পাশে ফিরিল, কিন্তু

আইভান তার কোট্ ধরিল, কোট্টা একেবারে ছিঁড়িয়া গেল, আইভান পড়িয়া গেল; তারপর "রক্ষা কর, ধর ধর এই যে চোর, ডাকাত," বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, আবার উঠিয়া ছুটিল। ইতিমধ্যে লিম্পিঙ নিজের বাড়ীর ফটকে গিয়া পৌঁছিল। আইভান তাকে গিয়া ধরিবে ঠিক এমন সময়েই তার রগে এমন একটা আঘাত লাগিল যে, তার কানে তালা ধরিয়া গেল। লিম্পিঙের ফটকের পাশে একটা কাঠ পড়িয়াছিল, তা দিয়া সে আইভানের মাথায় অতি জোরে মারিয়াছিল।

আইভান চক্ষে ধোঁয়া দেখিতে লাগিল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। একটু জ্ঞান লাভ করিয়া দেখিল যে, লিম্পিঙ সেখানে নাই, দিনের মত ফর্‌সা, পেছনে তার বাড়ীর দিকে চলন্ত ইঞ্জিনের মত শব্দ হইতেছে। ফিরিয়া দেখিল কেবল আগুন, হাওয়ায় চারিদিকে কেবল ধোঁয়া আর ছাই ছড়াইয়া পড়িতেছে।

হাঁটু চাপড়াইতে চাপড়াইতে আইভান চেঁচাইয়া উঠিল—"একি, একি, জ্বলন্ত খড়ের আটিটা টেনে মাড়িয়ে দিলেই ত পার্‌তুম তখন। একি! একি ভয়ানক!" চেঁচাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তার আর গলা ছিল না—দম ছিল না। ছুটিয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পা দুইটা যেন একেবারে অবশ,—আর চলিতে চাহে না। আস্তে আস্তে টলিতে টলিতে সে চলিল, আবার তার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস টানিয়া আবার চলিতে লাগিল। তার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সমস্ত ঘরে আগুন ধরিয়া গেল। চালে চালে আগুন হাওয়ায় নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিল। আর উঠানে যাওয়া যায় না। বহুলোক জড় হইয়াছে, কিন্তু কিছুই করিবার উপায় রহিল না। প্রতিবেশীরা সকলেই তাদের নিজেদের

ঘরের জিনিষ-পত্র, গরু-বাছুর বাহির করিতে লাগিল। আইভানের বাড়ীর আগুন হাওয়ায় গিয়া লিম্পিণ্ডের বাড়ীতেও লাগিল। আগুন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল, কাছাকাছি সকল বাড়ীতেই লাগিয়া গেল। অর্দ্ধেক গ্রাম পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল।

আইভানের বৃদ্ধ পিতাকে সকলে অতি কষ্টে বাহির করিল; বাড়ীর আর আর সকলে কোনমতে বাহির হইল বটে, কিন্তু কোন জিনিষ-পত্র রক্ষা করিতে পারিল না। গরু, বাছুর, গরুর গাড়ী, লাঙ্গল, মুরগী, স্ত্রীলোকদের কাপড় বোঝাই-করা বাক্স প্রভৃতি—সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। লিম্পিণ্ডেরও গরু-বাছুর আর সামান্য কিছু জিনিষ-পত্র বাহির হইল।

সমস্ত রাত্রি আগুন জ্বলিল। আইভান বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কেবল বলিতে লাগিল—"একি হ'ল? কেবল পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিয়ে দিলেই হ'ত গো।" ঘরের ছাদ পড়িয়া গেল, একটা পোড়া কড়ি টানিয়া আনিতে সে চেষ্টা করিল। স্ত্রীলোকেরা সকলেই তাকে বারণ করিল। কিন্তু কিছুতেই সে থামিল না। চারিদিকে আগুন—তার মধ্যে ঢুকিয়া সে আবার টানিতে লাগিল। তার বড় ছেলে ছুটিয়া গিয়া তাকে অতি কষ্টে টানিয়া আনিল। আইভানের চুল ও কাপড় পুড়িয়া গেল, কিন্তু সে কিছুই টের পাইল না, তার কিছুই হুঁস্ ছিল না। বাহিরে যেমন একটা বিরাট আগুন, তার বুকের ভিতরেও তেমনই আর একটা আগুন জ্বলিতেছিল। সে কেবল বলিতেছিল—"একি—একি! হায় হায়! তখন নিবিয়ে দিলেই হ'ত।"

ভোরবেলা গ্রামের মোড়লের ছেলে আসিয়া বলিল—"আইভান, তোমার বাপ মারা যাচ্ছে! তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছে।"

বাপের কথা আইভান একদম ভুলিয়া গিয়াছিল; সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"কিসের বাপ, কার জন্মে পাঠিয়েছে?"

—"তোমার জন্য পাঠিয়েছে—শেষ দেখা করবার জন্যে। আমাদের বাড়ীতেই মারা যাচ্ছে। শীগ্‌গির চ'লে এসো।"

সে আইভানের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল, আইভান তার সঙ্গে গেল!

আইভানের পিতাকে যখন বাহির করা হয় তখন কতকগুলি জ্বলন্ত খড়ও তার গায়ে পড়িয়াছিল, তাই তাকে গ্রামের অনেক দূরে মোড়লের বাড়ীতে রাখা হইয়াছিল।

আইভান ঘরে ঢুকিল। বৃদ্ধ একটা বেঞ্চির উপরে শুইয়া দরজার দিকে চাহিয়া আছে, তার হাতে একটা বাতি। সেখানে কেবল সেই মোড়লের স্ত্রী বসিয়াছিল; সে গিয়া বৃদ্ধকে বলিল—"তোমার ছেলে এসেছে।"

বৃদ্ধ একটু নড়িয়া তাকে আরও নিকটে আসিতে বলিল। সে কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ বলিল—"তোমায় আমি কি ব'লেছিলুম, আইভান, কে এই পাড়াটা পুড়িয়ে দিলে?"

আইভান বলিল—"ওই ত ক'রেছে! আমি সে সময়ে ওকে ধ'রে ফেলেছিলুম; চালের ভেতরে মুড়ো জ্বেলে দিতে দেখ্‌লুম; তবে এটা ঠিক যে, মুড়োটা টেনে এনে মাড়িয়ে নিবিয়ে দিলে কিছুই হ'ত না।"

বৃদ্ধ বলিল—"আইভান, আমি ত এই মারা যাচ্ছি। আবার

তোমারও একদিন সময় হ'য়ে আস্‌বে। আচ্ছা, বল ত বাবা পাপটা কার?"

আইভান বাপের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, একটি কথাও বলিতে পারিল না।

বৃদ্ধ আবার বলিল—"ভগবান্‌কে সাক্ষী ক'রে বল ত কার পাপ এটা? তোমায় কি ব'লেছিলুম?"

আইভানের তখন একটু জ্ঞান হইল, সবই বুঝিতে পারিল। খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল—"আমার পাপ, বাবা! আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার কাছে অপরাধী—ভগবানের কাছে অপরাধী—ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর।"

"ভগবানের জয়—তাঁরই জয়; তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ দাও," বলিয়া বৃদ্ধ ছেলের দিকে চাহিয়া রহিল, একটু পরেই ডাকিল "আই-ভান, আইভান!"

—"কি বাবা?"

—"এখন তুমি কি কর্‌বে?"

আইভান কাঁদিতে লাগিল, বলিল—"জানিনে বাবা, এখন থেকে কি রকম ক'রে আমরা থাক্‌ব।"

বৃদ্ধ একটু চোখ বুজিল; তার ঠোঁটটি একটু নড়িয়া উঠিল। তারপর আবার চোখ খুলিয়া বলিল—"তুমি পার্‌বে। যদি ভগবানের ইচ্ছামত চল, যদি তাঁকে মান, তা' হ'লে পারবে।" তারপর একটু থামিয়া হাসিয়া বলিল—"আইভান, কে আগুন লাগিয়েছে বলো না। অন্যের অপরাধ ক্ষমা কর, অন্যের পাপ গোপন কর, ভগবান্ তোমার অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন।"

বৃদ্ধ দুই হাতে বাতিটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিল; একবার

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া পা টান করিল, একটু পরেই দেখা গেল সে আর নাই।

লিম্পিণ্ডের বিরুদ্ধে আইভান কিছুই আর বলিল না। কি করিয়া আগুন লাগিল কেহই জানিতে পারিল না।

লিম্পিণ্ডের ওপর তার সমস্ত রাগ, অসন্তোষ, সকল বিদ্বেষ দূর হইয়া গেল। আইভান যে একথা কাকেও বলিল না ইহাতে লিম্পিণ্ড একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাদের ঝগড়া বন্ধ হইয়া গেল। আবার বাড়ী তৈয়ার করিবার সময় দুই প্রতিবেশী এক বাড়ীতে রহিল। বাড়ী তৈয়ার হইয়া গেলে আবার সেই পূর্ব্বের মতই বসবাস করিতে লাগিল।

তার পিতার আদেশ—ভগবান্‌কে মানা, আর জ্বলিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই আগুনের ফুল্‌কি নিভাইয়া দেওয়া—আইভানের সর্ব্বদাই মনে পড়িত। যদি কেহ তার অনিষ্টও করিত, সে আর তার প্রতিশোধ লইত না; যদি কেহ গালি দিত, সে চেষ্টা করিত তাকে ভাল কথায় শিক্ষা দিতে। এমনি ভাবেই সে সকল কাজেই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতে লাগিল। পূর্ব্বের চেয়ে ভাল ভাবে তার দিন কাটিতে লাগিল

মাটির নেশা

—১—

দুই বোন। বড় বোনের কোনও এক সওদাগরের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, সে সহরে বাস করে। আর ছোট বোনের বিবাহ হইয়াছে একজন সামান্য কৃষকের সঙ্গে, সে বাস করে পল্লীগ্রামে।

একবার বড় বোন ছোট বোনের বাড়ীতে আসিল। একত্রে চা খাইতে খাইতে দুই বোনের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বড় বোন সহরে বাস করে বলিয়া অহঙ্কার করিয়া বলিল—'যাই বল সহরে ঢের সুবিধে, সেখানে খুব সুখে, খুব আরামে বাস করা চলে, ভাল ভাল কাপড়-চোপড় পরতে পারা যায়। আমার ছেলে-মেয়েরা খুব সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে, ভাল ভাল খাবার খায়। সেখানে থিয়েটার আছে, আমিও গিয়ে থাকি ; আরও নানারকমের দেখ্‌-বার, ভোগ কর্‌বার জিনিষ র'য়েছে।"

ছোট বোন ব্যবসাদারের কাজের অনেক নিন্দা করিল এবং কৃষকের জীবন ও কাজই খুব ভাল মনে করিয়া বলিল—"আমার জীবনটা তোমার মত কর্‌তে আমার মোটেই ইচ্ছা হয় না। আমরা নিতান্ত সাধারণ ভাবে দিন কাটাচ্ছি বটে, কিন্তু আমাদের কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। তুমি আমাদের চেয়ে ভাল ভাবে থাক বটে, প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশী আয়ও কর বটে, কিন্তু তোমাদের সব লোক্‌সান হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। পয়সা আজ আছে, কাল নাও থাক্‌তে পারে। জান ত লোকে বলে—'লাভ আর লোক্‌সান দুই-ই

সঙ্গে সঙ্গে যায়।' এ ত প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, যাদের আজকে ঢের টাকা-পয়সা, কাল তা'রা এক মুঠো অন্নের জন্য ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছে। আমরা তার চেয়ে নির্ব্বিঘ্নে আছি। যদিও কৃষকের জীবনে খুব টাকা-পয়সা হয় না, তবুও সে বেঁচে থাকে বহুদিন। আমরা কখনও বড়লোক হ'ব না বটে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার যথেষ্ট থাকবে।"

বড় বোন নাক সিট্‌কাইয়া বলিয়া উঠিল—"যথেষ্ট? হ্যাঁ, যথেষ্ট বটে, যদি গরু-বাছুরের সঙ্গে ডাবায় খাও তা' হ'লে যথেষ্ট বৈ কি! তোমরা সভ্যতা এবং ভদ্রতার কি জান? এখন যেমন তোমরা গরু-বাছুরের সঙ্গে র'য়েছ, মরবেও ঠিক এমনি ভাবে কতকগুলো গোবরের গাদার ওপরে, আর তোমাদের ছেলে-মেয়েগুলোরও সেই দশাই হবে।"

ছোট বোন বলিল—"বেশ ত, তাতে আর কি এসে যাচ্ছে? আমাদের কাজটা অবিশ্যি কুলিমজুরের; কিন্তু এর মার নেই। কারুর কাছে আমাদের মাথা নোয়াতে হয় না। তোমরা সহরে থাক, সেখানে কিন্তু নানান্‌ রকমের প্রলোভন র'য়েছে; আজকে হয়ত দু'পয়সা আছে—কালকে হয়ত ঘাড়ে ভূত চাপ্‌বে, তোমার স্বামীর লোভ হবে, হয়ত জুয়া খেল্‌তে যাবে, না হয় মদ ধর্‌বে। স্ত্রীলোকেরাও লোভে পড়্‌তে পারে, আর তা হ'লেই ত সর্ব্বনাশ! কেমন—এরকম কি প্রায়ই হয় না?"

বাড়ীর কর্ত্তা প্যাহোম খাটের উপর শুইয়াছিল। এই সব কথা সে শুনিতে পাইল। সে ভাবিল, 'এ খুবই সত্যি, ছেলেবেলা থেকে আমরা জমি চাষ কর্‌ছি, আমরা চাষা; কিন্তু আমাদের মাথায় কখনও বদ্‌খেয়াল ঢোকে না; কেবল এইটুকুই কষ্ট যে,

আমাদের যথেষ্ট জমি নেই, যদি খুব বেশী থাক্‌ত তা হ'লে কাউকে গ্রাহ্য কর্‌তুম না।'

দুই বোনের চা খাওয়া শেষ হইল। কাপড়-চোপড় সম্বন্ধে তারা খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করিল; তারপর চায়ের সব সরঞ্জাম তুলিয়া রাখিয়া শুইতে গেল।

—২—

সেই পাড়াগাঁয়ের খুব কাছেই একজন খুব ধনী স্ত্রীলোক বাস করিতেন, তাঁর প্রায় তিনশত একর জমি ছিল। তিনি সেখানকার কৃষকদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করিতেন, কিন্তু শেষে তিনি এমন একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন যে, সে চাষাদের সামান্য কিছু দোষ দেখিতে পাইলেই কেবল জরিমানা করিত। সে যুদ্ধ-বিভাগে থাকিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ হইয়াছে, তাই তার মেজাজ ভারি কড়া। প্যাহোম খুব সাবধান থাকিবার চেষ্টা করিত, তবুও মাঝে মাঝে দুই একটা গরু তার বাগানে ঢুকিত, বাছুরগুলিও প্রায়ই ছুটিয়া যাইত; কাজেই প্যাহোমকে প্রায় সর্ব্বদাই জরিমানা যোগাইতে হইত।

জরিমানা দিয়া দিয়া প্যাহোমের মেজাজটা কি রকম খারাপ হইয়া পড়িল। স্ত্রীর সঙ্গেও সে খুব খারাপ ব্যবহার করিত। গ্রীষ্ম-কাল তার এই রকম করিয়াই কাটিল। সে ভাবিল শীতকালে যদিও খোরাকী জোগাইতে কষ্ট হইবে তবুও গরুবাছুরগুলি গোয়ালেই থাকিবে—বেশী ভাবিতে হইবে না।

শীতকালে শোনা গেল যে, সেই ভদ্র-মহিলা তাঁর সমস্ত জমি বিক্রয় করিবেন ; সেখানকার রাস্তার উপরই যে হোটেলওয়ালা আছে সে সেই জমিদারী কিনিবে—এই গুজব রটিল। চাষাদের মনে একটা ভয়ানক ভয় হইল। তারা ভাবিল, 'যদি হোটেলওয়ালা লোকটাই জমি কেনে তা' হ'লে বড্ড খারাপ হবে। এ জমি ছাড়া আমাদের আর কোন উপায়ও নেই, কাজেই জরিমানা ক'রে ক'রে আমাদের অস্থির ক'রে তুল্‌বে।'

পাড়ার সকল কৃষকই সেই মহিলার কাছে গেল, শেষে ইহাই স্থির হইল যে, যার যেমন সাধ্য সে তেমন একটা অংশ কিনিবে।

প্যাহোম শুনিতে পাইল যে, তার একজন প্রতিবেশী পঞ্চাশ একর জমি কিনিবে, অর্দ্ধেক দাম তখনই দিবে, বাকী অর্দ্ধেক এক বৎসর পরে দিবে। প্যাহোমেরও জমি কিনিতে ইচ্ছা হইল। সে ভাবিল, 'জমিটা সবই বিক্রী হচ্ছে, আর আমি এর কিছু পা'বনা, এ কি রকম ?'

সে স্ত্রীকে গিয়া বলিল—"সকলেই জমি কিন্‌ছে, আমরাও কুড়ি-পঁচিশ একর কিন্‌ব। নইলে টিকে থাকাই যে দায়! সেই গোমস্তাটা জরিমানা ক'রে ক'রে আমাদের মেরে ফেল্‌বে।"

কি করিয়া জমি কেনা যাইবে তাই দু'জনে ভাবিতে লাগিল। তাদের মোটে একশত টাকা ছিল। একটা ঘোড়া তারা বিক্রয় করিল, এক ছেলেকে মজুরী করিতে পাঠাইয়া তার বেতন অগ্রিম লইল, তার শালার নিকট বাকী টাকা ধার করিল। এই রকম করিয়া জমির দামের অর্দ্ধেক টাকা জোগাড় করিল।

প্যাহোম সেই স্ত্রীলোকটির কাছে চল্লিশ একর জমি কিনিবার বন্দোবস্ত করিতে গেল। কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইয়া গেল, তারা

সহরে গিয়া দলিল রেজিষ্টারি করিয়া আনিল। প্যাহোম অর্দ্ধেক দাম দিল, বাকী টাকা দুই বৎসরের মধ্যে দিবে এইরূপ চুক্তি থাকিল।

প্যাহোম এখন নিজেই জমিদার। বীজ ধার করিয়া সে নূতন জমিতে বুনিয়া দিল। সে বৎসর খুব ভাল ফসল হইল এবং এক বৎসরের মধ্যেই সে সব দেনা পরিশোধ করিল। এখন আর সে কারও ধার ধারে না; নিজের জমি চাষ করে, নিজের গাছ ইচ্ছামত কাটে, গরু-ঘোড়াগুলি নিজের জমিতেই চরিয়া বেড়ায়। সে যখন মাঠে চাষ করিতে যাইত, মাঝে মাঝে ক্ষেতভরা ফসলের দিকে তাকাইয়া দেখিত, আর তার মন আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিত। তার মনে হইত সে রকম ফুল, ফল, লতা-পাতা বুঝি আর কোথাও—কোনওখানেই নাই। পূর্ব্বে যখন সে মাঠের পাশ দিয়া যাইত, তার ক্ষেত তখন সম্পূর্ণ অন্য রকমের ক্ষেত বলিয়া মনে হইত, এত সুন্দর দেখাইত না; কিন্তু এখন তার কাছে সেটা একেবারে আলাদা জিনিষ বলিয়া মনে হইত।

—৩—

প্যাহোমের মন খুব খুশী। সে আছেও খুব ভাল; কিন্তু বাড়ীর পাশের কৃষকদের গরু-ঘোড়া আসিয়া তার ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিয়া ফেলিত। প্যাহোম খুব কাকুতি-মিনতি করিয়া তাদের বারণ করিল; কিন্তু তারা শুনিল না। মাঝে মাঝে আবার তারা গরু-ঘোড়া ক্ষেতের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া যাইত। বহুদিন সে গরু-ঘোড়া

তাড়াইল, কারও কোন অনিষ্ট করিল না; কিন্তু পরে তার সহ্য হইল না। ধৈর্য্য হারাইয়া সে জেলার কাছারিতে গিয়া নালিশ করিল। সে জানিত ও বুঝিত যে, তার প্রতিবেশীদের অনেকেরই জমি নাই, তারা ইচ্ছা করিয়াই যে সকল সময় তার অনিষ্ট করে তাও নহে, কিন্তু অন্য উপায় আর কিছু ছিল না। সে ভাবিল, 'না, কিছু না বল্‌লে আর চলে না। আমার যা কিছু আছে সবই ওরা এমনি ক'রে নষ্ট করে দেবে। ওদের একটু শিক্ষা দিতে হবে।'

সে নালিশ করিতে আরম্ভ করিল। দুই-তিন জনের জরিমানা হইল। তারা প্যাহোমের উপর খুব চটিয়া রহিল, আর তার পর হইতে ইচ্ছা করিয়াই গরু-ঘোড়া তার ক্ষেতে ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিল। একজন তার বাগানে রাত্রিতে ঢুকিয়া পাঁচটি লাইম্‌গাছ কাটিয়া ফেলিল। একদিন তার নজরে পড়িল—গাছের গুঁড়িগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। এবার সে বিষম চটিয়া গেল; ভাবিল, 'এখান থেকে একটা, সেখান থেকে একটা—এ রকম ক'রেও যদি কাট্‌ত তা হ'লেও ত যথেষ্ট ক্ষতি হ'ত না; তা না ক'রে এক জায়গা থেকেই সবগুলো কেটে ফেলেছে। যদি লোকটাকে একবার বের্ করতে পার্‌তুম ত দেখে নিতুম।'

অপরাধীকে বাহির করিবার জন্য সে খুব মাথা ঘামাইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সে স্থির করিল, 'এ নিশ্চয়ই সাইমন। সে ছাড়া আর কেউ এ কাজ কর্‌তে পারে না।'

সে সাইমনের বাড়ীতে গেল, সেখানে কিছুই দেখিতে পাইল না। দুইজনে খুব চটাচটি হইল। প্যাহোমের খুব বিশ্বাস হইল যে, সাইমনই গাছ কাটিয়াছে, কাজেই সে নালিশ করিল। সাইমনের উপর শমন জারি হইল। দুই দুই বার বিচার হইল, কিন্তু

প্রমাণের অভাবে সে খালাস পাইল। প্যাহোমের মনে ভারি কষ্ট হইল। বিচারকদের উপর তার রাগ হইল।

সে বলিল—"আপনারাই চোরকে আস্কারা দেন। যদি আপনারা ভাল লোক হ'তেন, তা হ'লে এই চোরকে শাস্তি না দিয়া কখনও ছেড়ে দিতেন না।"

বিচারক ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্যাহোম ঝগড়া করিল। তার বাড়ীতে আগুন লাগাইবে বলিয়া অনেকে তাকে ভয় দেখাইতেও লাগিল। কাজেই সকলের চেয়ে জমি বেশী থাকিলেও তার সেখানে থাকা খুব শক্ত হইয়া উঠিল, সে অনেকেরই বিষ নজরে পড়িল।

এমন সময়ে চারিদিকে গুজব রটিল যে, অনেকেই সেই পল্লী ছাড়িয়া অন্য এক জায়গায় চলিয়া যাইতেছে—সেখানে জমাজমির খুব সুবিধা।

প্যাহোম ভাবিল, 'আমার সেখানে যাওয়ার কোনও দরকার নেই। যদি অনেকেই চ'লে যায় তা' হ'লে আমি আরও বেশী জমি পাব। ওদের জমি নিয়ে জমিদারী আরও বাড়াব; তখন বেশ শান্তিতে থাক্‌ব।'

প্যাহোম বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে এমন সময় একজন কৃষকের সহিত তার দেখা হইল। তার বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করিয়া কৃষকটি রাত্রিতে সেখানেই রহিল।

দুইজনে অনেক কথা হইল।

সেই কৃষক বলিল—"আমি ভল্‌গা নদীর ওপার থেকে এসেছি, সেখানে বহুলোক গিয়ে বসবাস করছে। যে যাচ্ছে সে-ই পঁচিশ একর জমি পাচ্ছে। সেখানে খুব ফসল হয়, রাই এত জন্মে যে, কাস্তের পাঁচটা পোঁচেই এক একটা আঁটি হয়। একজন চাষা

একেবারে শুধুহাতে সেখানে গিয়েছিল, এখন সে নিজেই ছয়টা ঘোড়া আর দুইটা গরু কিনেছে।”

সেখানে যাইতে প্যাহোমের বড়ই ইচ্ছা হইল। সে ভাবিল, ‘যদি অন্য জায়গায় গেলে বেশ সুখে থাক্‌তে পারি, দু’পয়সা হয়, তবে এ-রকম একটা জায়গায় থেকে কষ্ট পাচ্ছি কেন? বাড়ী ঘর, জমি—সব বিক্রী ক’রে সেখানে গিয়ে নতুন জমি কিনে—ঘর-দোর তৈরী ক’রে বাস কর্‌ব। এখানে মানুষের বসতি বড্ড বেশী হ’য়ে গেছে, সব সময়েই এখানে অসুবিধা। কিন্তু আগে সেখানে গিয়ে সব দেখে আস্‌তে হবে।

গ্রীষ্মকাল আসিল। প্যাহোম সেখানে যাইবার জন্য যাত্রা করিল; ষ্টিমারে করিয়া ভল্‌গা নদী পার হইয়া প্রায় তিনশত মাইল চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখিল সত্য সত্যই সকলেরই প্রচুর পরিমাণে জমি আছে। টাকা থাকিলে আরও কিনিতে পারা যায়, দামও খুব সস্তা।

সকল দেখিয়া-শুনিয়া শরৎকালে সে বাড়ী ফিরিল; গরু ঘোড়া, বাড়ী—সব বিক্রী করিল, এবং বসন্তকালে পরিবার লইয়া সেখানে যাত্রা করিল।

—৪-

সেখানে গিয়া প্যাহোম জমি পাইল, আরও কিছু কিনিল। সে দেখিল যে জমিতে বাস্তবিকই খুব ফসল হয়। তার সংসারের অবস্থা পূর্ব্বের চেয়ে দশগুণ ভাল হইল।

প্রথম প্রথম সে খুব সন্তুষ্টই রহিল। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা ক্রমশঃ বাড়িয়াই যায়। কিছুদিন পরে সে মনে করিল যে, সে জমিও যথেষ্ট নয়। তার আরও জমি বাড়াইতে ইচ্ছা হইল। সব মাঠে আবার গম জন্মিত না। দুই বৎসর ক্রমাগত ফসল হইলে, কয়েক বৎসর না গেলে আর সে মাঠে কিছু জন্মিত না। কাজেই আবার নূতন জমি খুঁজিতে হইল। প্যাহোম কাছে জমি পাইল না—দূরে পাইল বটে, কিন্তু তাতে তার মন উঠিল না। সে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল।

তিন বৎসর কাটিয়া গেল। খুব ভাল জমি পাইবার জন্য সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল; খুব চতুর না হইলে ও সময়মত চেষ্টা না করিলে তা পাওয়াও শক্ত হইয়া উঠিল।

তৃতীয় বৎসরে এক জমি লইয়া গোল বাধিল। এমন কি তা লইয়া মামলাও হইল। প্যাহোমের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইল। সে ভাবিল, 'এ জমি যদি আমার হ'ত তা হ'লে স্বাধীনভাবে থাক্‌তেও পার্‌তুম—আর ঝগড়াও হ'ত না।'

পনের শত টাকা দিয়া একটা জায়গা কিনিবার জন্য এক মহাজনের সঙ্গে তার কথা হইতেছে এমন সময়ে একজন বিদেশী ব্যবসাদার তার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে খুব ক্লান্ত। প্যাহোমের সঙ্গে বসিয়া সে চা খাইল। সেই ব্যবসাদার কথায় কথায় বলিল—"আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে খুব সস্তায় ভাল ভাল জমি পাওয়া যায়। আমি ত মোটে হাজার টাকা দিয়ে তের হাজার একর জমি কিনেছি।"

প্যাহোম জিজ্ঞাসা করিল—"এত সস্তায় কি ক'রে কিনলে?"

—"বিশেষ কিছুই নয়। সেখানকার কর্ত্তাদের কিছু জিনিষ-পত্তর

দিয়ে খুশী করতে পারলেই হ'ল। আমি ত মদ দিয়ে তাদের হাত ক'রেছিলুম। খুবই সুবিধে, যত চাও ততই পাবে। এ এক রকম বিনি-পয়সায় পাওয়া ”

—“আমি তা হ'লে সেখানেই যাব। যে টাকা দিয়ে এখানে জমি কিন্‌ব সে টাকায় সেখানে এর দশগুণ জমি পাব।”

—৫—

তার স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিয়া একজন লোক সঙ্গে লইয়া প্যাহোম যাত্রা করিল। পথে একটা সহরে গিয়া প্রথম দিন রহিল; সেখানে এক বাক্স চা, কিছু মদ ও কতকগুলি ভাল ভাল উপহার দিবার মত জিনিষ কিনিল। প্রায় তিন শত মাইল চলিয়া গিয়া সাত দিনের দিন সে সেখানে পৌঁছিল। সেখানে গিয়া সে সত্য সত্যই দেখিল চারিদিকে ভারি সুন্দর সুন্দর ক্ষেত। লোকগুলিও সেখানে আছে মহাসুখ-শান্তিতে। কারও কোন ভাবনা নাই—উদ্বেগ নাই। গরু, ঘোড়া সব স্বচ্ছন্দে মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছে। সকলেরই শরীর বলিষ্ঠ, সকলেই খুব খুশী। তারা লেখাপড়ার ধার ধারে না বটে, কিন্তু তাদের স্বভাব খুব ভাল।

প্যাহোম তাদের মদ, চা ইত্যাদি উপহার দিল। উপহার পাইয়া তারা খুব খুশী হইল। তারা নিজেদের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া শেষে প্যাহোমকে বলিল—“তুমি আমাদের এখানে এসেছ, আমরাও তোমার ওপর খুব খুশী হ'য়েছি। তুমি আমাদের যে উপহার দিয়েছ আমরাও তার প্রতিদান দিতে চাই। আমাদের যা আছে তার কোন্‌টা তুমি চাও বল!”

প্যাহোম বলিল—"আমি যদি আপনাদের এখানকার কিছু জমি পাই, তা হ'লে আমার বড় উপকার হয়। আমাদের ওখানে জমি বেশী নেই, লোক খুব বেশী। আপনাদের খুব ভাল ভাল যথেষ্ট জমি আছে, এরকম জমি আমি আর কোথাও দেখি নি।"

তারা নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিল। মাঝে মাঝে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল। প্যাহোম তাদের কোন কথাই বুঝিতে পারিল না। একজন দোভাষী মাঝখানে থাকিয়া তাকে সব বুঝাইয়া দিতেছিল। তারা চুপ করিয়া প্যাহোমের দিকে চাহিয়া রহিল।

—"তুমি যে উপহার দিয়েছ তার জন্যে ওঁরা তোমাকে জমি দিতে প্রস্তুত আছেন। তোমার যত জমি চাই ততই পাবে। কোন্ জমি নেবে কেবল হাত দিয়ে তা একবার দেখিয়ে দেবে।"

দোভাষীর কথা শেষ হইতে সেই লোকদের মধ্যে কথা আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে ঝগড়াও বাধিয়া গেল। কেহ কেহ বলিল—"সর্দ্দারকে জিজ্ঞেস না ক'রে কথা দেওয়া খুব অন্যায় হ'য়েছে।"

প্যাহোম দোভাষীকে ঝগড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। দোভাষী তাকে সব বুঝাইয়া বলিল। লোকে ইহাদের বস্কির্ বলিত।

—৬—

বস্কির্‌দের মধ্যে ঝগড়া হইতেছে এমন সময় একজন লোক শেয়ালের লোমের টুপি পরিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চুপ করিল। দোভাষী বলিল—"ইনিই হচ্ছেন আমাদের সর্দ্দার।"

প্যাহোম তৎক্ষণাৎ পাঁচ পাউণ্ড চা ও একটা পোষাক আনিয়া সর্দ্দারকে দিল। সর্দ্দার সেগুলি গ্রহণ করিয়া নিজের আসনে বসিলেন। বস্কির্‌রা তাঁকে অনেক কিছু বলিল, সর্দ্দার সব কথা মন দিয়া শুনিলেন। তারপর সকলকে চুপ করিতে বলিয়া প্যাহোমকে বলিলেন—"বেশ তা-ই হোক, আমাদের ত যথেষ্ট জমি আছে, তোমার যেটা ইচ্ছা নিতে পার।"

প্যাহোম ভাবিল, 'কি করে নেব? পাকা লেখাপড়া ক'রে নেওয়া চাই, নইলে এরা আজকে আমায় দিচ্ছে, কালকে আবার কেড়েও নিতে পারে।"

সে প্রকাশ্যে বলিল—"আপনার দয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি সামান্য কিছু জমি চাই, কিন্তু যেটা নেবো, সেটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে নিতে হবে। জমিটা কি মেপে নেওয়া যায় না? জন্ম ও মৃত্যু ত ভগবানের হাত। আপনারা খুব সাধুলোক, কিন্তু আপনাদের ছেলেরা সেটা আবার কেড়েও নিতে পারে।"

সর্দ্দার বলিলেন—"হাঁ, তুমি ঠিকই ব'লেছ। আর এ খুব সহজেই হ'তে পার্‌বে—আমি সহরে গিয়ে দলিল রেজেষ্ট্রি ক'রে দেবো।"

প্যাহোম জিজ্ঞাসা করিল—"দাম কত হবে?"

—"আমাদের চিরকালই একদাম, একদিনে হাজার টাকা।"

প্যাহোম বুঝিতে পারিল না; বলিল—"একদিন? সে কি রকম? তাতে কত একর হবে?"

—"আমরা দিন হিসাবে বিক্রী করি, পরিমাণ কত হবে বল্‌তে

পারিনে। একদিনের ভেতরে পায়ে চ'লে তুমি যত দূর গিয়ে ঘুরে আস্‌তে পার্‌বে ততখানি জমি তোমার হবে। দাম হাজার টাকা।”

প্যাহোম আশ্চর্য্য হইয়া গেল ; বলিল—“একদিনে ত অনেকটা জায়গা ঘুরে আস্‌তে পারা যায়।”

সর্দ্দার হাসিয়া বলিলেন—“বেশ ত সবই তোমার হবে। কিন্তু একটা কথা, যদি একদিনের ভেতরে যেখানে থেকে রওনা হবে ঠিক সেখানে ফিরে আস্‌তে না পার তা হ'লে তোমার টাকা মারা যাবে।”

—“আমি যে পথে চ'লে যাব তার চিহ্ন রাখ্‌ব কি ক'রে ?”

—“কেন ? যে কোন জায়গায় ইচ্ছে তুমি গিয়ে দাঁড়াবে, সেখান থেকে একখানি কোদালি নিয়ে রওনা হবে। যেখানে যেখানে চিহ্ন রাখা দরকার মনে কর্‌বে সেখানে সেখানে চিহ্ন দেবে। যেখানেই মোড় ফির্‌বে সেখানেই একটা গর্ত্ত খুঁড়বে এবং কতকগুলি ঘাসের চাপড়া গাদা ক'রে রাখ্‌বে ; এম্‌নি করে যতদূর ঘুরে আস্‌বে ততটা জায়গা তোমার হবে, কিন্তু মনে রেখো যেখান থেকে তুমি বেরুবে, সূর্য্য অস্ত যাওয়ার আগে আবার ঠিক সেখানে এসে তোমার পৌঁছনো চাই।”

প্যাহোমের ভারি আনন্দ হইল। পরদিন খুব ভোরে বাহির হওয়াই সে স্থির করিল। আর দুই একটা কথা হইতে না-হইতেই চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া আসিল। প্যাহোমকে শুইবার জন্য পাখীর পালকের খুব নরম বিছানা দেওয়া হইল। বস্কির্‌রাও সব চলিয়া গেল।

প্যাহোম পালকের বিছানায় শুইল বটে, কিন্তু তার ঘুম হইল না। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, অনেকদূর অবধি চিহ্ন দিয়ে ঘুরে আস্‌ব। একদিনে খুব সহজেই পঁয়ত্রিশ মাইল চক্কর দিতে পার্‌ব দিনগুলোও খুব লম্বা। ওঃ! কত জমিই না হবে! খারাপ জমিগুলো সব বেচে দিয়ে ভালগুলো নিজে রাখ্‌ব। গরু আর ঘোড়া কতকগুলো কিন্‌তে হবে, আর বহু লোকও খাটাতে হবে। দেড়শ' একর চাষ ক'রে ভাল ভাল ফসল জন্মাব, বাকীগুলোয় গরু-ঘোড়া চর্‌বে।"

প্যাহোম সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইল, কেবল ভোর হইবার পূর্ব্বে তার একটু তন্দ্রার মত হইল। তন্দ্রার ঘোরে সে একটি স্বপ্ন দেখিল,—সে যেন একটা তাঁবুতে শুইয়া আছে। এমন সময়ে বাহিরে একটা মানুষের উচ্চ হাসির শব্দ শুনিয়া সে যেন তাকে দেখিতে গেল। গিয়া দেখিল যে, বস্কির্‌দের সর্দ্দার হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছেন।

প্যাহোম জিজ্ঞাসা করিল—"সর্দ্দার, আপনি এত হাস্‌ছেন কেন?" কিন্তু একটু পরেই দেখিল যে, সে সর্দ্দার নয়; যে সওদাগরের সঙ্গে সেখানে আসিবার পূর্ব্বে তার দেখা হইয়াছিল, সে যেন সেই সওদাগর। যেমনি তাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি এতদিন এখানেই ছিলে?" অমনি দেখিল যে, এ সে সওদাগর নয়; তার নিজের দেশের বাড়ীতে বসিয়া যে বিদেশী কৃষকের সঙ্গে প্রথমে দেখা হইয়াছিল, এ সেই কৃষক। তারপর সে দেখিল, এ সে কৃষকও নয়, যেন একটা প্রেতমূর্ত্তি; আর তার সামনে খালি

গায়ে খালি পায়ে একটা মানুষ পড়িয়া আছে। ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, একটা মরা মানুষ—আর সেটা যেন তার নিজেরই মৃতদেহ। তার ভীষণ ভয় হইল।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভাবিল, স্বপ্নে মানুষ কি না দেখে!

তখন প্রায় ভোর হইয়াছে! সে ভাবিল, 'আমাদের বেরুবার সময় হ'য়েছে, সকলকে জাগানো দরকার।'

সে উঠিয়া তার চাকরকে উঠাইল, এবং বস্কির্‌দেরও ডাকিয়া তুলিল। তারা উঠিল, চা খাইয়া শরীর গরম করিল। তখন প্যাহোম বলিল—"সময় হ'য়েছে, যদি যেতেই হয় তবে চলুন এখনই যাই।"

—৮—

বস্কির্‌রা রওনা হইল। কেহ বা ঘোড়ায় চড়িল, কেহ বা গরুর গাড়ীতে উঠিল। প্যাহোম তার চাকরকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। যখন তারা মাঠে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিল, তখন পূবদিক লাল হইয়া উঠিয়াছে। ছোট একটা পাহাড়ের উপরে সকলে জড় হইল। সর্দ্দারও সেখানে আসিলেন এবং হাত দিয়া চারিদিকে দেখাইয়া বলিলেন—"যতদূর তোমার চোখ যায় ততদূর কেবল আমাদেরই জায়গা। তোমার ইচ্ছামত এর যে কোনও অংশ তুমি নিতে পার।"

প্যাহোম দেখিল চারিদিকে কেবল সবুজ মাঠ। তার চোখ উজ্জ্বল হইয়া

সর্দ্দার তাঁর টুপিটা খুলিয়া মাটিতে রাখিয়া বলিলেন—"এখান থেকে রওনা হবে, আবার এখানেই ফিরে আস্‌বে। যতদূর ঘুরে আস্‌তে পার্‌বে ততটা জায়গা তোমারই হবে।"

প্যাহোম টাকা বাহির করিয়া সর্দ্দারের টুপিতে রাখিল; তারপর কোটটা খুলিয়া ফেলিল, কোমরে একটা বেল্ট শক্ত করিয়া আঁটিয়া বাঁধিল, একটা ব্যাগে করিয়া কিছু রুটি আর একটা বোতলে জল লইল। তারপর চাকরের হাত থেকে কোদালিখানা লইয়া সে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। চারিদিকেই কেবল সবুজ—কেবল সবুজ, কোন্ দিকে যাইবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। শেষে স্থির করিল—'যাক, যেদিকে সূর্য্যিটা টক্‌টকে্ লাল হ'য়ে উঠ্‌ছে, সেদিকেই যাব।'

পূবদিকে মুখ করিয়া ভাবিল—'না আর সময় নষ্ট কর্‌ব না, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যতটা এগিয়ে যেতে পারি ততই ভাল।"

পাহাড় হইতে নামিয়া প্যাহোম চলিতে লাগিল; খুব জোরে চলিল না, আর খুব আস্তে আস্তেও নয়। হাজার গজ গিয়া সে একটি গর্ত্ত খুঁড়িল, দূর থেকে দেখা যেতে পারে এমন ভাবে কতকগুলি ঘাসের চাপড়া উঁচু করিয়া রাখিল; তারপর খুব জোরেই চলিতে লাগিল, কিছুদূর গিয়া আর একটা গর্ত্ত খুঁড়িল।

প্যাহোম একবার পিছন দিকে তাকাইল। সেই ছোট্ট-পাহাড়, আর লোকজন সবই সূর্য্যের আলোকে বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। সে অনুমান করিল যে, তিন মাইল আসিয়াছে।

তখন রৌদ্রের তেজ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। প্যাহোম জামা খুলিয়া কাঁধে রাখিল। রৌদ্র আরও বাড়িল। তখন খাবার সময় হইয়াছে ভাবিয়া সে কিছু খাইল। সে ভাবিল, 'মোড়

ফেরবার এখন ঢের সময় র'য়েছে, জুতা খুলে চল্‌লে অনেকটা যেতে পারবো।'

জুতা খুলিয়া চলিতে চলিতে সে ভাবিল, 'আর তিন মাইল গিয়ে বাঁ-দিকে ফিরব। এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে যাওয়া যায় না, যতই এগুচ্ছি ততই আরো ভালো জমি পড়্‌ছে।'

সে আরও খানিকক্ষণ সোজা চলিল। ফিরিয়া চাহিল, পাহাড়টা আর ভাল করিয়া দেখা যায় না। পাহাড়ের লোকগুলি কালো কালো পিঁপড়ার মত দেখাইতেছিল। সে ভাবিল, 'এদিকে খুব দূরে চলে এসেছি, এখন ফির্‌ব। বড় ঘাম হচ্ছে, ভয়ানক তেষ্টাও পেয়েছে।'

থামিয়া সে একটা গর্ত্ত খুঁড়িল, কতকগুলি ঘাসের চাপড়া স্তূপ করিয়া রাখিল; বোতলের ছিপি খুলিয়া খানিকটা জল খাইল, তারপর বাঁ-দিকে ফিরিয়া খুব জোরে চলিতে লাগিল। সেখানে ঘাসগুলিও খুব উঁচু, রৌদ্রও ভয়ানক কড়া।

প্যাহোম অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিল বেলা দুই প্রহর; ভাবিল, 'এখন বিশ্রাম করা দরকার।'

সে বসিয়া পড়িল, কিছু রুটি আর জল খাইল, কিন্তু শুইল না—পাছে ঘুমাইয়া পড়ে। খাইয়া শরীরে একটু জোর পাইল। আবার সে চলিতে আরম্ভ করিল। এবার একেবারে অসহ্য গরম, তবুও সে চলিতে লাগিল; ভাবিল, 'একদিন কষ্ট করে চিরদিন সুখে কাট্‌বে।'

সে বাঁ-দিকে বহুক্ষণ চলিল; একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া আবার বাঁ-দিকে ফিরিল। পাহাড় আর দেখা যায় না। রৌদ্রের তেজে দূরের সব ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে দেখাইতে লাগিল। সে ভাবিল,

'এ দু'দিকে বড় বেশী চ'লে এসেছি, এখন একেবারে সোজা পাহাড়ের দিকে চ'লে যা'ব।'

পশ্চিম দিকে চাহিয়া সে দেখিল সূর্য্য অর্দ্ধেক পথ নামিয়া পড়িয়াছে। সে খুব দ্রুত চলিতে লাগিল। তখন দুই মাইলও সে আসিতে পারে নাই। তাকে আরও দশ মাইল আসিতে হইবে। সে ভাবিল, 'এখন একেবারে সোজাই চল্‌ব। আরও বেশী দূরে যেতে পারতুম! থাক্ যথেষ্ট আমি পেয়েছি!'

আর একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া প্যাহোম বরাবর পাহাড় লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

—৯—

প্যাহোমের চলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। ভয়ানক গরম, সে অত্যন্ত কাবু হইয়া পড়িল। তার পা কাটিয়া চিরিয়া গিয়াছে, আর চলিতে পারে না। বিশ্রাম করিতে তার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, কিন্তু সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পোঁছানো চাই-ই। সূর্য্য কারও জন্য অপেক্ষা করে না, সে আস্তে আস্তে ডুবিয়া যাইতেছিল।

সে ভাবিল, 'হায়, হায়! খুব বেশী দূরে ঘুর্‌তে গিয়ে কি বিষম ভুল কর্‌লুম। যদি ঠিক সময়ে যেতে না পারি, কি হবে?'

একবার পাহাড়ের দিকে চাহিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিল; তখনও সে অনেক দূরে। সূর্য্য একেবারে নামিয়া পড়িয়াছে।

প্যাহোম ক্রমাগত চলিতে লাগিল। তার ভয়ানক কষ্ট হইতেছিল, তবুও প্রাণপণে চলিতে লাগিল। তখনও সে অনেক দূরে। টুপি,

কোট, জুতা, জলের বোতল সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে ছুটিতে লাগিল; কেবল কোদালিখানা সঙ্গে রাখিল, আর তার উপর মাঝে মাঝে ভর দিয়া চলিতে লাগিল।

হতাশ হওয়ায় সে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, কিন্তু আবার ছুটিতে লাগিল। ঘামে সমস্ত কাপড় গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া গেল, গলা শুকাইয়া কাঠ হইল, কামারের হাঁপরের মত তার নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল, আর হাতুড়ীর মত তার বুকের ভিতর কুটিতে লাগিল, পা-ও অবশ হইয়া আসিল। তার মরণের ভয় হইল।

কিন্তু ভয় সত্বেও সে থামিল না। ভাবিল, 'এতটা পথ চ'লে এসে যদি এখানে থামি, তা হ'লে তারা আমাকে নিতান্ত বোকা বল্‌বে।' সে আবার দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। এবার পাহাড়ের অনেকটা কাছাকাছি আসিল। তখন শুনিতে পাইল যে, বস্কির্‌রা চীৎকার করিয়া তাকে উৎসাহ দিতেছে। তার মনে একটা নূতন বল আসিল, আবার প্রাণপণ করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল।

সূর্য্য একেবারে নামিয়া পড়িয়াছে, রক্তের মত লাল, জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। প্যাহোমও তার নির্দ্দিষ্ট স্থানের একেবারে কাছে আসিয়াছে। পাহাড়ের উপরের লোকদের বেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সে সেই টুপিও দেখিতে পাইল। সে সর্দ্দারও সেখানে বসিয়া আছেন। স্বপ্নে সে তাঁকে যে রকম দেখিয়াছিল ঠিক সেই রকম দেখিল। স্বপ্ন তার মনে পড়িল; ভাবিল, 'জমি যথেষ্ট হ'য়েছে বটে, কিন্তু ভোগ কর্‌বার জন্যে ভগবান্‌ আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বেন কি? উঃ! আমার প্রাণ যে যায়! মারা গেলুম, আমি কখনও ওখানে পৌঁছতে পার্‌ব না!'

প্যাহোম চাহিয়া দেখিল যে, সূর্য্য পৃথিবীর গায়ে আসিয়া

ঠেকিয়াছে, অর্দ্ধেকটা ডুবিয়া গিয়াছে। প্রাণপণ শক্তিতে সে আর একবার দৌড়িল, মাথাটা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, পা যেন ঠিক মাথার সঙ্গে সঙ্গে আর যাইতে পারিতেছে না। সে যেমনি পাহাড়ের গোড়ায় আসিল, দেখিল—হঠাৎ সব অন্ধকার; চাহিয়া দেখিল সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। তার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে মনে করিয়া সে একটা ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু বস্কির্‌রা তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র যাইবার জন্য চীৎকার করিয়া বলিতেছে শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল যে তখনও পাহাড়ের উপর হইতে সূর্য্য দেখা যাইতেছে। আর একবার দম লইয়া সে পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। পাহাড়ে উঠিয়া টুপি আর টাকাও দেখিতে পাইল। টুপির সাম্‌নেই বস্কির্‌দের সর্দ্দার বসিয়া আছেন—আর হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছেন। স্বপ্নের কথা আবার প্যাহোমের মনে পড়িল, সে চেঁচাইয়া উঠিল। পা তার একেবারে অবশ,—সে লম্বা হইয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া টুপি স্পর্শ করিল। সর্দ্দার চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"সাবাস্! সাবাস্! ঢের জমি পেয়েছ।"

প্যাহোমের চাকর ছুটিয়া আসিল এবং তাকে তুলিতে গেল, কিন্তু আর তুলিতে পারিল না। প্যাহোমের মুখ দিয়া তখন গল্‌গল্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে, সে মরিয়া গিয়াছে।

বস্কির্‌রা সকলেই জিভ্ কাটিল।

প্যাহোমের চাকর কোদালি দিয়া ছয় ফুট লম্বা একটি কবর খুঁড়িয়া তাতে প্যাহোমকে সমাহিত করিল।

প্যাহোমের শুধু এইটুকু জমিরই দরকার ছিল।

কৃষক

ইলিয়াস্ নামে একজন কৃষক ছিল। বিবাহ হইবার কয়েক বৎসর পরেই তার পিতার মৃত্যু হইল। পিতা টাকা-পয়সা বেশী কিছুই দিয়া যাইতে পারিল না। ইলিয়াসের সম্পত্তির মধ্যে তখন কেবল সাতটা ঘোড়া, তুইটি গরু আর প্রায় এককুড়ি ভেড়া। সব কাজই সে খুব ভাল করিয়া করিতে পারিত, কাজেই খুব অল্পদিনের মধ্যেই সে ভেড়া, গরু আরও কিছু কিনিল। তার স্ত্রী আর সে সকলের শেষে ঘুমাইত, কিন্তু সকলের আগে উঠিত, আর ভোর হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিত। কাজে কাজেই প্রত্যেক বৎসরই তার আয় বাড়িতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তার প্রচুর সম্পত্তি হইল। দেশের সর্ব্বত্রই খুব ধনী লোক বলিয়া সে পরিচিত হইল। পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে তার তুইশত ঘোড়া, দেড়শত গরু ও বারশত ভেড়া হইল। ঘোড়া প্রভৃতি চরাইবার নিমিত্ত সে লোক নিযুক্ত করিল। গোয়ালার মেয়েরা আসিয়া গরু ও ঘুড়ীগুলির তুধ তুইত। মাখন, পনির ত প্রস্তুত হইতই আর ঘুড়ীর তুধ দিয়া কিউমিস্ তৈয়ারী করিত। ইলিয়াসের কোনও জিনিষেরই অভাব রহিল না ; সেখানকার সকলেরই একটু হিংসা হইল। তারা ভাবিত, 'ইলিয়াস্ খুব ভাগ্য-বন্ত, ওর সকলই প্রচুর পরিমাণ আছে। এই সংসারটা ওর কাছে ভারি সুখের।'

অনেক সম্ভ্রান্ত লোকও তার সঙ্গে পরিচিত হইতে আসিত।

বহু দূরদেশ হইতেও অনেক লোক আসিত। ইলিয়াস্ সকলকেই খুব খাতির-যত্ন করিত, তাদের খুব ভাল ভাল খাবার দিত। যেই আসুক না কেন, ভেড়ার মাংস, সরবৎ, চা, আর ক্উিমিস্ সব সময়েই প্রস্তুত থাকিত। লোকজন আসিলে দুই-একটা ভেড়া কাটা হইত, আর বেশী লোক হইলে এমন কি ঘুড়ী পর্য্যন্ত মারা হইত।

ইলিয়াসের দুই ছেলে ও একটি মেয়ে; তাদের সকলেরই বিবাহ হইয়াছে। ইলিয়াস যখন গরীব ছিল তখন ছেলেরা তার সঙ্গে কাজ করিত—গরু, ঘোড়া ও ভেড়া নিজেরাই চরাইত; কিন্তু যখন তার অবস্থা ফিরিল ছেলেরাও বিগড়াইয়া গেল—এমন কি এক ছেলে মদ খাইতে আরম্ভ করিল। বড় ছেলে ঝগড়া করিয়া, মারামারি করিতে গিয়া খুন হইল। ছোট ছেলের স্ত্রী ছিল খুব একগুঁয়ে; সে শ্বশুরের কোন কথাই শুনিত না। ক্রমে ক্রমে এমন হইতে লাগিল যে, আর একত্র বাস করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

তাহারা পৃথক্ হইল। ইলিয়াস্ ছেলেকে একটা বাড়ী ও কতকগুলি গরু, ও ভেড়া দিল। কাজেই ইলিয়াসের আয়ও অনেকটা কমিয়া গেল। অল্পকাল পরেই আবার মেষপালের ভিতরে সংক্রামক রোগ দেখা দিল, পালে পালে মেষ মরিতে লাগিল। সে বৎসর মাঠে শস্যও হইল না, ভাল ফসল জন্মাইল না। শীতকালে অনেক গরু এবং ঘোড়াও মারা গেল। তার পরে দেশের জমিদার তার একপাল ঘোড়া আটক করিল; সুতরাং ইলিয়াসের সম্পত্তি আগের চেয়ে অনেক কমিয়া গেল। তার আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। তার বয়স তখন সত্তর বৎসর। দেহের বলও দিন দিন ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইল। ব্যয় না কমিয়া আয় কম হওয়ায় শেষে তাকে ঘরের জিনিষ পত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইল।

অবশেষে যে কয়টি গরু ও ঘোড়া ছিল, তাও সে বেচিয়া ফেলিল—কিছুই আর রহিল না। চারিদিকে অভাব, কেবল অভাব। সে নিজে খুব বৃদ্ধ হইয়াছে। আর তার স্ত্রী লুসীও তখন বৃদ্ধা। এই বয়সে তাদের চাকুরীর চেষ্টায় বাহির হইতে হইল। তাদের ছেলে তখন বাড়ী ছিল না, সেও অনেক দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে। মেয়েটিও বহু পূর্ব্বে মারা গিয়াছে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে সাহায্য করিবার আর কেহই ছিল না।

মহম্মদ সা তাদের প্রতিবেশী। ইলিয়াসের উপর তার খুব দয়া হইল। মহম্মদের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়, মন্দও নয়। বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দেই সে ছিল, লোকও খুব ভাল। সে ইলিয়াস্‌কে বলিল—

“ইলিয়াস্, তুমি এসো, তোমার স্ত্রী আর তুমি আমার বাড়ীতেই থাক্‌বে। গরমী কালে যতটুকুন্ পার আমার তরমুজের ক্ষেতে কাজ কর্‌বে, আর শীতকালে গরু-ভেড়াগুলো চরাবে। তোমার স্ত্রী ঘুড়ীগুলোর দুধ দুইবে আর কিউমিস্ তৈরী কর্‌বে। তোমরা দু’জনেই আমার এখানে থাক্‌বে, খাবে। কাপড়-চোপড় যা লাগে আমি দেবো। যদি আরও কিছু কখনও দরকার হয়, আমাকে বল্‌বে, আমিই তোমাদের দেবো।”

ইলিয়াস্ তাকে ধন্যবাদ দিল। সে আর তার স্ত্রী মহম্মদ সা’র কাজ করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম তাদের খুব কষ্ট হইত বটে, কিন্তু শেষে অভ্যাস হইয়া গেল। যতদূর পারিত তারা কাজ করিত।

মহম্মদ সা দেখিল যে, এরকম লোক রাখায় খুব লাভ। তারা একদিন অনেক লোক রাখিয়া খাটাইয়াছে, কাজেই কি রকমে ভাল করিয়া কাজ করিতে হয় তারা জানিত। কখনও তারা ফাঁকি দিত

না। একদিন তারা খুব বড়লোক ছিল, আর আজ এত খাটো হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া মাঝে মাঝে মহম্মদ সা'রও মনে ঘা লাগিত।

একদিন অনেক দূরদেশ হইতে মহম্মদ সা'র কয়েকজন আত্মীয় আসিল। তাদের সঙ্গে একজন মোল্লাও আসিয়াছিলেন। ইলিয়াস্ তাদের ভেড়ার মাংস রাঁধিয়া দিল। অতিথি সকলেই তা খাইল, তারপরে চা খাইয়া পিয়ালাতে করিয়া কিউমিস্ খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে সকলেই নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল; এমন সময় ইলিয়াস্ সে ঘরের কাজ শেষ করিয়া বাহির হইয়া গেল। তাকে যাইতে দেখিয়া মহম্মদ সা একজন অতিথিকে বলিল—"এই মাত্র যে বুড়ো লোকটি চ'লে গেল তাকে লক্ষ্য করলে কি?"

অতিথি কহিল—"হ্যাঁ; কেন বলত?"

মহম্মদ সা বলিল—"একদিন সে আমাদের সকলের চেয়ে বড়লোক ছিল। ওর নাম ইলিয়াস্, তুমি হয়ত ওর নাম শুনে থাক্‌বে।"

—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওর নাম শুনেছি। আমি পূর্ব্বে কখনও একে দেখে নি। এর নাম ত চারদিকে খুব ছড়িয়ে পড়েছিল।"

মহম্মদ সা বলিল—"এখন ওর আর কিছুই নেই। আমার চাকর হ'য়ে এখানে রয়েছে। ওর বুড়ো স্ত্রীও এখানে; সে দুধ দুয়ে দেয়।"

সেই অতিথি ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্য হইল; জিভ কাটিয়া ও মাথা নাড়িয়া বলিল—"সুখ-দুঃখ চাকার মত ঘোরে। কাউকে বা ওপরে তোলে, আবার কাউকে নীচে নামিয়ে দেয়। বুড়োর কিছু নেই ব'লে কি খুব দুঃখ কর্‌ছে?"

—"তা কে জানে। সে আছে খুব শান্তিতে, কাজকর্ম্মও কর্‌ছে খুব ভাল।"

অতিথি বলিল—"আমি ওর সঙ্গে কথা কইতে পারি কি ? ওর জীবন সম্বন্ধে দুই-একটি কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

মহম্মদ সা বলিল—"কেন পারবে না ?" তারপর ভিতর হইতে সে ইলিয়াস্‌কে ডাকিল—"ঠাকুরদা—ও ঠাকুরদা, একবার ভিতরে এসো, আমাদের সঙ্গে এক পেয়ালা কিউমিস্ খাও, আর তোমার স্ত্রীকেও ডেকে নিয়ে এসো।"

ইলিয়াস্ তার স্ত্রীকে লইয়া ভিতরে আসিল, অতিথি ও তার মনিবকে নমস্কার করিল ; তারপর ভগবানের নাম লইয়া দরজার কাছে গিয়া বসিল। তার স্ত্রী সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং একটা পরদার আড়ালে তার কর্ত্রীর কাছে গিয়া বসিল।

এক পেয়ালা কিউমিস্ ইলিয়াস্‌কে দেওয়া হইল। সকলকে ধন্যবাদ দিয়া ও সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া কিছু পান করিয়া সে পেয়ালা রাখিয়া দিল।

যে ভদ্রলোকটি তার সহিত কথা কহিতে চাহিয়াছিল, সে বলিল "আচ্ছা ঠাকুরদা, আমার মনে হয় যে, আমাদের দেখে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। নিশ্চয়ই তোমার সেই সুখের দিন আর আজকের দুঃখের দিন মনে পড়্‌ছে, নয় ?"

ইলিয়াস্ আজ একটু হাসিয়া বলিল—"সুখটাই বা কি, আর দুঃখই বা কি, যদি আমি আপনাদের বলি, বোধহয় আপনারা আমায় বিশ্বাস করবেন না। আপনি বরং আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন। তার মনে যা মুখেও তা। সে আপনাদের সব কথা বল্‌বে।"

ভদ্রলোকটি পরদার দিকে ফিরিয়া বলিল—"দিদিমা, বল দেখি, সেই সুখের দিন মনে ক'রে আজ তোমাদের কষ্ট হচ্ছে কি না ?"

লুসী পরদার আড়াল হইতে বলিতে লাগিল—"আমি এ সম্বন্ধে যা ভেবেছি তা এই—আমার বুড়ো স্বামী আর আমি পঞ্চাশ বছর ধ'রে সুখ খুঁজে বেড়িয়েছি ; কিন্তু সুখ কি তা জান্‌তে পারি নি। যেদিন আমাদের টাকা-পয়সা জিনিষ পত্তর সব গেল, এখানে এসে কাজ করতে লাগ্‌লুম, সেই দিন থেকে এই দু'বছর সুখ কি তা জান্‌তে পেরেছি। যে ভাবে আমরা আছি, তার চেয়ে ভাল ভাবে থাক্‌তে আর আমরা চাই নে।"

ভদ্রলোকেরা সকলেই আশ্চর্য্য হইল, বাড়ীর কর্ত্তাও অবাক্ হইল ; বুড়ো স্ত্রীলোকটির মুখ দেখিবার জন্য সেই পর্‌দা টানিয়া তুলিল। দেখা গেল, সে দুই হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর ইলিয়াসের দিকে চাহিয়া অল্প অল্প হাসিতেছে ; ইলিয়াস্‌ও তার পিছনে হাসিতেছে।

লুসী আবার বলিতে লাগিল—"আমি সত্যি কথাই বল্‌ছি ; ঠাট্টা ক'রে কোন কথা আমি বলিনে। পঞ্চাশ বছর সুখ খুঁজেছি, কিন্তু যতদিন টাকা-পয়সা যথেষ্ট ছিল, ততদিন পাই নি। আজ হাত শূন্য, দুবেলা খেটে খাচ্ছি ; এর চেয়ে সুখ কখনও চাই নে।"

সেই ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিল—"সুখ কিসে ?"

"কিসে ? এতেই সুখ। যখন আমরা খুব বড়লোক ছিলুম এত বিষয় ভাব্‌তে হ'ত যে, আমাদের কথা কইবার সময় হ'ত না ; ভগবানের নাম নেওয়ার পর্য্যন্ত সময় হয়ে উঠ্‌ত না। তখন আমাদের বাড়ীতে অনেক লোকজন আস্‌ত, তাদের কি রকম খাবার দিতে হবে, কি রকম জিনিষ-পত্তর দিতে হবে, তা ভাব্‌তে হ'ত। ভয় হ'ত তারা আমাদের পাছে নিন্দে করে। যখন তারা চ'লে যেত, আমাদের কুলী-মজুরদের দেখ্‌তে হ'ত। তারা ফাঁকি দিতে

চেষ্টা কর্‌ত, আর ভাল ভাল খাবারের চেষ্টায় থাকৃত। আমরাও তাদের কাছ থেকে বেশী বেশী কাজ আদায় কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তুম—কাজেই আমরা পাপ কর্‌তুম। কেবল এই নয়—আমাদের ভয় হ'ত পাছে বাঘ এসে গরু-ভেড়া মেরে ফেলে, কিংবা ঘোড়া চুরি হয়। সমস্ত রাত্তির আমাদের ভাল ঘুম হ'ত না। মাঝে মাঝে উঠে দেখ্‌তুম সব ঠিকঠাক্ আছে কিনা! একটা গুছিয়ে রেখে এলুম, আবার আর একটায় গোল বেধে গেল। এগুলোর আবার খোরাকীর চিন্তা করতে হ'ত। তা ছাড়া আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই ঝগড়া হ'ত। সে বল্‌ত, 'আমি এটা কর্‌ব', আমি বল্‌তুম 'না'। এতেও আমাদের পাপ হ'ত। এই রকম একটা গোলযোগের পর আর একটা গোলযোগ, পাপের পর পাপ ক'রে ক'রে সুখ কি তা আর জান্‌তে পারি নি।"

—"আচ্ছা, এখন ?"

—"এখন আমার স্বামী আর আমি খুব ভোরে উঠি, কত সোহাগের কথা কই, কিছুর জন্যে ঝগড়াও কর্‌তে হয় না, কাজেই বেশ শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি। মনিবের কাজগুলো ভাল ক'রে করা ছাড়া আমাদের আর কোনও ভাবনা নেই। যতটা আমাদের শক্তিতে কুলোয় ততটাই কাজ করি, আর লক্ষ্য রাখি যেন আমাদের দ্বারা তার লোকসান না হ'য়ে লাভই হয়। এখন খাওয়ার জন্যে আমি খাবারটা তৈরীই পাই, কিউমিস্‌ও খেতে পাই। ঠাণ্ডার সময়ে আগুন পোয়াতে পাই, গরম পোষাকও আছে। কথা কইবার ঢের সময় এখন র'য়েছে; আর পরকালের চিন্তা কর্‌তে পারি, ভগবানের নামও নিতে পার্‌ছি। পঞ্চাশ বছর সুখ খুঁজে খুঁজে এই শেষ-জীবনেই সুখ পেলুম।"

উপস্থিত ভদ্রলোক হাসিল।

ইলিয়াস্ বলিল—"হাসবেন না, বন্ধুগণ! এটা হেসে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়; এটা জীবনের একটা মহাসত্য। প্রথমে আমরা বুঝ্‌তে পারি নি, সব হারিয়েছিলুম ব'লে কেঁদেছি; কিন্তু ভগবান আমাদের এখন সত্যের আলোক দেখিয়েছেন! কেবল নিজেদের সান্ত্বনার জন্যই আমরা এটা বল্‌ছিনে, আপনাদের মঙ্গলের জন্যই বল্‌ছি।"

মোল্লা বলিলেন—"কথাগুলো খুবই জ্ঞানপূর্ণ। ইলিয়াস্ খাঁটি সত্যি কথাই ব'লেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও ঠিক এই কথাই লেখা আছে।"

তারা সকলেই হাসি বন্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

তীর্থযাত্রী

—১—

এফিম্ ও এলিসা দুই বৃদ্ধ কৃষক একবার তীর্থভ্রমণ করিতে মনস্থ করিল। এফিমের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল; এলিসার তত ভাল নয়।

এফিম্ খুব গম্ভীর ও সবল পুরুষ! তার জীবনে সে কখনও মদ খায় নাই, তামাক খায় নাই, এমন কি এক টিপ্ নস্য পর্য্যন্ত লেয় নাই; খারাপ কথা সে কোন দিন মুখেও আনে নাই। তার পল্লীগ্রামে তার পদমর্য্যাদা অত্যন্ত বেশী। তার প্রকাণ্ড সংসার; দুইটি ছেলে আর বিবাহিত পৌত্র—সকলেই তার সঙ্গে থাকিত। এফিম্ বৃদ্ধ হইলেও তার স্বাস্থ্য খুব ভাল, তার দেহ অত্যন্ত সবল ও সুদীর্ঘ। ষাট বৎসর পর্য্যন্ত তার চুলে পাক ধরে নাই।

এলিসার অবস্থা তত ভাল না হইলেও সে গরীব নয়। সে পূর্ব্বে সূত্রধরের কাজ করিত, শেষে বৃদ্ধ হইয়া বাড়ীতেই থাকিত। তার এক ছেলে কাজের খোঁজে বাহির হইয়াছিল, অপরটি বাড়ীতেই তার সঙ্গে থাকিত।

এলিসা খুব দয়ালু, সে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিত। অবশ্য সে মাঝে মাঝে মদ খাইত এবং নস্যও গ্রহণ করিত; আর গান-বাজনায়ও তার সখ ছিল। সে অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিল বলিয়াই তার পরিবারস্থ সকল লোক এবং প্রতিবেশী সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব ছিল। সে দেখিতে বেঁটে, তার রং কাল, ঋষির মত তার শ্মশ্রু, কেশহীন মস্তক।

দুই বৃদ্ধ বহু পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, তারা একত্র জেরুজালেমে তীর্থভ্রমণে বাহির হইবে, কিন্তু এফিলের এত কাজের ভীড় ছিল যে, তার কখনও সময় হয় নাই। একটা কাজ শেষ হইয়া গেলেই সে আর একটা আরম্ভ করিত। প্রথমত তাকে তার পৌত্রের বিবাহের জোগাড় করিতে হইল, তারপর তার কনিষ্ঠ পুত্রের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবার প্রতীক্ষায় সে রহিল। পুত্র ফিরিয়া আসিলে সে একটা নূতন কুঁড়েঘর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল।

এক ছুটির দিনে দুই বৃদ্ধ কুঁড়েঘরের বাহিরে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া পরস্পর গল্প করিতে লাগিল।

এলিসা বলিল—"আচ্ছা, আমাদের সেই প্রতিজ্ঞা কবে পূরণ কর্‌ব ?"

এফিম্‌ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—"আমাদের অপেক্ষা কর্‌তে হবে। এবার আমার বড্ড টানাটানি। এ ঘরখানা তৈরী কর্‌তে আরম্ভ ক'রে মনে কর্‌লুম যে একশো টাকার কিছু বেশী হলেই হবে ; কিন্তু এরই মধ্যে তিনশো টাকা খরচা হ'য়ে গেছে, তবুও ঘরের কাজ শেষ হয় নি। আস্‌ছে গ্রীষ্মকাল অবধি আমাদের দেরী করতে হবে ; ভগবানের ইচ্ছে হলে তখন নিশ্চয় যাব।"

এলিসা বলিল—"আমার মনে হয় আমাদের যাওয়া বন্ধ রাখা উচিত নয়, আমাদের এখনই যাওয়া উচিত। বসন্ত কালটাই সব চাইতে ভাল সময়।"

—"হাঁ, সময় ভাল বটে, কিন্তু আমার ঘরের কি কর্‌ব ? সেটা তৈরী না ক'রে যাব কি করে ?"

—"কেন ? তোমার বুঝি কারও ওপরে ভার দিয়ে যাবার জো নেই ! তোমার ছেলে এ ভার খুব নিতে পারে।"

—"কি রকম ? আমার বড় ছেলেকে আমি বিশ্বাস করিনে, সে কখনও কখনও খুব বেশী মদ খায়।"

—"দেখ ভাই, আমরা ম'রে গেলে আমাদের ছাড়াও কাজ চল্‌তে পারে। আর তোমার ছেলের এখন থেকেই এ সব বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান হওয়া আবশ্যক।"

"সেটা খুবই ঠিক। কিন্তু যে একটা কাজ আরম্ভ করে, সে সেটাকে সম্পূর্ণ দেখ্‌তে চায়। সেটাকে শেষ না ক'রে সে যেতে পারে না।"

—"তা হ'লে ভাই আমাদের এত কাজ র'য়েছে যে, সেগুলো সব শেষ ক'রে যাওয়া অসম্ভব। সেদিন মেয়েছেলেরা কাপড় কাচ্‌ছিল, ইষ্টারের জন্য বাড়ী-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্‌ছিল। এখানে এটা, সেখানে সেটা ক'রে ক'রে তারা সব কাজ ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারে নি। তাই আমার বড়-বৌমা বল্‌ছিল, 'ভগবানের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে, এই সব ছুটির দিন আমাদের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই চলে আসে ; আমরা যতই কঠিন পরিশ্রম করি না কেন, এর জন্যে পূর্ব্বেই আমাদের প্রস্তুত হ'য়ে থাকা উচিত।' আমার বৌমা কথাটা ব'লেছে ঠিক। সে খুব বুদ্ধিমতী।"

এফিম্ চিন্তা করিতে লাগিল। সে বলিল—"ঘরটা তৈরী কর্‌বার জন্যে কতকগুলো টাকা ব্যয় হ'য়ে গেল। শুধুহাতে ত সেখানে যাওয়া হয় না। আমাদের অন্ততঃ একশো টাকা চাই-ই। একশো টাকা ত একেবারে সোজা কথা নয়।"

এলিসা হাসিয়া বলিল—"একবার বন্ধু পথে এসো, আমার চাইতে তোমার দশগুণ টাকা বেশী আছে, তবুও তুমি কেবল, টাকার কথাই বল। বল কবে আমরা রওনা হ'ব, আমার হাতে যদিও এখন কিছু নেই, কিন্তু তখন আমার যথেষ্ট টাকা জোগাড় হবে। না হয় আধ কুড়ি মৌচাক আমার প্রতিবেশীকে বিক্রী করব। সে অনেকদিন থেকেই সেগুলো কিন্‌তে চেয়েছে।"

—"যদি মৌচাকে মৌমাছির ঝাঁক এসে পড়ে তোমার যথেষ্ট মধু হবে। তখন তোমাকে ভাই, পস্তাতে হবে।"

—"পস্তাতে হবে না ভাই! শুধু পাপকার্য্য ভিন্ন আমি অন্য কোন কাজের জন্য আমার জীবনে দুঃখিত হই নি। আত্মার চেয়ে বেশী মূল্যবান্ জিনিষ আর কিছুই নেই।"

—"তা ঠিক বটে। তবুও বাড়ীর জিনিষগুলো এমনি তুচ্ছ করা উচিত নয়।

—"কিন্তু যদি আত্মাকে তুচ্ছ করি, সে ত আরও খারাপ। প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, চল যাই। সত্যি সত্যিই বল্‌ছি—চল এবারই যাই।"

এলিসা তার বন্ধুকে সম্মত করাইল। বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া পরের দিন ভোরবেলা এফিম্ এলিসার কাছে আসিয়া বলিল—"তুমি ঠিক ব'লেছ, চল যাই। কখন কি হয় বলা যায় না ত। জীবন ও মৃত্যু ভগবানের হাতে। শক্তি থাক্‌তেই আমাদের যাওয়া উচিত, এবারেই আমরা যাব।"

এক সপ্তাহ পরে দুই বৃদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এফিমের যথেষ্ট টাকা ছিল। সে নিজের একশত টাকা লইল ও তার স্ত্রীর হাতে দুইশত টাকা রাখিল।

এলিসাও প্রস্তুত হইল। সে দশটা মৌমাছির চাক তার প্রতিবেশীকে বিক্রী করিল। গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত যত মৌমাছি তাতে আসিয়া মধু সংগ্রহ করিবে তা তার প্রতিবেশী পাইবে। চাক বিক্রী করিয়া সে সত্তর টাকা পাইল। একশতের বাকী টাকা সে বাড়ীর অন্যান্য লোকের টাকা নিয়া পূরণ করিল। তার স্ত্রীর যে কয়েকটি টাকা ছিল তা সে স্বামীকে দিল। পুত্রবধূ যা জমাইতে পারিয়াছিল তাও সে দিল।

এফিম্ তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল কাজই বুঝাইয়া দিল। কখন কত ঘাস কাটিতে হইবে, জমিতে সার দিতে হইবে, এবং কি ভাবে সেই কুঁড়েঘরখানিকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে ইত্যাদি সকল কাজের উপদেশ দিল। এদিকে এলিসা তার স্ত্রীকে শুধু বলিল, সে যেন তার প্রতিবেশীর সঙ্গে মধু লইয়া কোন অন্যায় আচরণ না করে। তার প্রতিবেশী যা পাইতে পারে তাই যেন সে পায়, তাকে যেন ঠকান না হয়। সংসারের কোন কথাই সে উল্লেখ করিল না; সে শুধু বলিল—"প্রয়োজন অনুসারে কোন্‌টা কি কর্‌তে হবে তোমরাই বুঝেশুঝে কর্‌বে এখন।"

দুই বৃদ্ধ প্রস্তুত হইল। গ্রামের লোকেরা পথে খাইবার পিঠা ও পায়ে জড়াইবার জন্য বনাতের কাপড় ইত্যাদি সব প্রস্তুত করিয়া দিল। তারা নূতন নূতন জুতা পরিয়া রওনা হইল। তাদের পরিবারস্থ সকলেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত গেল। তারপর তারা বিদায় গ্রহণ করিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইল।

এলিসা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল। গ্রামের বাহির হইবামাত্রই সে বাড়ীর সকল কথা ভুলিয়া গেল। এলিসা কেবল ভাবিতেছিল, সে কি করিয়া তার বন্ধুকে খুশী রাখিবে; কাকে কোন রকম কর্কশ কথা কহিবে না, কি রকমে তারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে এবং সেখান থেকে শান্তি এবং ভালবাসা লইয়া আবার বাড়ীতে আসিবে। রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে সময়ে সময়ে সে যে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছিল, কখনও বা কোন ঋষি-চরিত্র স্মরণ করিতেছিল। রাস্তায় যখন কারও সহিত তার দেখা হইত, কিংবা রাত্রিতে বিশ্রাম করিবার জন্য কোথাও থাকিত, সে সরল সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলকে তুষ্ট করিত, কারও সহিত বা ধর্ম্মের কথা বলিত। এইরূপে অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে সে চলিতে লাগিল। সে কেবল একটা জিনিষ ত্যাগ করিতে পারিল না,—সেটা নস্য। সে প্রায়ই নস্য গ্রহণ করিত। যদিও সে নস্যের কৌটা ফেলিয়া আসিয়া বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছিল, তথাপি রাস্তায় লোকদের কাছে সে নস্য লইত। মাঝে মাঝে এক এক টিপ্ নস্য লইত, আর একটু পিছনে পড়িত।

এফিম্‌ও খুব জোরে চলিতে লাগিল। সেও কারও অনিষ্ট করে নাই কিংবা বাজে কথা বলে নাই; কিন্তু এলিসার মত তার মন তত হাল্‌কা ছিল না। তার মনে কেবল সাংসারিক ব্যাপারের কথা উঠিতেছিল। তার ছেলেকে এটা কিংবা সেটা বলা হয় নাই কি? সে ঠিক করিয়া সব কাজ করিতে পারিবে কি? রাস্তায় চলিতে চলিতে সে যদি দেখিতে পাইত যে, আলু রোপণ করা হইতেছে, কিংবা গাড়ী করিয়া জমির সার আনা হইতেছে, তখনই সে থমকাইয়া দাঁড়াইত এবং ভাবিত,—সে যে রকম করিয়া বলিয়া আসিয়াছে

তার ছেলে সে রকম করিয়া এসব কাজ করিতেছে কিনা! এই রকম ভাবিতে ভাবিতে তার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইত যে, সে ফিরিয়া গিয়া ছেলেকে এসব কাজ দেখাইয়া দেয় অথবা নিজেই সেগুলি করে।

—৩—

পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া দুই বৃদ্ধ ক্রমাগত চলিতেছিল। তাদের বাড়ীতে তৈরী জুতা ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় ছোট-রুশিয়াতে (রুশিয়ার দক্ষিণ ভাগ) পৌঁছিয়া তারা নূতন জুতা কিনিল। বাড়ী ত্যাগ করিবার পরে যখন তারা ছোট-রুশিয়ায় আসিয়া পৌঁছিল, সেখানে সকল লোকই তাদের যত্ন করিয়া খাওয়াইতে লাগিল। এমন কি তারা নিজেদের ভিতরে ঝগড়াও করিত—কে ঐ আগন্তুকদিগকে স্থান দিবে। সকলেই আপনার ঘরে স্থান দিতে চাহিত—খাওয়াইতে চাহিত।

তারা আদর-যত্ন করিত, কিন্তু অতিথিদের নিকট এক পয়সাও লইত না। তা ছাড়া তাদের যাইবার সময় পথে খাইবার জন্য তাদের ব্যাগের ভিতর রুটি, এমন কি ভাল ভাল কেক পর্য্যন্ত পুরিয়া দিত।

এইরূপে বিনা খরচে তারা ছোট-রুশিয়ার প্রায় পাঁচশত মাইল পথ অতিক্রম করিল। ছোট-রুশিয়া পার হইয়া তারা আর একটা প্রদেশে আসিয়া পড়িল। এই প্রদেশের একটা জেলায় সেবারে একেবারে ফসল হয় নাই। সে দেশের কৃষকেরা তবুও তাদের

থাকিবার জন্য কিছুই লইল না ; কিন্তু বিনা খরচায় তাহাদিগকে খাওয়াইতে পারিল না। কখনও কখনও তারা রুটি পাইত না, অতিরিক্ত দাম দিয়া তাদের রুটি সংগ্রহ করিত হইত ; শেষে এমন হইল যে, রুটি আর পাওয়া যাইত না। দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। ধনী লোকেরা নিঃস্ব হইয়া পড়িল। এক বৎসর শস্য না হওয়ায় গরীব লোকদের আর কোন সংস্থান রহিল না। বড় লোকেরা নিজেদের সব ভাল ভাল জিনিষ-পত্র বিক্রয় করিতে লাগিল। মধ্যবিত্ত লোকদের বাড়ী-ঘর সব গেল, আর গরীবেরা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল। তাদের শত শত লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। শীতকালে তুষ, ভূষি ইত্যাদি খাইয়া তারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল।

একদিন দুই বৃদ্ধ একটা ক্ষুদ্র গ্রামে রাত্রিযাপন করিবার জন্য রহিল : তারা অতি কষ্টে পনেরো পাউণ্ড দিয়া রুটি কিনিল। দিনের উত্তাপে পথ চলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইবে জানিয়া ভোরেই তারা চলিতে আরম্ভ করিল। প্রায় আট মাইল পথ চলিবার পর ছোট একটা নদীর ধারে তারা বিশ্রাম করিতে বসিল ; তার পর একটা পাত্রে জল লইয়া তাতে কতকটা রুটি ভিজাইয়া খাইল। খাওয়ার পরে পায়ে জড়ান বনাত খুলিয়া ফেলিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিল। এলিসা তার নস্যের কৌটা বাহির করিল। এফিম্ তার দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—"এ কি রকম ? তুমি এই নোংরা অভ্যেসটা কিছুতেই ত্যাগ করতে পার না ?"

এলিসা হাত নাড়িয়া বলিল—"আমার চেয়ে এই অভ্যেসটার শক্তি অনেক বেশী।"

একটু পরেই তারা উঠিল, আবার চলিতে লাগিল। রৌদ্রের

তেজ তখন অত্যন্ত প্রখর। এলিসাও অত্যন্ত ক্লান্ত। সে একটু বিশ্রাম করিয়া জলপান করিতে চাহিল; কিন্তু এফিম্ থামিল না। শরীরের শক্তি এলিসার চেয়ে এফিমের বেশী ছিল, কাজেই সে বেশী চলিতেও পারিত। এফিমের সঙ্গে একত্র চলা এলিসার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

এলিসা বলিল—"আমি যদি শুধু একবারটি জল খেতে পেতুম—"

এফিম্ বলিল—"আচ্ছা, তুমি জল খাও, আমার দরকার নেই।"

এলিসা থামিল; বলিল—"তুমি চল্‌তে থাক। ঐ যে একটা কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে, আমিও ওখানে এখুনি ছুটে যাব। এক মুহূর্ত্তের ভিতরেই ফিরে এসে তোমাকে ধর্‌ব এখন।"

"আচ্ছা বেশ" বলিয়া এফিম বড় রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল, এলিসা সেই কুটীরের দিকে গেল।

কুটীরখানি খুব ছোট, মাটির তৈয়ারি। নীচেকার দিক্‌টায় কালো রং, উপরের দিকে খানিকটা চূণকাম করা। বহু পূর্ব্বে প্রস্তুত সেই মাটির দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কতকাল পূর্ব্বে বিলাতী মাটির একটা পোঁচ দেওয়া হইয়াছিল। একদিকের খানিকটা চাল উড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীটার সাম্‌নে একটা ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। তার উপর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। এলিসা উঠানে গিয়া দেখিল যে, ঘরের চারিদিকে যে ধারি আছে তারই একপার্শ্বে একজন দীর্ঘ, শ্মশ্রুহীন লোক শুইয়া পড়িয়া আছে। সে নিশ্চয়ই প্রথমে ছায়ায় শুইয়াছিল, কিন্তু মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত রৌদ্র আসিয়া তার উপর পড়িয়াছে। লোকটি ঘুমায় নাই, জাগিয়া থাকিয়াও ঘুমন্তের মতই

সে পড়িয়া ছিল। এলিসা তাকে ডাকিয়া একটু জল চাহিল, কিন্তু কোনও জবাব পাইল না।

এলিসা মনে করিল, 'এ হয়ত পীড়িত কিংবা ভাল লোক নয়।' দরজার কাছে গিয়া শুনিতে পাইল যে, একটি শিশু কাঁদিতেছে। দরজায় একটা ছোট ঘা দিল ও কড়া ধরিয়া শব্দ করিতে লাগিল।

সে ডাকিয়া বলিল "কর্ত্তা।" কোনও জবাব পাইল না। তখন লাঠি দিয়া সে জোর ঘা দিতে দিতে বলিল—"ওহে, কে আছ?" কিছুতেই কিছু হইল না। "ওহে ভগবানের সেবক"—তবুও কোন জবাব নাই। এলিসা ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময় দরজার আড়াল হইতে একটি ছোট শিশুর করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। সে ভাবিল, 'হায়—হায়, নিশ্চয়ই এদের কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আচ্ছা একবার দেখে যাই।'

এলিসা সে কুঁটীরে প্রবেশ করিল।

—৪—

দরজা চাবিবন্ধ ছিল না। এলিসা কড়াটা ঘুরাইয়া দরজা খুলিল এবং বরাবর ভিতরে চলিয়া গেল। ভিতরে ঘরের দরজা খোলা ছিল। ঘরের বামদিকে একটা পাঁউরুটির চুল্লী, সম্মুখে দেওয়ালের দিকে পিছন করিয়া যীশুখৃষ্টের একটি মূর্ত্তি দাঁড় করানো ছিল এবং ইহার সাম্‌নে একটা টেবিল। টেবিলের পাশে একটা বেঞ্চি, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তার উপরে বসিয়াছিল। তার খোলা মাথা টেবিলে ঠেকিয়া ছিল। বুড়ীর পাশে এক অস্থিচর্ম্মসার বিবর্ণ

বালক। তার পেট ব্যারামে ভুগিয়া ভুগিয়া প্লীহাগ্রস্ত রোগীর মত উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিয়া সে কিছু খাবার চাহিতেছিল, আর অত্যন্ত কাঁদিতেছিল। এমন সময়ে এলিসা ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরের হাওয়া যেমন দূষিত তেমনি দুর্গন্ধ। এলিসা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল যে, উনুনের পিছন দিকে মেজের উপর একজন স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে। তার চোখ দুটি বুজিয়া ছিল; গলায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতেছিল; সে পা দুইটা কখনও ছড়াইয়া দিতেছিল, কখনও গুটাইয়া বুকের কাছে আনিতেছিল এবং যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তার শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। সে একেবারে অসহায়, উঠিবার শক্তি নাই। তার কাছে থাকে কিংবা দরকারের সময় কাছে আসিয়া কিছু দেয় এমন কেহই ছিল না।

এলিসা ঘরে ঢুকিতেই বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটি মাথা তুলিয়া তাকে দেখিল এবং বলিল—"তুমি কি চাও? আমাদের কিছু নেই—তুমি কি চাও?"

যদিও স্ত্রীলোকটি সেই প্রাদেশিক ভাষায় কথা কহিতেছিল, তথাপি এলিসা তার সমস্ত কথা বুঝিতে পারিল। সে কহিল—"আমি ভগবানের একজন সেবক, একটু জল খাবার জন্যে এসেছিলুম।

—"আমাদের কেউ নেই—কেউ নেই। জল আন্‌বারও কিছুই নেই, কেই বা আন্‌বে। তুমি এখন পথ দেখ।"

এলিসা জিজ্ঞাসা করিল—"তা হ'লে তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে, এই স্ত্রীলোকটির সেবা-শুশ্রূষা কর্‌বে?"

—"না ; আমাদের কেউ নেই। বাইরে আমার ছেলে যায়-যায় ; আর আমাদেরও সময় ঘনিয়ে আস্‌ছে।"

নবাগত এলিসাকে দেখিয়া বালকটি কান্না বন্ধ করিয়াছিল কিন্তু বৃদ্ধা যখন কথা কহিতে আরম্ভ করিল বালকটি তার কাপড় ধরিয়া আবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—"খাবার দাও ঠাকুরমা, খাবার।"

এলিসা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে এমন সময় বাহিরের লোকটা, সেই বৃদ্ধারই পুত্র কুটীরের ভিতর টলিতে টলিতে আসিতেছিল। তার দেহ সম্পূর্ণ শক্তিহীন, একেবারে নিস্তেজ। উঠিয়া আসিবার শক্তি তার একেবারেই ছিল না। দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া কোনও রকমে সে আস্তে আস্তে আসিতেছিল ; কিন্তু যেমনি ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল, অমনি সে দরজার কাছে পড়িয়া গেল। সে আর উঠিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেও পারিল না। সেখান হইতে অতি কষ্টে ভাঙ্গা গলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধীরে ধীরে বলিল—"আমাদের সকলকেই ব্যারাম ও ছুর্ভিক্ষে ধ'রেছে। ঐ ছেলেটা না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে।" বালকটিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

এলিসা তার পিঠের বোঝা নামাইল ; উহা বেঞ্চির উপর রাখিয়া দড়ির বাঁধন খুলিয়া ব্যাগের ভিতর হইতে একখানা রুটি বাহির করিল এবং একখণ্ড কাটিয়া সেই লোকটাকে দিল। সে নিল না, অঙ্গুলি দিয়া ছোট ছেলেটি ও উনুনের পার্শ্বে একটি মেয়ে হামাগুড়ি দিতেছিল, সেইটিকে দেখাইয়া দিল ; যেন সে বলিল—"ওদের দাও।"

এলিসা ছেলেটির কাছে রুটির টুকরা ধরিল। রুটির গন্ধ পাইয়া

ছেলেটি হাত বাড়াইয়া দিল এবং ছোট দুই হাতে ধরিয়া তাতে এমন ভাবে কামড় দিল যে, তার নাক পর্য্যন্ত রুটিতে ঢাকা পড়িয়া গেল। ছোট্ট মেয়েটি উনুনের পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া রুটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এলিসা তাকেও এক টুকরা দিল। তারপর আর এক টুক্‌রা কাটিয়া বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটিকে দিল। সেও অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে চিবাইতে আরম্ভ করিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল—"যদি একটু জল আনা যেতে পারত—ওদের গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে। কাল আমি কিছু জল আন্‌তে চেষ্টা ক'রেছিলুম—কাল না আজকে—কি জানি আমার মনে নেই—যাই হোক্, আমি প'ড়ে গেলুম, আর যেতে পার্‌লুম না। যদি কেউ না নিয়ে থাকে ত কলসীটা সেখানে পড়ে আছে।"

এলিসা জিজ্ঞাসা করিল—"কূয়া কোথায়?"

বৃদ্ধা তাকে বলিয়া দিল। এলিসা বাহিরে গিয়া কলসীটা পাইয়া কিছু জল আনিয়া তাদের দিল। ছেলেমেয়ে দুটি ও সেই বৃদ্ধা জল দিয়া আরও কিছু রুটি খাইল; কিন্তু সেই লোকটি খাইল না। সে বলিল—"আমি খেতে পার্‌ব না।"

এই সমস্ত সময় সেই যুবতীর চেতনা ছিল বলিয়া বোধ হয় নাই; সে কেবল এপাশ-ওপাশ ফিরিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। একটু পরেই এলিসা গ্রামের দোকানে চলিয়া গেল এবং কিছু ময়দা, নুন ও তেল কিনিয়া আনিল। ফিরিয়া আসিয়া একখানা কুড়ালি বাড়ী হইতে খুঁজিয়া লইয়া কাঠ কাটিয়া আগুন জ্বালিল। তারপর কিছু ঝোল রাঁধিয়া সেই ক্ষুধার্ত্ত লোকদের ভোজন করাইল।

সেই লোকটি কিছু খাইল, আর সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিও কিছু খাইল। বালক ও বালিকাটি এমন ভাবে খাইল যে তাদের পাতায় খাবারের চিহ্নমাত্র রহিল না—চাটিয়া চাটিয়া একেবারে পাতা পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। খাওয়া শেষ হইলে বালক-বালিকা দুটি জড়াজড়ি করিয়া শুইল এবং ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল। তারপরে সেই বৃদ্ধা ও লোকটি তাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কাহিনী এলিসার কাছে বলিতে লাগিল। লোকটি বলিল—“আমরা পূর্ব্বে এত গরীব ছিলুম কি? কিন্তু গেলবারে যখন মাঠে একেবারে শস্য পাওয়া গেল না, আমরা যা কিছু সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লুম তাতে শরৎকাল কাটানই আমাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়াল। শীতকাল যখন এলো তখন আমাদের আর কিছুই সংস্থান রইল না, আমরা তখন পাড়া-প্রতিবেশী কিংবা যে কোন লোকের কাছে ভিক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লুম। প্রথম প্রথম ওরা আমাদের দিত, কিন্তু শেষে দেওয়া বন্ধ কর্‌লে। অনেকে দিতে চাইত, দিয়ে সন্তুষ্ট হ'ত, দিতে পার্‌লে তাদের মনে খুব একটা আনন্দ হ'ত বটে, কিন্তু তাদেরও কিছু ছিল না। তাদের অবস্থাও খারাপ হ'তে লাগ্‌ল, তাদের দেওয়ার আর কিছুই রইল না। কোনও দিন ভিক্ষে করি নি, আমাদেরও শেষে ভিক্ষে কর্‌তে লজ্জা হ'ত। কেবল ধার হ'তে লাগ্‌ল—টাকা, পয়সা, গম, রুটি কতই ধার কর্‌লুম।

“আমি কাজের খোঁজে বেরিয়ে গেলুম, কিন্তু কোথাও কাজ পেলুম না। কাজ পেলেও পাকা কাজ পাওয়া বড্ড শক্ত। সর্ব্বত্রই

সকলেই নিজেদের রক্ষা কর্‌বার জন্য ব্যগ্র। কোনও খানে ঠিক কাজের জোগাড় করতে পার্‌লেও আবার অন্য চেষ্টায় থাক্‌তে হয়। কেবল আমাকে নিয়ে থাক্‌লেই ত চল্‌বে না, বাড়ীতে এদের সকলকেই খাওয়াতে হবে। এই বৃদ্ধা এবং মেয়েটিও শেষে অনেক দূরে দূরে ভিক্ষে কর্‌তে বেরুল, তারাও কিছু পেল না। রুটি অত্যন্ত মাগ্‌গি ও দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠ্‌ল, তবু কোনও রকমে খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা ক'রে যাতে আগামী ফসলের সময় পর্য্যন্ত কাটাতে পারি, তার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লুম. কিন্তু বসন্তকালে লোকের অবস্থা এমন হ'ল যে, প্রাণ গেলেও তারা কিছু দিত না, আমরাও শত চেষ্টা ক'রেও কিছুই জোটাতে পার্‌লুম না। শেষে আমাদের সকলেরই ব্যারাম হ'ল। হয়ত একদিন কিছু খেতে পেলুম, আবার দু'দিন একেবারেই কিছু পেলাম না ; পেটের জ্বালায় শেষে ঘাস খেতে লাগ্‌লুম। এই ভাবে দিন কাটিয়ে কাটিয়ে শেষে, জানিনে. ঘাস কিংবা আর কিছু খেয়ে আমার স্ত্রীর ব্যারাম হ'ল। সে আর দাঁড়াতে পার্‌ত না, আমারও কোন শক্তি ছিল না। আর আমাদের এ অবস্থায় সাহায্য করবে এমন লোক বা এমন কোনও জিনিষ আমাদের ছিল না।"

বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটি বলিল—"আমি একা প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লুম। কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাকে জয় করতে পার্‌লুম না ; খেতে না পেয়ে আমিও শেষে একেবারে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়্‌লুম। মেয়েটাও একেবারে মরার মত হয়ে পড়ায় তাকে পাড়ার লোকদের বাড়ীতে যেতে বল্‌তুম, কিন্তু সে যেতে পার্‌ত না, তার বড্ড ভয় হ'ত, ঘরের এক কোণে গিয়ে ব'সে থাক্‌ত। পরশু আমাদেরই এক প্রতিবেশিনী এসেছিল ; কিন্তু আমরা ক্ষিদেয় ব্যারামে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছি দেখে চ'লে গেল। তার স্বামীকে দূরে চ'লে যেতে হ'য়েছে,

তারও নিজের ছোট ছেলেদের খাওয়াবে এমন কিছুই নেই। আমা-দের উপায়ান্তর নেই বলেই এখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আমরা প'ড়ে-ছিলুম।

তাদের এই কাহিনী শুনিয়া এলিসা তার বন্ধু এফিমের সহিত সেদিন সাক্ষাৎ করিবার আশা ছাড়িয়া দিল। সমস্ত রাত্রি সে তাদের সঙ্গেই রহিল; সকালবেলা উঠিয়াই নিজের বাড়ীর মত সেখানে সংসারের কাজ আরম্ভ করিল। তারপর সে ময়দা ঠেসিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটি তাকে সাহায্য করিতে লাগিল। তারপর সে আগুন জ্বালিল: ঘরে কিছু ছিল না; কাজেই সে ছোট মেয়ে-টিকে সঙ্গে লইয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিষ আনিবার জন্য পাড়ায় গেল। পেটের দায়ে তারা বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য সকল জিনিষই বিক্রয় করিয়াছিল। যা যা নিতান্ত দরকারী এলিসা সেইগুলি কিনিয়া আনিল, আর কতকগুলি সে নিজে তৈয়ারি করিল। একদিন একদিন করিয়া এলিসা তিনদিন রহিল। ছোট ছেলেটি হামাগুড়ি দিয়া তার কাছে আসিত। ছোট মেয়েটি তিনদিনেই বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে; সকল কাজে ছুটিয়া গিয়া তাকে সাহায্য করিত, তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত, আর "বাবা" বলিয়া ডাকিত। বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটিও পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সবল হইয়া উঠিল। কোনরকমে প্রতিবেশীদের নিকট যাইতে পারিত। লোকটাও অনেকটা সুস্থ বোধ করিল এবং বাহির হইতে পারিল। কেবল সেই লোকটির স্ত্রী উঠিতে পারিল না, কিন্তু তারও তৃতীয় দিবসে চৈতন্য হইল এবং খাইতে চাহিল।

এলিসা ভাবিল—'বেশ, পথের মাঝে আমার এত সময় নষ্ট হবে তা আমি কখনও ভাবি নি। আমি এখন যাব।'

তিনদিন শেষ হইয়া গেল, তবুও এলিসা সেখানে রহিল। ওখানে গ্রীষ্মকালে একটা উৎসব হয়। লোকে উপবাস করে এবং উপবাস-ভঙ্গের দিন সকলেই উৎসব করিয়া থাকে। এলিসার সেখানে থাকিবার চতুর্থ দিনই সেই উপবাস ভঙ্গের দিন। সে ভাবিল, 'এদের সঙ্গে আজকের দিনটা থেকে এই উৎসবটা করব—উপোস ভাঙ্‌ব। কিছু জিনিষ-পত্তর কিন্‌ব এবং এদের সঙ্গেমিলে মিশে আজকের উপোসের পরে খাওয়া-দাওয়ার আনন্দে যোগ দেবো; কাল সন্ধ্যার সময় আবার যাত্রা কর্‌ব।'

এলিসা সেই মতলবেই গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিয়া উৎসবের উপযোগী ময়দা, দুধ প্রভৃতি কিনিয়া আনিল। বৃদ্ধা রান্না করিতে লাগিল, এলিসাও তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিল। পরের দিন ব্রত পারণের জন্য রুটি সেঁকিয়া রাখা হইল। সেদিন এলিসা স্থানীয় গির্জ্জায় গিয়া প্রাণ খুলিয়া উপাসনা করিল। সেই দিনই সেই রুগ্‌ণা স্ত্রী উঠিয়া বসিল, তার ব্যারাম একটু ভাল হইল। এমন কি সে অল্প অল্প চলিতে পারিল। তার স্বামী দাড়ি কামাইয়া একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইল এবং বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটি তার জামা কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলে সেই জামা পরিল। সেই গ্রামের একজন ধনী কৃষকের কাছে তার চাষের জমি ও ঘাসের মাঠ বন্ধক ছিল। আগামী শস্যের সময় পর্য্যন্ত যাতে সে ঐ জমি চষিতে ও ময়দানের ঘাস নিতে পারে, তার জন্য সে গিয়া ধনী কৃষকের কৃপা ভিক্ষা চাহিল; কিন্তু হতাশচিত্তে সে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিল এবং কাঁদিতে লাগিল।

ধনী দরিদ্রের বেদনা বুঝে না, সে কোন দয়াই প্রকাশ করিল না, শুধু বলিল—"টাকা নিয়ে এসো।"

এলিসা আবার ভয়ানক চিন্তায় পড়িল। সে ভাবিতে লাগিল, 'এখন ওরা কি রকম ক'রে বাঁচবে? অনেকে ঘাস কাট্‌বে, বিক্রী কর্‌বে, তাদের ঘাসের জমি আছে, কিন্তু এদের ত কিছুই নেই। এরা ঘাসই বা পাবে কোথা? ঘাসের জমি সবই বন্ধক রয়েছে। গম পেকে উঠ্‌বে, সকলেই তা কেটে এনে তাতে বাঁচ্‌তে পারবে, কিন্তু এদের ত কিছুই নেই। এদের নয় বিঘা জমিই ত সেই ধনী চাষাটার কাছে বাঁধা প'ড়েছে। আমিও যেই এখান থেকে চ'লে যাব, এদের আবার পূর্ব্বেকার মত—যে অবস্থায় আমি এসে দেখ্‌তে পেয়েছিলুম—সেই অবস্থাই হবে।'

এলিসার মনে যাওয়া আর না-যাওয়া লইয়াই একটা ঘোর সমস্যা—একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। অনেক আলোচনা ও সমালোচনার পর স্থির করিল যে, সেদিন রাত্রে তাদের ছাড়িয়া যাইবে না; তার পরের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। বাহিরের প্রাঙ্গণে সে ঘুমাইতে গেল। শয়নের পূর্ব্বে বার বার ভগবানের নাম স্মরণ করিল; কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম আসিল না। সমস্ত রাত্রি শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কি করিবে; কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে যাইবার জন্য খুব ব্যাকুল হইয়াছিল, তার যথেষ্ট সময় ও অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে; কিন্তু সেই লোকগুলির জন্য তার অত্যন্ত দুঃখও হইতে লাগিল।

সে নিজেকে নিজে বলিতে লাগিল—"এর আর শেষ নেই। প্রথম ওদের জন্যে একটু জল আন্‌লুম আর এক এক টুক্‌রা রুটি দিলুম; কিন্তু এই সামান্য একটু থেকে আমি কতদূর চ'লে এসেছি।

ঐ একটু কাজ ক'রে যাব মনে করলুম, কিন্তু কোথেকে কোথায় এসে কি রকম ভাবে জড়িয়ে পড়লুম। এখন আবার শস্যের জমি, ঘাসের মাঠ প্রভৃতি উদ্ধার করবার সমস্যাই হচ্ছে প্রধান। যদি টাকা দিয়ে জমি ছাড়িয়ে দিই তা' হ'লে আবার একটা গরুও কিনতে হয় ; আর গম কেটে কেটে গাড়ী বোঝাই ক'রে নেবার জন্যে একটা ঘোড়ারও দরকার।"

এলিসা একটা ভাবনার কুণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ হইল। যাত্রা করিয়া আসিয়াছে তীর্থ করিতে, কিন্তু সেই গন্তব্য স্থানে আর যাওয়া হইল না।

এলিসা উঠিল। তার কোটটা ভাঁজ করিয়া বালিসের মত করিয়া মাথায় দিয়াছিল, সেটা তুলিয়া পকেট হইতে নস্যের কৌটা বাহির করিল এবং মাথাটা সাফ্ হইবে মনে করিয়া এক টীপ্ নস্য গ্রহণ করিল।

কিন্তু মাথা সাফ্ হইল না। তার মনে তখন একটার পর একটা চিন্তা প্রবেশ করিতে লাগিল। সে ক্রমাগত ভাবিতে লাগিল —কিছুই স্থির করিতে পারিল না ; একবার যাওয়া উচিত মনে করে, কিন্তু ঐ লোকদের প্রতি দয়া তাকে সে সঙ্কল্প হইতে বিরত করে ; কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে জামাটা ভাঁজ করিয়া মাথায় দিয়া আবার শয়ন করিল। অনেকক্ষণ এইভাবে শুইয়া থাকিয়া উষাগমের পূর্ব্বে মোরগ ডাকিয়া উঠিলে তার একটু ঘুম আসিল। তখন হঠাৎ মনে হইল যেন কে তাকে জাগাইয়া দিল। সে যেন দেখিল যাওয়ার জন্য সে পোষাক পরিয়াছে, আর কাঁধে সেই বোঝা, হাতে সেই লাঠি, দরজা এমন ভাবে খোলা আছে যেন সে অতি কষ্টে তার ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতে পারে। সে যাইতে

উন্মত ; কিন্তু তার পিঠের বোঝাটা দরজায় আটকাইয়া গেল। সে ছাড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তার পায়ে জড়ান চওড়া পট্টি আবার কিসে আটকাইয়া গেল, সে যাইতে পারিল না। সে বোঝাটা সজোরে টানিল, দেখিল যে, দরজায় সেটা আটকায় নাই, ছোট মেয়েটি উহা ধরিয়া টানিয়াছে, আর চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"খাবার দাও, বাবা, খাবার।"

এলিসা পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল ক্ষুদ্র বালকটি তার পায়ের পট্টি ধরিয়া রহিয়াছে, গৃহস্বামী ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি জানালা দিয়া তার পানে তাকাইয়া আছে।

এলিসা উঠিয়া বসিল, এবং স্পষ্ট করিয়া নিজেকেই বলিল—"কালকে আমি এদের ক্ষেত ছাড়িয়ে আন্‌ব এবং একটা ঘোড়াও কিনে দেবো। খন্দের সময় অবধি চল্‌তে পারে এই পরিমাণ ময়দা আর ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে একটা গরু কিন্‌তে হচ্ছে। যদি এগুলো না করি তা হ'লে সমুদ্রের ওপারে যাকে দেখ্‌তে যাচ্ছি তাকে হারিয়ে ফেল্‌ব। এখনও প্রভু আমার অন্তরে র'য়েছেন বটে, কিন্তু আমাতে তিনি আর থাক্‌বেন না।"

তারপর এলিসা গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া সে তাদের মহাজনের বাড়ীতে গিয়া শস্যক্ষেত্র ও ঘাসের জমি টাকা দিয়া ছাড়াইয়া লইল এবং ফিরিবার সময় একখানি কাস্তে কিনিয়া আনিল। তারপরে লোকটিকে ঘাস কাটিতে পাঠাইয়া নিজে গ্রামের ভিতর চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে শুনিল যে, বিক্রয়ের জন্য একটি ঘোড়া ও একখানা গাড়ী আছে। বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গাড়ী ঘোড়া দুই-ই কিনিয়া ফেলিল। তারপর এক বস্তা ময়দা কিনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া একটা গরু কিনিবার

মতলবে বাহির হইল। যাইতে যাইতে দুইজন স্ত্রীলোকের কথাবার্ত্তা তার কানে গেল। তারা সেই প্রাদেশিক ভাষায় বলিলেও সে তাদের কথা বেশ বুঝিতে পারিল।

তাদের একজন বলিল—"বোধ হয় তারা প্রথমে তাকে চিন্‌তে পারে নি, একজন সাধারণ লোক ব'লেই মনে ক'রেছিল। একটু জল খাবার জন্যেই সে বাড়ীতে এসেছিল বটে, তারপর সে র'য়ে গেল। এখন তাদের জন্যে কত সব জিনিষ কিনেছে তা' একবার ভেবে দেখ দেখি। তারা বল্‌লে যে, সে তাদের জন্যে গাড়ী ঘোড়াও আজকে সকালে কিনেছে। এ রকম লোক জগতে বেশী নেই। একে একবার গিয়ে দেখে আসা উচিত।"

এলিসা সব শুনিল, বুঝিতে পারিল যে, তাকে প্রশংসা করা হইতেছে। সে আর গরু কিনিতে না গিয়া ঘোড়াকে সাজ পরাইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া, সোজা সেই কুটীরের দিকে চলিয়া আসিল। সে বাড়ী পৌঁছিলে বাড়ীর সকল লোক গাড়ী-ঘোড়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। তারা মনে ভাবিল, ঘোড়াটা হয়ত তাদের জন্যই আনা হইয়াছে, কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। তারপর সেই লোকটি আসিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া বলিল—"তুমি কোত্থেকে একটা ঘোড়া আনলে বল ত?"

এলিসা বলিল—"কেন? আমি কিনে আন্‌লুম। এটা খুব সস্তায় বিকিয়ে যাচ্ছিল। ঘোড়াটার রাত্তিরে খাবার জন্যে তুমি কিছু ঘাস কেটে এনে ডাবায় দাও, আর এই বস্তাটা নিয়ে যাও।"

লোকটি ঘোড়াটার পিঠে বস্তাটা দিয়া গোলাবাড়ীতে লইয়া গেল। কিছু ঘাস কাটিয়া ডাবায় রাখিল। এমনি ভাবে দিনের

কাজ শেষ হইয়া গেলে সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। এলিসাও আর কোন কথা না বলিয়া বাহিরে গেল এবং রাস্তার ধারে শুইয়া পড়িল।

সেদিন সে ব্যাগ লইয়া শুইতে গিয়াছিল। রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলেই ঘুমে অচেতন। এমন সময় এলিসা জাগিয়া উঠিয়া তার জিনিষ-পত্রাদি ব্যাগে পুরিল এবং জামা-জুতা পরিয়া এফিমের উদ্দেশে বাহির হইল।

—৭—

উষার সোণালী আভা জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এলিসা তিন মাইলেরও অধিক পথ চলিয়া আসিয়াছে। একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া ব্যাগ খুলিয়া টাকা গণিতে আরম্ভ করিল, দেখিল যে মাত্র কুড়ি টাকা অবশিষ্ট আছে।

সে ভাবিল, 'এই ক'টাকা নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে যাবার চেষ্টা বৃথা। পথে যদি ভিক্ষে ক'রে যেতে হয় তা হ'লে সেটা একেবারে না যাওয়ার চাইতে খারাপ হবে। আর এফিম্ আমাকে ছাড়াও জেরুজালেমে পৌঁছিবে এবং সেখানকার মন্দিরে আমার নামে একটা আলোও জ্বেলে দেবে। এখন আমার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে এই যে, জীবনে আমার ব্রত পূর্ণ করতে পারব না। দয়াল প্রভুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'ল না—এই আমার ভয়; কিন্তু তিনি এতই দয়ালু যে, সকল পাপীকেই তিনি ক্ষমা করেন।"

এলিসা উঠিল, ব্যাগ বন্ধ করিয়া কাঁধে তুলিল এবং বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। সেই গ্রামের ভিতর দিয়াই ফিরিবার পথ, কিন্তু

পাছে কেহ তাকে চিনিতে পারে এই ভয়ে সে-পথে না গিয়া—অনেক দূর ঘুরিয়া আবার পুরাতন রাস্তা ধরিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল। বাড়ী হইতে আসিবার সময় সারাটা পথ তার কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইয়াছিল ; কিন্তু ফিরিবার সময়ে ভগবানের কৃপায় সে সেই বন্ধুর পথে এমনই ভাবে চলিতে লাগিল যে, একটু ক্লান্তিও বোধ করিল না। এত সুদীর্ঘ পথ পায়ে চলিয়া যাওয়া তার কাছে ছেলে-খেলার মত খুব সহজ বলিয়াই বোধ হইল ; লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল পথ সে রোজ চলিতে লাগিল।

ক্রমে এলিসা বাড়ী পৌঁছিল। মাঠ থেকে তখন শস্য কাটিয়া আনা হইয়াছে। বাড়ীর সকল লোকই তাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং কি কি ঘটিয়াছে জানিতে সকলেই ব্যস্ত হইল। কেন এবং কি করিয়া সে পেছনে পড়িয়া রহিল, জেরুজালেমে না পৌঁছিয়াই সে ফিরিয়া আসিল কেন—এ সম্বন্ধে সে কাকেও কিছু বলিল না।

সে শুধু বলিল—"ভগবানের ইচ্ছে ছিল না যে, আমি সেখানে পৌঁছুই। পথে আমার সমস্ত টাকা হারিয়ে যাওয়ায় আমি আমার বন্ধুর পেছনে পড়্‌লুম। আমায় তোমরা ক্ষমা কর, ভগবানের দোহাই আমাকে ক্ষমা কর, এর বেশী কিছু জান্‌তে চেও না।"

এলিসার কাছে বাকী যে টাকা ছিল, তা সে তার স্ত্রীকে দিল। তারপর সংসারের সব সংবাদ একে একে জিজ্ঞাসা করিল। সকল কাজই সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা হইয়াছে, কোন কাজেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় নাই ; সংসারের সকলেই মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে দিন যাপন করিতেছিল।

এফিমের বাড়ীর লোকেরাও তার ফিরিয়া আসিবার কথা সেই দিনই শুনিতে পাইল এবং এফিমের সংবাদ জানিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। এলিসা তাহাদিগকে একই জবাব দিল,—এফিম্ খুব জোরে চল্‌তে পারে। ক্রমশ একটু একটু ক'রে আমি পেছিয়ে পড়্‌লুম। তাকে আবার ধর্‌ব মনে কর্‌লুম ; কিন্তু নানান্ বিঘ্ন ঘট্‌তে লাগ্‌ল। আমার টাকা হারিয়ে গেল, আর বেশী দূরে যাওয়ার সম্বল আমার রইল না ; কাজেই ফির্‌তে হ'ল।"

ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল যে, এলিসার মত বুদ্ধিমান্ লোক এমনি বোকার মত কাজ করিল। বাড়ী হইতে বাহির হইল অথচ সেখানে গেল না, পথে সব টাকা হারাইয়া ফেলিল —এ কি রকম! তবে সে আদৌ যাত্রাই বা করিয়াছিল কেন? যাই হউক, লোকের বিস্ময় আর কয়দিন থাকে? প্রথম প্রথম দুই-একদিন ইহা লইয়া কথা হইল বটে, কিন্তু সকলেই শেষে ইহা ভুলিয়া গেল। এলিসাও ইহা ভুলিয়া গিয়া বাড়ীর কাজে মনোযোগ দিল।

ছেলেকে লইয়া সে শীতকালের জন্য জ্বালানি কাঠ কাটিয়া রাখিল। বাড়ী হইতে যাওয়ার সময় যে সকল মৌচাক তার প্রতিবেশীর নিকট বন্ধক রাখিয়া গিয়াছিল, তাতে বসন্তকালে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি আসিয়াছে এবং অনেক মধু জমা হইয়াছে। কোন্ কোন্‌টা বাঁধা দিয়াছিল, তার স্ত্রী প্রথমে তাকে বলিল না, কিন্তু এলিসার সবই মনে ছিল ; সে দশটার পরিবর্ত্তে সতেরোটা মৌচাক তার প্রতিবেশীকে দিল। শীতকালে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য জোগাড় করিয়া সে তার ছেলেকে একটা কাজের খোঁজে পাঠাইল ; নিজে বাড়ীতে থাকিয়া গাছের ছালের জুতার উপরে নানা পাত দিয়া মুড়িয়া বিক্রী

করিয়া বেশ দু'পয়সা আয় করিতে লাগিল। বাড়ীর ও মাঠের সব কাজও করিতে লাগিল। দিনরাত সে কেবল কাজেই ব্যস্ত থাকিত।

—৮—

যেদিন এলিসা সেই কুটীরের দরিদ্র এবং পীড়িত লোকদের কাছে আসিয়া আর যাইতে পারিল না—সেখানেই রহিয়া গেল, সেই সমস্ত দিনটা মাঠের মাঝে এফিম্ তার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। সে কিছুদূরে গিয়াই বসিয়াছিল। প্রতীক্ষায় রহিয়া রহিয়া ক্লান্তি বোধ করিল, একটু ঘুমাইল, আবার উঠিয়া বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু এলিসা আর ফিরিয়া আসিল না। চাহিয়া চাহিয়া তার এত কষ্ট হইতেছিল যে, সে আর চাহিতে পারিতেছে না, তবুও বন্ধুর ফিরিয়া আসিবার আশায় ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রহিল। এদিকে পশ্চিম আকাশে দিনমণি হেলিয়া পড়িলেন, কিন্তু এলিসাকে আর দেখা গেল না।

এফিম্ ভাবিল, 'সম্ভবত সে আমাকে ফেলে এগিয়ে গেছে, কিংবা আমি যখন ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম সে হয়ত গাড়ী পেয়ে আমাকেই ধর্‌বার জন্যে তাতেই চ'লে গেছে. কিন্তু আমাকে দেখ্‌তে পায়নি। না দেখেই বা যাবে কী ক'রে? রাস্তার পাশেই ত ছিলুম, এ ত বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যেত। এখন কি করি? ফিরে যাব কি? সে যদি এগিয়ে গিয়ে থাকে, আর আমি যদি ফিরে যাই তা হ'লে তার সঙ্গে দেখা হবে না। সে ত আরও খারাপ হবে। তার চাইতে বরং

এগিয়ে চ'লে যাই। আজ্‌কে রাত্তিরে থাক্‌বার জায়গায় আমাদের নিশ্চয়ই দেখা হবে।'

এফিম্‌ চলিতে লাগিল; একটা গ্রামে থাকিবার জায়গায় আসিয়া—একটা পাহারাওয়ালাকে এলিসার সম্বন্ধে খানিকটা বর্ণনা করিয়া বলিয়া রাখিল যে, সে যদি আসে তবে তাকে যেন সেখানে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু সে রাত্রে এলিসা আর আসিল না। এফিম্‌ আবার চলিতে লাগিল। মাথায়-টাক একজন বৃদ্ধকে যাইতে দেখিয়াছে কিনা,—এ কথা সে রাস্তায় সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গেল। কিন্তু কেহই তাকে দেখে নাই শুনিয়া এফিম্‌ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিল—'ওডেসায় কিংবা জাহাজে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা হবে।' এলিসার বিষয় লইয়া সে আর বেশী মাথা ঘামাইল না।

পথে আর একজন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হইল। তার পোষাক পুরোহিতের মত। এই যাত্রী আর একবার জেরুজালেমে গিয়াছিল। তারা দুইজনেই একরাত্রি এক জায়গায় রহিল; তারপর আবার একত্র চলিতে লাগিল।

তারা নির্ব্বিঘ্নে ওডেসায় পৌঁছিল। সেখানে জাহাজের জন্য তিনদিন তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। অন্যান্য যাত্রীদিগেরও সেই একই অবস্থা। এফিম্‌ এলিসার সম্বন্ধে আরও অনেককেই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই তাকে দেখে নাই।

পাঁচ টাকা দিয়া এফিম্‌ জাহাজে যাইবার পাস-পোর্ট পাইল, চল্লিশ টাকা দিয়া জেরুজালেমের একখানা রিটার্ণ টিকিট কিনিল এবং জাহাজে খাইবার জন্য কিছু রুটি এবং মাছ কিনিয়া লইল।

এফিমের সহযাত্রীটি বলিতে লাগিল, ইচ্ছা করিলে সে কি করিয়া টিকিট না কিনিয়াও জাহাজে উঠিতে পারিত ; কিন্তু এফিম্ তার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিল না। শেষে সেই যাত্রীটি বলিল—"না, টিকিট কেন্‌বার জন্যেই আমি প্রস্তুত হ'য়ে এসেছিলুম, টিকিটের দাম দেবো বই কি।"

জাহাজে মাল বোঝাই হইল, যাত্রীরা সকলে জাহাজে উঠিল। এফিম্‌ও তার সঙ্গীকে লইয়া জাহাজে উঠিল। নোঙ্গর তোলা হইলে জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

সমস্ত দিন জাহাজখানি নিরাপদে চলিতে লাগিল, কিন্তু সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে ঝড় উঠিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং জাহাজ দুলিতে লাগিল ; ক্রমে ভিতরে জল প্রবেশ করিতে লাগিল। আরোহীদের ভয় হইল, স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। যারা একটু দুর্ব্বল ছিল, তারা জাহাজের ভিতরে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এফি-মেরও খুব ভয় হইল, কিন্তু সে কোনও কথা বলিল না বা তার ভয় প্রকাশ করিল না। ডেকের ওপর আসিয়া সে প্রথমে যে স্থানে বসিয়াছিল, সেইখানেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সেখানে আরও কতকগুলি বৃদ্ধ লোক ছিল, তারা নিজেদের মালপত্র ধরিয়া সেই রাত্রি ও পরের দিন সমস্ত সময় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তৃতীয় দিন বাতাসের বেগ কমিয়া গেল, সমুদ্র শান্ত হইল। জাহাজ কনষ্টান্‌টিনোপলে আসিয়া পৌঁছিল।

বহু যাত্রী তীরে উঠিয়া সেণ্টসোফিয়ার গির্জ্জা দেখিতে গেল। এফিম্ জাহাজেই রহিল এবং কিছু সাদা রুটি কিনিল। ২৪ ঘণ্টা তারা সেখানেই রহিল। তারপরে আবার জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া

হইল। কয়েক দিন পরে তারা স্মার্ণায় আসিল, পরে আলেক্‌-জান্দ্রিয়ায় এবং শেষে তারা নিরাপদে জাফায় আসিয়া উপস্থিত হইল; এখানে সকল যাত্রীকে নামিতে হইল। এখান হইতে জেরুজালেম প্রায় চল্লিশ মাইলেরও বেশী দূরে। এই দীর্ঘ পথ যাত্রীদিগকে চলিয়া যাইতে হইত। নামিবার সময় তাহাদিগের আবার বিশেষ ভয়ের কারণ হইল। জাহাজের ডেক থেকে নৌকায় চড়িয়া তাহাদের তীরে উঠিতে হইল। সমুদ্রের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে নৌকাগুলি এত দুলিতে লাগিল যে, সহজেই তারা জলে পড়িয়া যাইতে পারিত। নৌকায় নামাইয়া দেওয়ার সময় দুইজন জলে পড়িয়া গেল। যা হোক শেষে তারা নিরাপদে তীরে উঠিল।

যাত্রীরা সকলে চলিতে আরম্ভ করিল এবং তৃতীয় দিনে বেলা দুইপ্রহরে জেরুজালেমে পৌঁছিল। তারা সহরের বাহিরে একটা রুশদেশীয় হোটেলে রহিল। সেখানে তাদের পাসপোর্ট সব লওয়া হইল। শেষে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর এফিম্ তার পূর্ব্বের সেই সহ-যাত্রীর সহিত জেরুজালেমের স্থানসকল দেখিতে লাগিল। তখনও যাত্রীদের মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তারা সকলেই প্রধান ধর্ম্মযাজকের বাসস্থানে গেল। সকলে মিলিত হইলে স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া খালি পায়ে গোল হইয়া বসিল। তাদের পা মুছাইয়া দিবার জন্য তোয়ালে হাতে করিয়া একজন সন্ন্যাসী আসিল। সেখানকার সকলেরই পা সে ধুইয়া মুছাইয়া দিয়া চুম্বন করিল। এফিমেরও পা ধুইয়া মুছাইয়া সে চুম্বন করিল।

তখন সন্ধ্যার ছায়া মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে। উপাসনার সময় হইয়াছে। এফিম্ দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিল। মন্দিরে মন্দিরে বাতি বসাইল। গির্জ্জায় উপাসনায় যাহাতে তার মাতাপিতার নাম উল্লেখ করা হয়, সেই জন্য সে তার নাম লেখা ছোট বই বিতরণ করিল। ধর্ম্মাধ্যক্ষের আশ্রমে তাদের সকলকে খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হইল। সেদিন সেই পর্য্যন্ত।

পরদিন এফিমের সহযাত্রী তাকে সকল স্থানই বেশ করিয়া দেখাইল, এবং কোন্ জায়গায় কত দর্শনী দিতে হইবে তাও তাকে বলিয়া দিল। দুইপ্রহরে হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া তারা বিশ্রাম করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় সেই যাত্রীটি কাপড়-চোপড় খুঁজিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার টাকা চুরি হ'য়েছে, আমার মোট তিরিশ টাকা ছিল, দু'খানা দশটাকার নোট ছিল আর সব টাকার ভাঙ্গানি ছিল।" সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, খুব দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু দুঃখ করায় কিছুই হইবে না জানিয়া এবং আর কোনও উপায় ছিল না বলিয়া সে শুইয়া পড়িল।

—৯—

এফিম্ শয়ন করিল; কিন্তু শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল না। সেই যাত্রীটির টাকা চুরি সম্বন্ধে নানা চিন্তা তার মনে উঠিতে লাগিল। সে ভাবিল, 'এর টাকা কেউ চুরি করে নি; আমার মনে হয় না যে এর টাকা ছিল। সে কোনওখানে কাকেও টাকা দেয় নি।

যে সকল জায়গায় টাকা দেওয়া দরকার সে কেবল আমাকেই দিতে হয়েছে, উপরন্তু একটা টাকা সে আমার কাছ থেকে ধার ক'রেছে।'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই এফিম্ নিজেকে মনে মনে তিরস্কার করিতে লাগিল—"একটা মানুষকে বিচার কর্‌বার আমার কি অধিকার আছে? এরূপ চিন্তা করা পাপ। যাক্ আমি আর এ সম্বন্ধে ভাব্‌ব না।"

কিন্তু অন্যায় বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে তার আবার সেই যাত্রীর কথা মনে পড়িল। সে ভাবিল, 'টাকার প্রতি তার কেমন নজর! তার টাকা চুরি হবে এ যে অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে।—তার কিছুই ছিল না; এ সবই ওর তৈরী-করা কথা।'

সন্ধ্যা হয়-হয় সময়ে তারা উঠিল এবং যে গির্জ্জায় যীশুখৃষ্টের কবর আছে সেই গির্জ্জায় রাত্রির উপাসনার জন্য গেল। সেই যাত্রীটি এফিমের পাশে পাশেই থাকিয়া তার সঙ্গে সকল জায়গায় গেল। তারা গির্জ্জায় আসিল, সেখানে বহু যাত্রী জড় হইয়াছিল;—নানা জাতির ও নানা দেশের যাত্রী। তাদের মধ্যে কতক রুশ-দেশ হইতে আসিয়াছে, আর কতক আরমেনীয়ান, গ্রীক্, সীরিয়ান, তুর্কী প্রভৃতি। যাত্রীদের ভীড়ের ভিতরে ঢুকিয়া এফিম্‌ও গির্জ্জার ফটকে প্রবেশ করিল। যেখানে ক্রুশ হইতে যীশুখৃষ্টকে নামাইয়া তেল মাখানো হইয়াছিল, সেখানে একজন সন্ন্যাসী পাদ্রী তাহাদিগকে লইয়া গেল। সেখানে নয়টা পীলসুজের উপরে আলো জ্বলিতেছিল। সন্ন্যাসী সে সকল দেখাইল এবং সকল ঘটনাই বুঝাইয়া দিল। এফিম্ সেখানে একটি আলো দিল। তারপরে যেখানে ক্রুশ দাঁড় করানো ছিল, এফিম্‌কে সেখানে লইয়া গেল; এফিম্ সেই ক্রুশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিল। তারপরে যেখানে যীশুখৃষ্টের

হাত-পা ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়, এডামের কবর, যেখানে খৃষ্টের রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করিয়া এডামের হাড়ের উপর পড়িয়াছিল, যে পাথরের উপরে কাঁটার মুকুট পরিয়া খৃষ্ট বসিয়াছিলেন, তারপর যে যে থামের সঙ্গে বাঁধিয়া যীশুকে চাবুক মারা হইয়াছিল, সে সকলই একে একে সেই সন্ন্যাসী এফিম্‌কে দেখাইল। তিনি এফিম্‌কে আরও অনেক দৃশ্য দেখাইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সেই ভীড়ের মধ্যে একটা ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ হইল। এ পর্য্যন্ত যীশুর সমাধি-স্থানে যাত্রীরা যাইতে পারে নাই; এখন তাহাদিগকে সেখানে যাইতে দেওয়া হইল। ল্যাটিন ভাষায় প্রার্থনা শেষ হইলে রুশিয়ার ভাষায় প্রার্থনা আরম্ভ হইল। সেই ভীড়ের সঙ্গে এফিম্‌ও সমাধি-স্থানে চলিল।

সেই যাত্রীটির সঙ্গ ত্যাগ করিতে এফিম্ চেষ্টা করিল। তার উপর এফিমের একটা ভয়ানক সন্দেহ মনে জাগিতেছিল, কিন্তু সে কিছুতেই সঙ্গ ছাড়িল না। তারা দুজনেই সেই প্রার্থনার জায়গায় গেল। তারা সম্মুখে যাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু একটু বিলম্ব হওয়ায় যাইতে পারিল না।

সেখানে এমন ভীড় যে, সামনে কিংবা পিছনের দিকে একটু নড়াচড়া অসম্ভব। এফিম্ সম্মুখের দিকে চাহিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে তার টাকা আছে কিনা হাত দিয়া দেখিতে লাগিল। তার তখন দুইদিকে মন—একবার প্রার্থনার দিকে, আর একবার টাকার দিকে।

গির্জ্জার ভিতরে মহাত্মা যীশুখৃষ্টের সমাধির কাছে দাঁড়াইয়া যাজকদল প্রার্থনা করিতেছিলেন; এফিম্ একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। সেখানে ছত্রিশটি আলো জ্বলিতেছিল। বহু লোক দাঁড়াইয়াছিল; সকলের মন ভক্তিতে নুইয়া পড়িয়াছে, মুখ উজ্জ্বল। এফিম্ হঠাৎ চমকিত ও বিস্মিত হইল; প্রজ্জ্বলিত পবিত্র আলোক-মালার ঠিক নীচে, সকলের সামনে সাদা জামা পরিয়া একজন বৃদ্ধকে এফিম্ দেখিতে পাইল, তার টাক-পড়া চক্‌চকে মাথাটা ঠিক এলিসার মত।

এফিম্ ভাবিল, 'এ ঠিক এলিসার মত, কিন্তু এলিসা হ'তেই পারে না। সে আমার আগে যেতে পারে নি। আমরা যে জাহাজে এসেছি তার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আর একখানা জাহাজ এসেছে। আগে এলেও সে সেই-জাহাজ ধর্‌তে পারে নি; আর আমাদের জাহাজে ত আসেই নি; আমি ত জাহাজের সকল যাত্রীকেই দেখেছি।'

এফিম্ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিল সেই বৃদ্ধ প্রার্থনা আরম্ভ করিল। সে তিনবার নুইল, প্রথম ভগবান্‌কে প্রণাম করিল; তারপর দক্ষিণে ও বামে যাত্রীদিগের প্রতি ফিরিয়া এক একবার প্রণাম করিল। সে যখন ডানদিকে ফিরিল এফিম্ তাকে চিনিতে পারিল। সেই কাল কাল দাড়ি গালের উপর কিছু কিছু পড়িয়াছে, ঠিক সেই ভ্রূ, সেই চক্ষু, সেই নাসিকা, মুখের হাবভাব ঠিক সেই। হ্যাঁ, এলিসাই বটে!

তার বন্ধুকে আবার দেখিতে পাইয়া এফিম্ অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সে বিস্মিত হইল,—এলিসা কি করিয়া তার পূর্ব্বে সেইখানে আসিল।

সে ভাবিল, 'এলিসা বেশ করেছে; সে কি রকম এগিয়ে এসেছে। হয়ত তার সঙ্গে অন্য কোন লোকের সাক্ষাৎ হ'য়ে থাক্‌বে, সে ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। যাহোক বেরিয়ে এলে এলিসাকে ধর্‌ব এখন। ওকে পেলেই আমি এই যাত্রীটির সঙ্গ ছাড়্‌তে পারি; এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এলিসার সঙ্গেই থাক্‌ব, কি ক'রে অত সাম্‌নে ওখানে যাওয়া যায়, সম্ভবতঃ সে আমাকে দেখিয়েও দিতে পার্‌বে।'

এফিম্ চাহিয়া রহিল, যেন সে এলিসাকে সেই ভীড়ের ভিতরে না হারাইয়া ফেলে। উপাসনা শেষ হইল। সম্মিলিত লোকদের মধ্যে একটা ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। সকলেই গিয়া প্রভুর সমাধি চুম্বন করিতে লাগিল। ধাক্কা লাগিয়া এফিম্ পড়িয়া গেল। তার আবার ভয় হইল পাছে কেহ টাকা চুরি করে। টাকার থলিটি হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া কোন রকমে সে বাহির হইয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইল। বাহিরে আসিয়া সে এদিকে সেদিকে, আবার গির্জ্জার ভিতরে অনেকক্ষণ ধরিয়া খোঁজ করিল। গির্জ্জার ঘরগুলিতে বহুলোক,—কেহ আহার করিতেছে, কেহ বা সুরা পান করিতেছে, কতকগুলি ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আবার কেহ বা পাঠে নিরত। এলিসাকে কোনওখানে সে খুঁজিয়া পাইল না; বন্ধুকে না দেখিতে পাইয়া ভাঙ্গা-মনে আবার হোটেলে ফিরিয়া গেল। সেই রাত্রে সেই যাত্রীটি ফিরিয়া আসিল

না। এফিমের টাকাটি সে পরিশোধ করিয়া গেল না। সেই রাত্রি এফিম্ একলা রহিল।

পরের দিন সে আবার গির্জ্জায় গেল। তার সঙ্গে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। ইহার সঙ্গে তার জাহাজে আলাপ হইয়াছিল। সে সেদিনও সামনে যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভীড়ের জন্য যাইতে পারিল না, পিছনে পড়িয়া রহিল। কাজেই একটা থামের পাশে দাঁড়াইয়া সে প্রার্থনা করিতে লাগিল। সকলের সাম্‌নে, আলো-গুলির নীচে, প্রভুর সমাধিস্থানে অত্যন্ত নিকটে সে এলিসাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। বেদীর উপরে ধর্ম্মযাজকের মত তার দুই বাহু বিস্তৃত, তার চুলহীন মস্তক অত্যন্ত উজ্জ্বল।

এফিম্ ভাবিল, 'আচ্ছা, এবারে আর এলিসাকে হারাব না, এবারে তাকে ঠিক ধর্‌ব।'

ভীড়ের ভিতরে ঠেলাঠেলি করিয়া সে সাম্‌নের দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া আর এলিসাকে দেখিতে পাইল না। এলিসা চলিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় দিনও আবার গির্জ্জার অভ্যন্তরে চাহিয়া দেখিল যে, সেই পবিত্রতম স্থানে সকলের সাম্‌নে বাহু বিস্তার করিয়া এলিসা দাঁড়াইয়া। সে উর্দ্ধনেত্রে যেন কিছু দেখিতেছিল। তার কেশহীন মস্তকে একটা দীপ্তি।

এফিম্ ভাবিল, 'আচ্ছা, এবারে আর ফস্‌কে যেতে পাচ্ছে না। আমি দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব এখন। বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখা হবেই হবে।'

এফিম্ বাহির হইয়া গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে

বেলা বাড়িতে লাগিল। দু'প্রহর হইয়া গেল। একে একে সকলেই বাহির হইয়া গেল ; কিন্তু এলিসা আর আসিল না।

এফিম্ ছয় সপ্তাহ জেরুজালেমে রহিল এবং সকল পবিত্র স্থান দেখিল ; বেথলহাম, বেথানীতে গেল, জর্দন নদী দর্শন করিল। নিজের সমাধির জন্য একটা নূতন জামা কিনিয়া, সে গির্জ্জায় গিয়া ছাপ মারিয়া আনিল ; জর্দন নদী হইতে এক বোতল পবিত্র জল ও খানিকটা পবিত্র মাটি লইল। গির্জ্জায় যে বাতি পোড়ান হয় তারও কতকগুলি সে কিনিল। আট জায়গায় সে তার নাম লিখিয়া রাখিল।

কেবল বাড়ী যাওয়ার খরচ ভিন্ন তার সব টাকাই খরচ হইয়া গেল। সে বাড়ী যাত্রা করিল, জাফা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়া জাহাজে উঠিল, সেখান হইতে ওডেসায় গিয়া নামিল এবং সেখান হইতে বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল।

—১১—

যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ ধরিয়াই এফিম্ চলিতে লাগিল। যতই সে বাড়ীর কাছাকাছি যাইতে লাগিল, ততই বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম কি রকম চলিতেছে এই চিন্তা প্রধান হইল। সে ভাবিল একটা বাড়ী প্রস্তুত করিতে একটা লোকের জীবনব্যাপী সময়ের দরকার ; কিন্তু সেটাকে নষ্ট করিতে বেশী সময় লাগে না! সেই কুঁড়েঘরখানি ভাল করিয়া তৈয়ারি হইয়াছে কিনা, গরু-বাছুর প্রভৃতি শীতকালে কি ভাবে ছিল, বাড়ীর লোকেরা বসন্তকালটা কি রকম কাটাইয়াছিল,

তাকে ছাড়া তার ছেলে সংসারের সকল কাজের কি রকম বন্দোবস্ত করিয়াছিল—এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে চলিতে লাগিল।

যেখানে এলিসার সঙ্গে সে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল তার অনেকটা নিকটে আসিল। সেখানকার লোকদের দেখিয়া এফিম্ বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, তারা সেই গত বৎসরের লোক। তারা তখন দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে একেবারে ধ্বংস হইতে বসিয়াছিল। অনাহারে শতশত লোক মরিতেছিল। কিন্তু এবারে একেবারে বিপরীত। ভগবানের অনুগ্রহে তারা এবার সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। জমিতে প্রচুর ফসল হইয়াছে; তাদের দুর্দ্দশা ঘুচিয়া গিয়াছে, দুর্ভিক্ষের কথা তারা ভুলিয়া গিয়াছে। সকলেই তখন শান্তি উপভোগ করিতেছে, সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় যেখান হইতে এলিসা তার পিছনে পড়িয়াছিল, ঠিক সেইখানে আসিয়া এফিম্ উপস্থিত হইল। সে যেমনি গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল অমনি একটা ছোট মেয়ে একটা কুটীর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"বাবা, বাবা, আমাদের বাড়ী এসো।"

এফিম্ মনে করিল যে, সে থামিবে না, বরাবর চলিয়া যাইবে; কিন্তু ছোট মেয়েটি তাকে ছাড়িল না, তার কোট ধরিয়া হাসিতে হাসিতে কুটীরের দিকে তাকে টানিতে লাগিল। কুটীরের ভিতরে একজন স্ত্রীলোক, তার কোলে একটি ছোট ছেলে। সেও বাহিরে আসিয়া বলিল—"ভেতরে এসো ঠাকুরদা, আজকে রাত্তিরে এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের সঙ্গেই থাক।"

এফিম্ ভিতরে প্রবেশ করিল।

সে মনে করিল, 'এখানে এলিসার খোঁজ খবর নিতে পার্‌ব। আমার মনে হচ্ছে ঠিক এই বাড়ীতেই সে জল খেতে এসেছিল।'

সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া ব্যাগটা তার হাত হইতে লইয়া গেল, তার মুখ ধুইবার জন্য জল দিল, তারপর তাকে টেবিলের কাছে বসাইয়া দুধ, ছানার পিঠা এবং সুপ প্রভৃতি টেবিলে সাজাইয়া খাইতে বলিল। এফিম্ তাকে ধন্যবাদ দিল এবং তীর্থযাত্রীর প্রতি এত দয়া প্রকাশ করিবার জন্য তার যথেষ্ট প্রশংসা করিল। স্ত্রীলোকটি মাথা নীচু করিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল—"তীর্থযাত্রীর প্রতি আদর যত্ন দেখাইবার আমাদের যথেষ্ট কারণ র'য়েছে। একজন তীর্থযাত্রী আমাদের দেখিয়েছেন জীবনটি কি। তিনিই ত আমাদের জীবন দান ক'রেছেন। আমরা ভগবান্‌কে ভুলে গিয়েছিলুম, এবং ভগবান্ আমাদের এমন শাস্তি দিয়েছিলেন যে, আমরা প্রায় মর মর হ'য়ে প'ড়েছিলুম। গেল বছর গ্রীষ্মকালে আমরা এমন অবস্থায় পড়্‌লুম যে, আমাদের সকলেরই ব্যারাম হ'ল। আর তার ওপরে আমাদের খাবারও একেবারেই ছিল না। আমরা ম'রে যেতুম, কিন্তু আমাদের রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বর একজন বুড়ো মানুষকে পাঠিয়েছিলেন, ঠিক আপনারই মত বুড়ো। তিনি একদিন একটু জল খাবার জন্যে এসেছিলেন; এসে আমাদের অবস্থা দেখ্‌লেন, আমাদের প্রতি তাঁর খুব দয়া হ'ল, তিনি আমাদের সঙ্গেই র'য়ে গেলেন। তিনিই আমাদের আহার ও পানীয় দিলেন, আর সেবা-শুশ্রূষায় চল্‌বার শক্তি এনে দিলেন। আমাদের সমস্ত জমি টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে আন্‌লেন, এবং একটা গাড়ী ও ঘোড়া কিনে আমাদের দিয়ে গেলেন।"

এমন সময় সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী কুটীরে প্রবেশ করিলা এবং যুবতী স্ত্রীলোকটির কথায় বাধা দিয়া নিজে বলিতে লাগিল—"জানিনে তিনি ভাল মানুষ কি ঈশ্বরের দূত। তিনি আমাদের সকলকেই ভালবাস্‌তেন, সকলেরই উপরে তাঁর কৃপাদৃষ্টি ছিল। তাঁর নামটি পর্য্যন্ত আমাদের না ব'লে চ'লে গেলেন, জানিনে কার নাম ক'রে প্রার্থনা করব। আমাদের সেই অবস্থা যেন এখনও আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে, সবই যেন পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্ছি। এখানে আমি মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়েছিলুম, এমন সময় টাকপড়া এক বুড়ো ঘরে ঢুক্‌লেন, তাঁকে দেখ্‌তে বিশেষ কিছু নয়, তিনি এসে একটু জল চাইলেন। আমি পাপী, তাই মনে কর্‌লুম—'এখানে কি কর্‌তে এসেছে।' কিন্তু ভেবে দেখুন দেখি, তিনি আমাদের জন্য কি কর্‌লেন। যেই তিনি আমাদের দেখ্‌লেন, তিনি তাঁর ব্যাগটা এইখানেই রেখে খুল্‌লেন।"

ছোট্ট মেয়েটি সেই সময় তাদের কথায় যোগ দিল। সে বলিল —"না ঠাকুরমা, ব্যাগটা সে প্রথমে ঘরের মাঝখানটার এখানে রেখেছিল; তারপর সে সেটাকে বেঞ্চির উপর তুল্‌লে।"

তারপর সে যা যা বলিয়াছিল ও তাদের জন্য করিয়াছিল,— কোথায় সে বসিত, কোথায় সে শুইত, তাদের প্রত্যেককে সে কি কি কথা বলিয়াছিল—সেইগুলি মনে করিয়া তারা তা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

রাত্রে সেই কৃষক ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেও কি রকম ভাবে তাদের সঙ্গে থাকিত তা বলিতে লাগিল—"যদি তিনি না আস্‌তেন, তা' হ'লে আমাদের পাপে আমরা মারা যেতুম। ঈশ্বর ও মানুষের ওপরে রাগ ক'রে হতাশ হ'য়ে আমরা মারা যাচ্ছিলুম। তিনি এসে আমাদের তুল্‌লেন, চল্‌বার শক্তি দিলেন।

তাঁর দ্বারা আমরা ভগবান্‌কে চিন্‌তে পার্‌লুম, বিশ্বাস কর্‌তে শিখ্‌লুম যে, মানুষের ভিতরে দেবত্ব আছে। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন। আমরা পশুর মত বাস কর্‌ছিলুম, তিনি আমাদের পশুত্ব দূর ক'রে মানুষ ক'রে তুল্‌লেন।"

এফিমের খাবার দেওয়া হইল। আহারের পরে তারা শয়ন করিবার স্থান দেখাইয়া দিল।

এফিম্ শুইল বটে, কিন্তু ঘুম হইল না। সে এলিসার কথা ভুলিতে পারিল না। শুইয়া কেবল তার কথাই ভাবিতে লাগিল। সকলের সাম্‌নে জেরুজালেমে এলিসাকে সে যে তিনবার দেখিয়াছিল, সে তাই মনে করিতে লাগিল। এফিম্ ভাবিল, 'সে-ই আগে গিয়েছিল। আমার তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য ভগবান্ পূর্ণ করুন, আর না-ই করুন, কিন্তু নিশ্চয় তিনি ওর উদ্দেশ্য পূর্ণ ক'রেছেন ওর প্রার্থনা তিনি শুনেছেন।'

পরদিন সকালবেলা এফিম্ তাদের কাছে বিদায় গ্রহণ করিল। তারাও তার পুঁটুলির ভিতরে পিঠা পূরিয়া দিয়া কাজে বাহির হইল। এফিম্ আবার চলিতে লাগিল।

—১২—

এফিম্ এক বৎসর পূর্ব্বে বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ছিল বসন্তকাল। আবার বসন্তকাল ফিরিয়া আসিল। একদিন সন্ধ্যার সময়ে সে বাড়ী পৌঁছিল। তার পুত্র তখন বাড়ীতে ছিল না, সে কোথায় গিয়াছিল। সে খুব বেশী মদ খাইয়া বাড়ীতে আসিল। এফিম্ তাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

প্রত্যেক কথার উত্তরে এবং আর আর ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, এফিমের অনুপস্থিতিকালে তার ছেলে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে ; সমস্ত টাকা অপব্যয় করিয়াছে এবং সকল কাজেই উদাস ভাব দেখাইয়াছে। সে পুত্রকে তিরস্কার করিতে লাগিল, পুত্রও খুব কড়া কড়া জবাব দিল।

পুত্র বলিল—"কেন তুমি বাড়ীতে থেকে নিজে সব কাজ কর্‌লে না ? তুমি নিজেই সব টাকা নিয়ে চ'লে গেলে আর এখন আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছ ?"

এফিমের অত্যন্ত রাগ হইল এবং পুত্রকে প্রহার করিল। পরদিন সকালবেলা সে গ্রামের মোড়লের কাছে ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার জন্য গেল। যখন সে এলিসার বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিল, তার বন্ধু এলিসার পত্নী ঘরের বারান্দা হইতেই তাকে আদরের সহিত ডাকিল। সে বলিল—"আপনি কেমন আছেন ? জেরুজালেমে নিরাপদে যেতে পেরেছিলেন ত ?"

এফিম্ থামিল। সে বলিল—"হ্যাঁ, ভগবানের কৃপায় সেখানে যেতে পেরেছিলুম। তোমার স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছিলুম, শুন্‌তে পেলুম সে নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী এসে পৌঁছেছে।"

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি কথা কহিতে বড় ভালবাসিত। সে বলিল —"হ্যাঁ, সে ফিরে এসেছে। বহুদিন পূর্ব্বেই সে কিন্তু এসেছে। মেরীর স্বর্গারোহণের দিন (৫ই আগষ্ট—ক্যাথলিক খৃষ্টানদের মতে এই দিন কুমারী মেরী সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন—ইহাকে Assumption day বলা হয়) একটু পরেই সে ফিরে এসেছিল। ঈশ্বর যে তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাতে আমরা সকলেই সুখী। তাকে ছাড়া জীবনটা যেন কেমন নীরস বোধ হচ্ছিল।

তার কাছে বেশী কাজ আর আশা করতে পারিনে। আর কাজ করবার বয়সও তার চ'লে গেছে, তবুও সে-ই সংসারের কর্ত্তা। সে যখন বাড়ী থাকে তখন সকলেরই যেন আনন্দ। আমাদের ছেলের সেদিন কি রকম আনন্দ হ'য়েছিল! সে বলে, 'বাবা যখন বাড়ী থাকে না, বাড়ী থেকে দূরে চ'লে যায়, তখন সব ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়, যেন সূর্য্যের মুখ না দেখে অন্ধকারে র'য়েছি।' তাকে ছাড়া বড্ড নীরস বোধ হচ্ছিল—বড্ড কষ্ট হচ্ছিল। আমরা তাকে বড্ড ভালবাসি আর তার খুব যত্নও করি।"

—"সে এখন বাড়ী আছে কি?"

—"হ্যাঁ, বাড়ীতেই আছে। সে এখন মৌমাছি নিয়ে আছে।" এবারে মৌচাকে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে প'ড়েছে; আর এত মধু জ'মেছে যে, সে তার জীবনে আর কখনও দেখেছে ব'লে বোধ হয় না। সে আরও বলে, 'আমাদের পাপের জন্যেই ভগবান আমাদের পুরস্কার দিচ্ছেন না!' আসুন না, আপনাকে আবার দেখ্‌তে পেলে সে অত্যন্ত সুখী হবে।'

এফিম্ কাছে গেল। এলিসার গায়ে একটা সাদা জামা। জেরুজালেমের মন্দিরের ভিতরে যীশুখৃষ্টের সমাধির পার্শ্বদেশে তাকে এফিম্ যেভাবে দেখিতে পাইয়াছিল, আবার এখানেও তাকে ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাইল। বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া, চক্ষু দুটি উর্দ্ধে নিবদ্ধ, বাহু বিস্তৃত, উজ্জ্বল মস্তকে ঠিক তেমনি প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় বৃক্ষের পত্রান্তরাল হইতে প্রভাতসূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া চক্‌চক্ করিতেছিল, আর সোণালী রঙ্গের মৌমাছিগুলি জ্যোতি-মণ্ডলের মত তার মাথাটি ঘিরিয়া উড়িতেছিল, ঠিক তেমনি প্রফুল্ল, প্রশান্ত মুখখানা!—এফিম্ থামিল।

তার বন্ধুপত্নী স্বামীকে ডাকিয়া বলিল—"ওগো শুনছ?—এই যে তোমার বন্ধু এসেছে।"

এলিসা চারিদিকে হাসিমুখে চাহিল, তারপর দাড়ি হইতে মৌমাছি ছাড়াইতে ছাড়াইতে এফিমের দিকে আসিয়া বলিল—"নমস্কার বন্ধু, নমস্কার। তুমি সেখানে নির্ব্বিঘ্নে যেতে পেরেছিলে কি?"

—"হ্যাঁ, আমার শরীরটা সেখানে গিয়েছিল বটে। আমি তোমার জন্য জর্দন নদী থেকে খানিকটা পবিত্র জল নিয়ে এসেছি। এর জন্য তোমাকে আমার বাড়ীতে যেতে হবে। জানিনে আমার চেষ্টা ও উদ্যমে ভগবান্ সন্তুষ্ট হ'য়েছেন কিনা।"

এলিসা বলিল—"বেশ, ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও। যীশু তোমার মঙ্গল করবেন।"

এফিম্ খানিকক্ষণ মৌন হইয়া রহিল। তারপর বলিল—"আমার পা দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমার আত্মা সেখানে গেছে কি না জানিনে—আর একজনের সত্যিই সেখানে গেছে—"

এলিসা তার কথায় বাধা দিয়া কহিল—"সে ভগবানের কাজ ভাই—সে ভগবানের কাজ।"

এফিম্ বলিল—"ফিরে আস্‌বার সময়, তুমি আমার পিছনে প'ড়ে যে বাড়ীতে ছিলে সেখানে গিয়েছিলুম।"

এলিসার ভয় হইল এবং তাড়াতাড়ি বলিল—"ভগবানের কাজ ভাই, ভগবানের কাজ; এসো, তুমি ঘরের ভেতরে এসো। তোমাকে খানিকটা মধু দেবো'খন।" এলিসা সেই-কথাবার্ত্তা চাপা দিবার জন্য সাংসারিক কথা আরম্ভ করিল।

একিম্ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সেই কুটীরের লোকদের কাছে কি শুনিয়াছে কিংবা কি ভাবে জেরুজালেমে তাঁকে দেখিয়াছে তা সে এলিসার কাছে আর প্রকাশ করিল না।

সে বুঝিল যে, তীর্থভ্রমণ করিলেই ভগবানের পূজা হয় না। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা ও তাঁকে সন্তুষ্ট করিবার শ্রেষ্ঠ পন্থা—আজীবন পরের জন্য স্বার্থের বলিদান।

উপাসনা

একজন বিশপ জাহাজে চড়িয়া দূরে সন্ন্যাসীদের এক মঠে যাইতেছিলেন। জাহাজে শত শত যাত্রী। সমুদ্র খুব স্থির, ঝড়-বৃষ্টি কিছুই নাই, আকাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ; হাওয়া খুব ভাল। যাত্রীরা অনেকেই ডেকের উপর বসিয়া—কেহ খাইতেছে ; কেহ বা গল্পগুজব করিয়া সময় কাটাইতেছে। বিশপও ডেকের উপর আসিলেন ; কিছুক্ষণ পায়চারী করিতে করিতে দেখিলেন যে, কয়েকজন লোক জাহাজের সাম্‌নের দিকে জড় হইয়া একজন জেলের কথা শুনিতেছে। জেলে সমুদ্রের দিকে আঙ্গুল দিয়া কি যেন বলিতেছিল। বিশপ থামিলেন ; জেলে যে দিক্‌টা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল সেই দিকে তাকাইলেন ; কিন্তু দেখিলেন, কেবল সমুদ্র সূর্য্যের আলোকে

চক্‌চক্ করিতেছে। তিনি আরও নিকটে গেলেন; তাঁকে দেখিয়া সকলে চুপ করিল এবং নমস্কার করিল।

বিশপ বলিলেন—"আমি তোমাদের বিরক্ত করব না। এই লোকটি কি বল্‌ছিল তাই শুন্‌তে এসেছিলুম।"

সেখানে একজন ব্যবসাদার ছিল, সে বলিল—"এই জেলে আমাদের সন্ন্যাসীদের কথা বল্‌ছিল।"

বিশপ আর একটু সাম্‌নে গিয়া বাক্সর উপর বসিয়া একটু আশ্চর্যভাবে বলিলেন—"কোন্ সন্ন্যাসী? আমার শুন্‌তে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি আঙ্গুল দিয়ে কি দেখাচ্ছিলে?"

জেলে ডান দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—"কেন, ঐ যে দূরে খুব ছোট্ট দ্বীপটা দেখা যাচ্ছে! ওখানেই মুক্তির জন্য সন্ন্যাসীরা বাস কর্‌ছেন।"

বিশপ বলিলেন—"কোথায় দ্বীপ? কই? না। আমি ত কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।"

জেলে বলিল—"ঐ যে খুব দূরে। আমার হাতের সোজা চেয়ে দেখুন। ঐ ছোট্ট মেঘখানা দেখ্‌তে পাচ্ছেন? ওর নীচে একটু বাঁ-দিকে যে একটা রেখার মত দেখা যাচ্ছে, ঐ হচ্ছে সেই দ্বীপ।"

বিশপ খুব নজর করিয়া দেখিলেন, কেবল চক্‌চকে সমুদ্রের ঢেউ দেখিলেন, বলিলেন—"কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ন্যাসীরা কারা?"

জেলে বলিল—"তাঁরা খুব সাধু লোক। আমি তাঁদের কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু পূর্ব্বে আর দেখ্‌তে পাই নি, কেবল গেলবারের আগের বার মাছ ধর্‌তে এসে হঠাৎ আমার নৌকো

তাঁদের চড়ায় আট্‌কে গেল। ভোরবেলা চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌লুম একটা মেটে বাড়ী, কাছে একজন বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে। একটু পরেই ঘর থেকে আরও দুইজন লোক বেরিয়ে এলো। আমাকে তাঁরা খাওয়ালেন, নৌকো মেরামত ক'রে দিলেন।"

বিশপ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাঁরা কি রকম ?"

—"একজন খুব বেঁটে, তাঁর পিঠটা কুঁজো। তিনি খুব বুড়ো। পুরুষের মত পোষাক পরা, তাঁর বয়েস একশো হবে। কিন্তু মুখখানি সব সময়েই হাসি-মাখানো, আর এত চক্‌চকে মনে হয় যেন দেবদূত। আর একজন একটু লম্বা; তিনিও খুব বুড়ো, তাঁর ছেঁড়া খোঁড়া কৃষকের জামা পরা, তাঁর খুব জোর আছে, তিনি দয়ালু ও সদানন্দ। তৃতীয়জন খুব ঢেঙা; তাঁর বরফের মত সাদা দাড়ি হাঁটু অবধি ঝুলে প'ড়েছে। তাঁর আর কোন পোষাক নেই, একটা মাদুর কোমরে জড়িয়ে রাখেন। তবে তিনি একটু কড়া, তাঁর ভ্রূদুটো কুঁচ্‌কেই থাকে।"

বিশপ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাঁরা তোমায় কি বল্‌লেন ?"

—"অধিকাংশ সময়েই তাঁরা চুপ করে ছিলেন। এমন কি নিজেদের ভেতরেও খুব কম কথা কয়েছেন। সব কাজই তাঁরা চুপে চুপে করেন। একজন একটু ইসারা কর্‌লেই আর একজন সেটা বুঝ্‌তে পারেন। সব চাইতে যিনি ঢেঙা, সেখানে তাঁরা কেন রয়েছেন তাঁকে তাই জিজ্ঞেস কর্‌তেই তিনি আমার দিকে কট্‌মটিয়ে চাইলেন, মনে মনে কি যেন বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে বল্‌লেন। আমার মনে হ'ল তিনি রাগ কর্‌লেন। সকলের চেয়ে যিনি বৃদ্ধ তিনি এসে তাঁর হাত ধ'রে হেসে হেসে বললেন 'দয়া কর'। তিনি তখন ঠাণ্ডা হ'লেন।"

কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতেই জাহাজ দ্বীপের আরও নিকটে আসিল।

সেই ব্যবসাদার হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল—"ঐ দেখুন না, এবার বেশ পরিষ্কার দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে।"

দূরে কাল রেখার মত সেই দ্বীপটি এবার বিশপ দেখিতে পাইলেন; খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি নাবিকের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলেন—"ওটা কোন্ দ্বীপ?"

—"এর কোন নাম নেই। ও রকম দ্বীপ ঢের আছে।"

—"এটা কি সত্যি কথা যে, ওখানে অনেক সন্ন্যাসী বাস করেন?"

—"সত্যি কি না জানিনে, তবে শুন্‌তে পাই, জেলেরাও নাকি তাঁদের দেখেছে।"

—"আমার সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু কি ক'রে যাব?"

—"ও দ্বীপে জাহাজ লাগে না, তবে নৌকো ক'রে আপনাকে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কাপ্তেনকেই এটা জিজ্ঞেস করা ভাল।"

কাপ্তেনকে ডাকিয়া পাঠান হইল, তিনি আসিলেন।

বিশপ বলিলেন—"আমাকে ঐ দ্বীপে নৌকো ক'রে নামিয়ে দিতে পার্‌বে কি? ওখানকার সন্ন্যাসীদের আমি দেখ্‌ব।"

কাপ্তেন বলিলেন—"নিশ্চয় আপনাকে নেওয়া যেতে পার্‌ত, কিন্তু আমাদের ঢের সময় যাবে। যদি রাগ না করেন, তা' হ'লে বল্‌তে পারি যে, সেখানে গিয়ে আপনার মেহনত পোষাবে না। শুনেছি তাহারা নিতান্ত বোকা, কোন কথাও কয় না, কিছু বোঝেও না।"

বিশপ বলিলেন—"তাঁদের দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। তোমার যে সময় নষ্ট হবে আর কষ্ট হবে তার জন্যে তোমায় টাকা দেবো।"

কাপ্তেন কাজে কাজেই আদেশ দিলেন এবং নাবিক সেই দ্বীপের দিকে জাহাজ চালাইল। সাম্‌নে একটা চেয়ার দেওয়া হইল, বিশপ বসিয়া সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। যাত্রীরাও জড় হইয়া সেইদিকেই তাকাইল, যাহাদের খুব ভাল চোখ তারা পরিষ্কার দেখিতে পাইল 'মাটির ঘর'। কিছুক্ষণ পরেই একজন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল। কাপ্তেন প্রথম একটা দূরবীণ আনিয়া নিজে দেখিল, তারপর বিশপকে দিয়া বলিলেন—"ঐ যে একটা বড় পাহাড়, তার একটু বাঁ-দিকে তিনজন সমুদ্দুরের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

বিশপ দূরবীণটি লইয়া চাহিয়া দেখিলেন—একজন ঢেঙা, আর একজন তার চেয়ে একটু বেঁটে, আর তৃতীয় জন অত্যন্ত বেঁটে ও কুঁজো। তারা হাত ধরাধরি করিয়া সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

কাপ্তেন বিশপের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"এর চেয়ে বেশী কাছে আর জাহাজ যেতে পার্‌বে না। এখানে নোঙ্গর ফেল্‌ব, আপনি নৌকোয় উঠুন।"

পাল নামাইয়া দেওয়া হইল, জাহাজ থামিল! বিশপ নৌকায় উঠিলেন। সাঁ সাঁ করিয়া নৌকা চলিল। বিশপ তীরের কাছে গেলেন। মাঝিরা নৌকা ধরিয়া রাখিল; তিনি নামিলেন।

সন্ন্যাসীরা তাঁকে নমস্কার করিলেন; বিশপও আশীর্ব্বাদ করিলেন, তারপর বলিতে লাগিলেন—"আমি শুনেছি যে, আত্মার মুক্তির জন্যে ও অন্যান্য মানবের জন্যে তোমরা যীশুর কাছে প্রার্থনা কর্‌ছ। আমি যীশুর অধম সেবক, তাঁরই সেবকদের রক্ষা করা এবং শিক্ষা

দেওয়া আমার কাজ। তোমাদের কি শিক্ষা দিতে পারি তার জন্যে তোমাদের দেখ্‌তে আমার ইচ্ছে হয়েছিল।"

সন্ন্যাসীরা একটু হাসিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না।

বিশপ বলিলেন—"তোমরা আত্মার মুক্তির জন্য কি কর্‌ছ আমায় বল! কি ক'রে এই দ্বীপে তোমরা ভগবানের সেবা কর্‌ছ?"

দ্বিতীয় সন্ন্যাসীটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বৃদ্ধের দিকে চাহিলেন বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন—"ভগবানের সেবা কি ক'রে কর্‌তে হয় তা জানি না। আমরা শুধু নিজেদের সেবা ও পালন কর্‌ছি।"—"কিন্তু কি ক'রে তোমরা প্রার্থনা কর?"

—"আমরা এইরকম ভাবে প্রার্থনা করি,—

'আমরা তিনজন,
আমরা তিনজন,
দয়া কর মোদের'।"

বিশপ একটু হাসিলেন, বলিলেন—"দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে তোমাদের প্রার্থনা ঠিক হচ্ছে না। তোমাদের প্রতি আমার একটা স্নেহ জন্মেছে। তোমরা ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট কর্‌তে চাও বটে, কিন্তু কি ক'রে তাঁর সেবা কর্‌তে হয় তা জান না। ও রকম ক'রে প্রার্থনা করে না। যে রকম ক'রে ভগবান্ সকলকে প্রার্থনা কর্‌তে শিখিয়েছেন, তাই তোমাদের শেখাব।"

ভগবান্ কি করিয়া সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাই সন্ন্যাসীদের বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—"তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষের মুক্তির জন্যে। তিনি যে-রকম ভাবে প্রার্থনা কর্‌তে শিখিয়েছেন, তা এইবার শোন এবং বারে বারে আমার সঙ্গে বল, 'পিতঃ'।"

প্রথম সন্ন্যাসী আবৃত্তি করিলেন—"পিতঃ ;" দ্বিতীয় বলিলেন—"পিতঃ" ; তৃতীয় সন্ন্যাসী বলিলেন—"পিতঃ।"

বিশপ বলিলেন—"তুমি স্বর্গে রহিয়াছ।"

প্রথম সন্ন্যাসী বলিলেন—"তুমি স্বর্গে রহিয়াছ।"

কিন্তু দ্বিতীয় সন্ন্যাসী ঠিক বলিতে পারিলেন না। ঢেঙা সন্ন্যাসীটির দাঁত পড়িয়া যাওয়ায় ফ্যাস্ ফ্যাস্ করিয়া বলিলেন।

বিশপ আবার বলিলেন, সন্ন্যাসীরাও তাঁর সঙ্গে আবার উচ্চারণ করিলেন। বিশপ তাঁদের সামনে একটা পাথরের উপর বসিয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন তিনি বলিতে লাগিলেন ; এক একটা কথা বিশ, ত্রিশ, একশত বার বলিলেন, সন্ন্যাসীরাও বলিতে লাগিলেন।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত প্রার্থনা তাঁরা শিখিতে পারিলেন ততক্ষণ বিশপ সেইখানে রহিলেন। বারে বারে বলাইয়া তাঁদের স্পষ্ট মুখস্থ করাইলেন। তাঁরা নিজেরাই এখন বেশ বলিতে লাগিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। চাঁদ উঠিতেছিল। বিশপ উঠিলেন। সন্ন্যাসীরা একেবারে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া তাঁকে নমস্কার করিলেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে চুম্বন করিলেন। তিনি যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন তেমন ভাবে প্রার্থনা করিতে বলিয়া নৌকায় উঠিলেন।

নৌকায় বসিয়া তিনি কতক্ষণ তাঁদের প্রার্থনা শুনিতে পাইলেন। যতই দূরে যাইতে লাগিলেন ততই অস্পষ্ট হইতে লাগিল। যখন জাহাজের কাছে পৌঁছিলেন তখন আর সে স্বর শুনিতে পাইলেন না ; কিন্তু চাঁদের আলোয় তাঁদের বেশ দেখিতে পাইলেন, তখনও তেমনি ভাবে তাঁরা সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া।

বিশপ যেমনি আসিলেন, অমনি পাল তুলিয়া নোঙ্গর তুলিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তিনি জাহাজে বসিয়া দ্বীপের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তখনও সন্ন্যাসীদের দেখিতে পাওয়া গেল। কিছু পরে সন্ন্যাসীরা অদৃশ্য হইলেন, তার একটু পরে দ্বীপও অদৃশ্য হইয়া গেল ; চারিদিকে কেবল সমুদ্রের ঢেউ চাঁদের আলোতে চক্‌চক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

যাত্রীরা সকলেই শুইয়া ঘুমাইতেছিল। সব চুপ্‌চাপ্। বিশপ কেবল পেছনদিকে বসিয়া সমুদ্র দেখিতেছিলেন, আর সেই সন্ন্যাসীদের কথা ভাবিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, তারা প্রার্থনা শিখিয়া কতই সুখী হইয়াছে। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলেন যে, তিনি ঐ সব লোককে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁকে পাঠাইয়াছেন।

চাঁদের আলোয় সমুদ্রের উপর যেন একটা চক্‌চকে পথ তৈয়ারী হইয়াছে ; সেই পথেই একবার এখানে একবার ওখানে কি যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, কি যেন সাদা ও চক্‌চকে। এটা কি সমুদ্রের চিল, না কোন ছোট নৌকার পাল ? বিস্মিত হইয়া চাহিয়া ভাবিলেন, 'এ নিশ্চয়ই কোন নৌকো আমাদের পেছনে আস্‌ছে ; কিন্তু বড্ড জোরে আস্‌ছে যে। এক মিনিট পূর্ব্বে কোথায় কত দূরে ছিল, এখন অনেক এগিয়েছে। না, নৌকো নয়, পাল নেই ত। যাই হোক্ আমাদের ধরবার জন্যে পেছনে পেছনে আস্‌ছে।'

বিশপ বুঝিতে পারিলেন না এটা কি। নৌকা নয়, পাখী নয়, মাছও নয়। এযে মানুষের মত বড়, কিন্তু মানুষ সমুদ্রের উপর ও-রকম ভাবে আসিতে পারে না। বিশপ উঠিয়া গিয়া নাবিককে বলিলেন—"ভাই, দেখ ত ওটা কি ?" কিন্তু এখন তিনি স্পষ্ট

দেখিতে পাইলেন যে, সেই সন্ন্যাসীরাই জলের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন! সব আলোয় চক্‌চক্‌ করিতেছে। তাঁরা দ্রুতবেগে আসিতেছেন যে, জাহাজের যেন কোন গতিই নাই।

নাবিক দেখিল, ভয়ে হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"ও বাবা! সন্ন্যাসীরাই যে আমাদের পেছনে ছুটে আস্‌ছে এই জলের উপর দিয়ে যেন এটা শুক্‌নো মাটি।"

যাত্রীরা ইহা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং সেখানে গিয়া জড় হইল; তারা দেখিল যে, হাতে হাতে ধরিয়া সেই সন্ন্যাসীরা আসিতেছেন এবং জাহাজ থামিবার পূর্ব্বেই তাঁরা আসিয়া পড়িলেন। আসিয়াই তিনজন এক সঙ্গে বিশপকে বলিয়া উঠিলেন—"প্রার্থনা আমরা ভুলে গেছি। যতক্ষণ বল্‌ছিলুম ততক্ষণ বেশ মনে ছিল, একবার যেই থেমেছি, অমনি সব ভুলেছি; কিছু মনে নেই, আমাদের আবার শেখাও।"

বিশপ জাহাজের পাশে ঝুঁকিয়া বলিলেন—"তোমাদের শেখাতে হবে না; তোমাদের নিজের প্রার্থনা—প্রাণের কথা ভগবানের কানে পৌঁছাবে। আমরা পাপী, আমাদের জন্যে প্রার্থনা ক'রো!"

বিশপ মাথা হেঁট করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন; তাঁরা চলিয়া গেলেন।

সেবা

বহু পূর্ব্বে জেরুজালেমে তুই ভাই বাস করিত। বড় ভাইয়ের নাম ডেভিড, আর ছোট ভাইয়ের নাম জন্। সহরের কাছাকাছি একটা পাহাড়ে তারা বাস করিত এবং সকলে যা কিছু দিত, তাতেই দিন চালাইত। প্রত্যহ ভোরে তারা কাজ করিতে বাহির হইত; তবে নিজেদের জন্য কিছুই করিত না, খাটিত কেবল পরের জন্য—গরীবদের জন্য। যেখানেই ক্লান্ত, রুগ্ ণ, বিধবা কিংবা বাপ-মা-হারা শিশু দেখিতে পাইত সেইখানেই এই তুই ভাই গিয়া তাদের সাহায্য করিত, কিন্তু এক কড়াও লইত না। সমস্ত সপ্তাহ তারা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যাইত, কেবল রবিবার সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া মিলিত। সেই দিনই কেবল তারা বাড়ীতে থাকিত ও তাদের নানা কথাবার্ত্তা হইত। দেবদূত আসিয়া তাদের আশীর্ব্বাদ করিতেন। সোমবার তারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে বাহির হইয়া যাইত। এইরূপে বহুদিন কাটাইল। দেবদূত ফি-সপ্তাহে আসিয়া তাদের আশীর্ব্বাদ করিতেন।

একদিন সোমবারে তুই ভাই কাজে বাহির হইল। তুইজন তুই দিকে গেল। জন্‌কে ছাড়িয়া যাইতে ডেভিডের মনে খুব কষ্ট হইল। ডেভিড খানিকক্ষণ চুপ করিয়া তার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জন্ মাথা হেঁট করিয়া চলিতে লাগিল। সে আর পেছনে চাহিয়া দেখিল না; কিন্তু খানিক দূরে গিয়াই জন্ হঠাৎ থামিল। সে যেন কিছু একটা এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। একটু পরেই

সেই জিনিষটার কাছে গেল ; এক মুহূর্ত্তও আর না থামিয়া, কোনও জানোয়ার তাড়া করিলে লোক যেমন দৌড় দেয় ঠিক তেমনি দৌড় দিল।

ডেভিড্‌ আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং জন কেন ভয় খাইল তা দেখিবার জন্য সেখানে ফিরিয়া গেল। দেখিল, রৌদ্রে একটা জিনিষ খুব চক্‌চক্‌ করিতেছে। আরও কাছে গেল, দেখিল যে ঘাসের উপর অনেকটা সোনা পড়িয়া রহিয়াছে। সোনা দেখা ও জনের লাফ মারায় সে আরও বিস্মিত হইল।

সে ভাবিল, 'জন্‌ ভয় খেলে কেন ? আর ছুটে পালালই বা কেন ? সোনায় ত কোন পাপ নেই, পাপ হচ্ছে মানুষের মনে। সোনা দ্বারা যেমন অসৎকার্য্য করা যায়, সৎকার্য্যও তেমনি করা যাইতে পারে। কত বিধবা, কত অসহায় শিশুদের খাওয়াতে পারা যায়, কত বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, দরিদ্র ও রোগীর শুশ্রূষা করতে ও যত্ন নিতে পারা যায়। আমরা পরের জন্যে খাটি বটে, কিন্তু আমাদের ক্ষমতা নিতান্ত অল্প। আমরা এখন যা কর্‌ছি তার চাইতে সোনা নিয়ে আরও অনেক বেশী কর্‌তে পারি।'

জন্‌কে সে এই কথা বলিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু ইতিমধ্যে সে অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছে। ডেভিড্‌ যতটা সোনা বহিয়া আনিতে পারে ততটা কাপড়ে বাঁধিয়া কাঁধে ফেলিয়া সহরে গেল। সেইখানে একটা হোটেলওয়ালার কাছে সেই সোনা রাখিয়া বাকী সোনাটা আনিবার জন্য আবার গেল। সকল সোনা আনিয়া বণিক্‌দের কাছে গিয়া জমি কিনিল এবং ইট-কাঠ কিনিয়া কুলী-মজুর খাটাইয়া তিনখানা বাড়ী তৈয়ার করাইতে আরম্ভ করিল। একটা বাড়ী হইল বিধবা ও অনাথ শিশুদের আশ্রম, দ্বিতীয়টি দরিদ্র

রোগীর হাসপাতাল এবং তৃতীয়টি দরিদ্র যাত্রীদের অতিথিশালা। তিনজন সাধু পুরুষকে এই তিনটার ভার দেওয়া হইল।

ডেভিডের তবুও তিন হাজার মোহর অবশিষ্ট রহিল; গরীবদের বিতরণ করিবার জন্য সে তিন জন সাধুকে হাজার হাজার করিয়া দিল। তিন বাড়ীই লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। এই সৎকার্য্যের জন্য সকলেই তাকে অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল, তার মনে ভারি আনন্দ হইল; কিন্তু সহর হইতে আর তার যাইতে ইচ্ছা হইল না। নিজে সে এক পয়সাও রাখিল না। যে কাপড়-চোপড় লইয়া সে সহরে আসিয়াছিল তা পরিয়াই বাড়ীতে গেল।

যাইতে যাইতে সে ভাবিল, 'সোনা ফেলে ছুটে গিয়ে ভাই আমার ভুল ক'রেছে। আমি কি ওর চেয়ে ভাল করিনি?'

এই কথা ভাবিতে না-ভাবিতেই সে দেখিল যে, দেবদূত তার পথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তার দিকে তিনি কট্‌মট্ করিয়া চাহিলেন। ডেভিডের ভারি ভয় হইল, বলিল—'কেন প্রভো?"

দেবদূত বলিলেন—"দূর হ'য়ে যাও এখান থেকে। তোমার ভাইয়ের সঙ্গে বাস কর্‌বার যোগ্য তুমি নও। সোনা নিয়ে তুমি যা কিছু ক'রেছ তার চাইতে তার এই সোনা ত্যাগ করে যাওয়ার মূল্য ঢের বেশী।"

তারপর ডেভিড্ বলিল—"কত দরিদ্র, কত যাত্রী আশ্রয় পাচ্ছে, খেতে পাচ্ছে। কত অসহায় শিশুকে গ'ড়ে তোলা হচ্ছে।"

দেবদূত বলিলেন—তোমাকে নষ্ট কর্‌বার জন্যে যে শয়তান সোনা রেখেছিল, সে শয়তানই তোমার মুখে এমনি লম্বা-চওড়া কথা দিয়েছে।"

ডেভিডের বিবেক তাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তার মনে বড় কষ্ট হইল। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

দেবদূত পথ ছাড়িয়া দিলেন। জন্ সেই পথেই তার অপেক্ষায় ছিল; ডেভিড্ আর শয়তানি মতলব কখনও মনে স্থান দেয় নাই। সে বুঝিতে পারিল যে, সোনা দিয়া ভগবানের পূজা কিংবা শ্রেষ্ঠ নরসেবা হয় না, কেবল সৎকর্ম্মের দ্বারাই পরোপকার হইয়া থাকে।

আলো

পূর্ব্বে, বিশেষতঃ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, জমিদারদের মধ্যে তুইটি শ্রেণী ছিল। এক শ্রেণীর জমিদার ছিলেন ধর্ম্মভীরু, তাঁরা মনে করিতেন—মানুষ আজ আছে কাল নাই; কাজে কাজেই তাঁরা তাঁদের রায়তদের উপর দয়া-মায়া দেখাইতেন। কিন্তু আর এক শ্রেণীর জমিদার ছিলেন নিতান্ত নিষ্ঠুর। তাঁরা না ভাবিতেন ধর্ম্মের কথা, না নিজেদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা। এই সব জমিদারের ম্যানেজারেরা ছিলেন আরও নিষ্ঠুর। বিশেষতঃ রায়তদের ভিতর থেকে যাঁরা ম্যানেজার হইতেন কিংবা রায়তদের শাসন করিবার ক্ষমতা পাইতেন, তাঁরা ছিলেন সব চাইতে খারাপ। তাঁদের অধীনে কাজ করা ভয়ানক কষ্টকর ছিল।

এই রকম একজন ম্যানেজার এক জমিদারীতে নিযুক্ত হইলেন। তখনকার নিয়মানুসারে প্রজাদিগকে জোর করিয়া খাটান হইত। তারা পারুক আর নাই পারুক, সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিন খাটিতেই হইত। সেই জমিদারী খুব বড় এবং ভাল। তার ভিতরে খুব বড় বড় মাঠ ছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্যভূমি ছিল, মাঠে জল সেচনেরও খুব সুবন্দোবস্ত ছিল। সেখানে জমিদার এবং কৃষক-প্রজারা সকলেই বেশ সুখে শান্তিতে ছিল, কাজ-কর্ম্ম বেশ চলিতেছিল, কিন্তু এই রকম সময়েই সেই ম্যানেজারটি নিযুক্ত হইলেন।

ম্যানেজার শাসন-ভার লইয়াই কৃষকদের ওপর খুব অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে ছিল স্ত্রী আর দুইটি বিবাহিতা কন্যা। কিন্তু পরিবার প্রকাণ্ড না হইলেও তাঁর টাকা জমানই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি কেবল টাকা আয়ের দিকেই লক্ষ্য করিতেন, তা সদুপায়েই হউক আর অসদুপায়ে-ই হউক। সপ্তাহে যে কয়েকদিন খাটিবার কথা, তিনি তার চেয়েও বেশী দিন কৃষকদের খাটাইবার জন্য জুলুম করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি একটা ইটের কারখানা খুলিলেন; খাটাইয়া খাটাইয়া কৃষক-স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। অন্যের কষ্টের দিকে তাঁর আদৌ দৃষ্টি ছিল না।

তারা বাধ্য হইয়া মস্কো নগরে স্বয়ং জমিদারের কাছেই আবেদন করিতে গেল। কিন্তু তাদের আবেদন অগ্রাহ্য হইল। তিনি ম্যানেজারের ঘোর অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য কিছুই করিলেন না। উপরন্তু তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। ম্যানেজারও অতি অল্প সময়ের মধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে গিয়াছে। তিনি ইহার প্রতিশোধ এমন ভাবে লইতে আরম্ভ

করিলেন যে, তাহাদের দৈনিক কার্য্য আরো কঠোর হইয়া উঠিল, আর একটা কাণ্ড হইল এই যে, নিজেদের ভিতরে দলাদলি আরম্ভ হইল। একজন আর একজনের কথা ম্যানেজারকে বলিয়া দিত, তাদের জীবন আরও কষ্টকর হইয়া পড়িল।

অত্যাচার ক্রমশ বাড়িয়াই চলিল। ম্যানেজারকে সকলে ঠিক বাঘের মত ভয় করিত। গ্রামের ভিতর দিয়া তিনি যখন ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন, তখন সকলেই তাঁকে দেখিয়া ভয়ে পলাইত; তাঁর সঙ্গে আর কেউ দেখা করিত না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তিনি খুব রাগিয়া গেলেন এবং লোকেদের উপর আরও অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কৃষকেরা খাটিয়া খাটিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িত, আর তিনিও একটু কোন অপরাধ পাইলেই কথায় কথায় চাবুক মারিতেন। তাদের কষ্টের আর সীমা রহিল না।

কিছুকাল পরে অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তারা মরিয়া হইয়া উঠিল এবং ইহা লইয়া তারা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল। কোন নির্জ্জন স্থানে তারা জড় হইল এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে বেশী সাহসী সে বলিল—"আর কতকাল আমরা এই পাশবিক অত্যাচার সহ্য করব? এস আমরা এর প্রতিকার করি। এটা চিরদিনের জন্য নির্ম্মূল করতে হবে। এই রকম লোককে খুন করলে কোন পাপ নাই।"

একদিন কৃষকদের একটা বন কাটিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য আদেশ করা হইল। ঠিক ইষ্টারের ছুটির পূর্ব্বের দিনেই ম্যানেজার এই হুকুম জারি করিলেন। দুপুরবেলায় তারা খাইবার জন্য এক জায়গায় জড় হইল এবং নিজেদের ভিতরে বলিতে লাগিল—

"এমনি ক'রে আর কতকাল কাটাব? ওর অত্যাচার সয়ে সয়ে

আমরা মরিয়া হ'য়ে উঠেছি, আর সহ্য কর্‌তে পারছি না। দিন-রাত্তির এমন খাটাচ্ছে যে আমরা কি, আমাদের মেয়েরা পর্য্যন্ত মাসের মধ্যে এক দিনের জন্য একটু সময়ও বিশ্রাম কর্‌তে পায় নি। তা'-ছাড়া যদি কোন কাজ ঠিক মনের মত না হয় তা'হলেই চটে লাল, আর আমাদের ওপর কেবল প্রহার। কথায় কথায় মার। এই ত সেদিন সাইমন চাবুক খেয়েই মারা গেল। আবার এনিসিমেরও চাবুক হ'ল, কি অসহ্য কষ্টটা সে সহ্য কর্‌লে। ভবিষ্যতে আরও কি হবে কে বল্‌তে পারে? আমরা আরও মার খাবার আশায় বসে থাক্‌ব? ওটা ত মানুষ নয়, একটা জানোয়ার। আজকে সন্ধ্যার সময় ঘোড়ায় চেপে আবার এখানে আসবে, আর আমাদের যা তা ব'লে গালাগাল দেবে। আমাদের এখন করা দরকার—ওকে ঘোড়া থেকে টেনে ফেলে, কুড়ুল দিয়ে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেওয়া এবং সমস্ত অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া। তারপর ওকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া। এখন বিশেষ দরকার এই যে আমাদের সকলের একমত হওয়া চাই, এক-জোট হওয়া চাই। বিশ্বাসঘাতকতা একেবারে থাক্‌বে না, তা হ'লে চল্‌বে না।"

এ ব্যাপারে ভোসিলির একটা জেদ ছিল। সকলের চাইতে ম্যানেজারের ওপর তার বেশী রাগ ছিল। ম্যানেজার যে কেবল তাকে ফি সপ্তাহে চাবুক মারিতেন তাই নহে—তার স্ত্রীকে তিনি লইয়া গিয়া রাঁধুনী করিয়াছিলেন। এই সব কারণেই তার একটা বিষম রাগ ছিল।

তারা এইরূপে নিজেদের মধ্যে নানাপ্রকার পরামর্শ আঁটিল। সন্ধ্যার সময় ম্যানেজার সেখানে আসিলেন। আসিয়াই দেখিলেন যে, বন কাটা তাঁর পছন্দমত হয় নাই, কাজে কাজেই ভয়ানক রাগিয়া

গেলেন। তা'ছাড়া এক আটি কাঠের ভিতর একটা ডাল কে রাখিয়াছিল। তিনি বলিলেন—"তোমাদের ডাল কাট্‌তে আমি কতবার বারণ করেছি, তবু এ কাজ কে কর্‌লে? আমায় বল শীগ্‌গির, নইলে তোমাদের সকলকে চাবুক মারবো।"

কার আটিতে ডাল ছিল, ম্যানেজার তাদের বারে বারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তারা খুব ভয় খাইয়া সিভোরকে দেখাইয়া দিল। অমনি তিনি তাহার মুখের ওপর চাবুক মারিতে আরম্ভ করিলেন। চাবুকের ঘায়ে তার মুখ কাটিয়া রক্ত বাহির হইল। ভোসিলির আটিটা বড্ড ছোট দেখিয়া তাহাকেও এমন এক ঘা বসাইয়া দিলেন যে, তাহার শরীরও কাটিয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় কৃষকেরা আবার পূর্ব্বের মত জড় হইল। ভোসিলি বলিতে লাগিল—

"তোমরা কি রকম লোক হে! তোমরা আবার মানুষ? তোমরা ঠিক ঐ চড়ুই পাখীরই মত। এদিকে মুখে বল্‌বার সময়ে বল্‌বে 'প্রস্তুত থাক, প্রস্তুত থাক,' কিন্তু সময়কালে সকলেই ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পড়। ঠিক এমনি ভাবে একটা বাজপাখীকে আট্‌কাবার জন্যে কতকগুলি চড়ুই পাখী প্রস্তুত হয়েছিল। তারাও বলেছিল—'প্রস্তুত থাক, প্রস্তুত থাক, বিশ্বাসঘাতক হয়ো না, হয়োনা।' কিন্তু বাজ যখন সত্যিই সত্যি ছোঁ মার্‌লে তখন তারা সব ঝোপের আড়ালে কোথায় গিয়ে সরে পড়ল, আর বাজটা একটা চড়ুইকে থাবার সঙ্গে ঝুলিয়ে উড়ে গেল। তারপর সব চড়ুই বেরিয়ে এসে দেখলে যে, ঝাঁকের একটা পাখী নেই। তারা বল্‌লে, 'কাকে পাওয়া যাচ্ছে না? ও ছোট্ট ভোসিয়াকে নিয়ে গেছে। বরাতে ছিল এই হবে, হয়েছে। আমাদের দুষ্কর্ম্মের ফল সে ভোগ করছে।' তোমাদেরও ঠিক তাই হয়েছে,

মুখে কেবল বল্‌বে—'বিশ্বাসঘাতক হয়ো না,' 'প্রস্তুত হয়ে থাক!' সে যখন সিভোরকে চাবুক মারছিল, তখন তোমাদের উচিত ছিল মায়া-মমতা সব ত্যাগ ক'রে ওকে একদম সাবাড় ক'রে দেওয়া। কিন্তু তা' না ক'রে কেবল প্রস্তুত থাক, আর প্রবঞ্চনা করো না—যেমন বাজে ছোঁ মার্‌লে অমনি সকলেই ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল।"

এই কথা লইয়া তারা অনেকক্ষণ আলোচনা করিল, শেষে ম্যানেজারকে হত্যা করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইল।

একবার একদিন কৃষকদের ওপর ম্যানেজার হুকুম করিলেন যে, পর্ব্বদিনেও তাহারা ছুটি পাইবে না, সেদিনও জমি চাষ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। কৃষকেরা মনে করিল যে, সেদিন কাজ করানই হচ্ছে ধর্ম্ম নষ্ট করা। সুতরাং তারা সকলে জড় হইয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল—

"যদি সে ধর্ম্ম ভুলে গিয়ে আমাদের এই সব কাজ করতে বলে তা' হলে তাকে খুন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে দ্বিধা করলে চল্‌বে না। ওকে খুনই করা যাক।"

ঠিক এই সময়ে পিটার সেখানে আসিল। সে অত্যন্ত নিরীহ লোক ও অত্যন্ত শান্তি-প্রিয়। এ পর্য্যন্ত সে এই আলোচনায় যোগ দেয় নাই। সে একটু শুনিয়া বলিল—

"ভাই সকল, তোমরা একটা গুরুতর পাপ করতে যাচ্ছ। একটা লোকের জীবননাশ করা বড়ই ভয়াবহ ব্যাপার। একজনকে খুন করা বড়ই সোজা, কিন্তু নিজেদের জীবনের কি হবে? যদি এই লোকটা অন্যায়ই ক'রে থাকে তা' হ'লে ওর অমঙ্গল হবেই। তোমাদের এখন কেবলমাত্র সহিষ্ণু হওয়াই দরকার, বুঝলে ভাই?"

এই কথা শুনিয়াই ভোসিলি অত্যন্ত চটিয়া গেল। সে বলিল —"স্বীকার করি তোমার মতে নরহত্যাটা পাপ, বাস্তবিক পাপও বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে একেবারেই পাপ নয়। সৎলোকের প্রাণনাশ করা পাপ বটে, কিন্তু ওর মত একটা কুকুরকে মারাও কি পাপ? ভগবান্ ওকে খুন করতেই আমাদের আদেশ দিয়েছেন। লোকে আর দশজনের উপকারের জন্যই পাগলা কুকুর মারে; ওর মত বদ লোককে হত্যা করার চাইতে হত্যা না করাই পাপ। সে কেন এমনি ভাবে আমাদের জীবনটা নাশ করতে থাক্‌বে? যদি ওকে খুন করার জন্যে আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়, তা' হ'লেও ত আমাদের আর আর লোকেদের জন্যই করা হবে। তারা বেশ শান্তিতে থাক্‌বে আর আমাদের আশীর্ব্বাদ করবে। তোমার কথা একদম বাজে, পিটার। এই পবিত্র পর্ব্বের দিনে মাঠে গিয়ে উপাসনা ছেড়ে কাজ করা কি কম পাপ মনে কর? তুমি নিজেও নিশ্চয় যেতে চাইবে না, কেমন?"

পিটার উত্তর করিল—"কেন যাব না? যদি আমাকে কাজ কর্‌তে পাঠানো হয়, আমি যাব। আমি যে কাজ কর্‌ব সেটা কেবল আমার নিজের জন্য নয়। কার পাপ—কেবল ভগবান্‌ই জানবেন। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে এই যে, মাঠে কাজ কর্‌বার সময়ও তাঁকেই মনে রাখ্‌ব, তাঁর কথাই ভাব্‌ব। এ সব আমার নিজের কথা নয় ভাই। যদি ভগবান্ ইচ্ছে কর্‌তেন যে, আমরা অন্যায়ের প্রতিকার কর্‌ব আর একটা অন্যায়ের দ্বারা, তা' হ'লে তিনি আমাদের সে বিধান দিতেন এবং সেইটাই যে ব্যবস্থা তাও আমাদের দেখিয়ে দিতেন, কিন্তু তা' নয়। যদি অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার কর, তা' হ'লে সে অন্যায় তোমাদের কাছেই

ফিরে আস্‌বে। দেহের সঙ্গে মানুষের আত্মার একটা সংযোগ আছে, সুতরাং মানুষকে হত্যা করা বোকামি। অন্যের প্রাণ যদি নাশ কর, তোমার আত্মাও কলুষিত হবে। যদি তোমরা মনে কর যে, যাকে তোমরা খুন কর্‌লে সে নিতান্ত অসৎ ছিল এবং তাকে খুন ক'রেই এই জগৎ থেকে অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার সব দূর ক'রে দিলে, তা' হ'লেও জান্‌বে যে, তার সব অন্যায় কাজের চেয়েও এই কাজটা আরও বড় অন্যায় হবে। তার চেয়ে তোমরা সব সহ্য কর্‌তে শেখ, যত বিপদ্ হোক্, যত দুর্ঘটনাই হোক্, সব প্রতিকূল ঘটনা তোমাদের অনুকূল হ'য়ে যাবে।"

পিটারের কথা শুনিয়া কৃষকদের ভিতরে দুই দল হইল। কতক ভোসিলির সঙ্গে যোগ দিল আর কতক সব সহ্য করা এবং পাপ না করাই ভাল মনে করিয়া পিটারের সঙ্গে যোগ দিল।

পর্ব্বের প্রথম দিন রবিবার, তারা সেদিন কাজ বন্ধ রাখিল। সন্ধ্যার সময় জমিদার-বাড়ী থেকে কয়েকজন লোক সঙ্গে করিয়া একজন গোমস্তা আসিয়া বলিল—

"ম্যানেজার মাইকেল আমাদের দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছেন যে, তোমরা কাল জই বোন্‌বার জন্যে মাঠে গিয়ে চাষ কর্‌তে প্রস্তুত থাক্‌বে।"

গোমস্তা আর তার লোকেরা গ্রামের মধ্যে সকল জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল কৃষককেই এই খবর দিল। মহাপুণ্যের দিন তারা ভগবানের নাম লইয়া একটু আনন্দ করিতে পারিবে না, মাঠে গিয়া চাষ করিতে হইবে শুনিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু হুকুম অমান্য করিবার সাহস কাহারও হইল না। পরের দিন ভোরে ঠিক সময়ে লাঙ্গল ও গরু লইয়া মাঠে গিয়া চাষ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে

তখন সব মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে, সারা জগতের লোক উপাসনা আরম্ভ করিয়াছে ; সকলের মনে একটা উল্লাস ও আনন্দ। কিন্তু সেই কৃষকদের আর সে আনন্দে যোগ দিবার সুযোগ রহিল না।

ম্যানেজার সেদিন অনেকটা বিলম্বে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন এবং তাঁর বাড়ীর চারিদিক্ একবার ঘুরিয়া সব দেখিলেন। তাঁর বাড়ীর লোকেরা সকলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরিয়া গাড়ী চাপিয়া বরাবর গীর্জ্জার দিকে চলিয়া গেল। উপাসনা থেকে ফিরিয়া আসিবামাত্রই চাকরাণী টেবিলে কাপড় বিছাইয়া দিল। গোলাবাড়ী থেকে ম্যানেজার ফিরিয়া আসিলে সকলে টেবিলে চা খাইতে বসিয়া গেল। চা-পান শেষ হইয়া গেলে মাইকেল চুরুটের পাইপ ধরাইয়া গোমস্তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কৃষকদের কাজে লাগিয়েছিলে ত ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তাদের সকলেই কাজে গিয়েছিল ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিল, তাদের কে কোন্ জায়গায় চাষ করবে তা' আমি নিজেই স্থির ক'রে দিয়েছি।"

—"তুমি সব স্থির ক'রে দিয়ে এসেছ, ভালই। কিন্তু তারা কি সত্যিই চাষ করছে ? যাও, দেখ গিয়ে তারা কাজ কর্‌ছে কি না। তাদের গিয়ে বল যে, আমার খাওয়া হ'লে নিজেই তাদের ওখানে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তাদের আরও বল্‌বে যেন দু'খানা লাঙ্গলে একখানা জমি চাষ করা হয়, আর যেন ভাল ক'রেই জমিতে চাষ দেওয়া হয়। আজকে পর্ব্বের দিন হোক্ বা নাই হোক্ আমি কিছুই মান্‌ব না ; যদি গিয়ে ঠিক কাজ না পাই তা' হলে উচিত শিক্ষা দেব, যেন মনে রাখে।"

"আচ্ছা বেশ," বলিয়া গোমস্তা চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় মাইকেল তাকে আবার ডাকিলেন। তিনি কিছু বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। খানিকক্ষণ এটা সেটা ইয়ে ইত্যাদি করিয়া শেষে বলিলেন—

"হ্যাঁ, তোমায় বল্‌ছিলুম এই যে, আমি চাই বদ্‌মাইসগুলো কি বলে তুমি বেশ ক'রে শুন্‌বে। যদি আমাকে কেউ গালাগালি দেয় আমাকে এসে বল্‌বে। ও বদ্‌মাইসগুলোকে আমি ভাল রকম চিনি। ওরা একদম কাজ করতে চায় না। চায় কেবল বেশ আরাম ক'রে শুয়ে থাক্‌তে। বেশ ছুটী থাক্‌বে, মদ খাবে, স্ফূর্ত্তি করবে—ব্যস, এই ত ওরা ভালবাসে। জমি চাষ করা হোক্ বা নাই হোক্ ওরা গ্রাহ্যই করে না। কাজেই তুমি এখুনি যাও, গিয়ে শোন ওরা কি বলে। কে কি বলে লক্ষ্য করবে এবং আমাকে ক্রমে সব কথা খুলে বল্‌বে। যাও, দেখ গে সব, কোন কিছু গোপন রাখ্‌বে না, যাও।"

গোমস্তা ঘর হইতে বাহির হইয়া ঘোড়ায় চাপিয়া মাঠে কৃষকদের কাছে চলিয়া গেল।

গোমস্তার সঙ্গে যে সব কথা হইয়াছিল তা সবই ম্যানেজারের স্ত্রী শুনিতে পাইয়াছিল। কৃষকদের জন্য দুই একটা কথা বলিবার উদ্দেশ্যে সে ম্যানেজারের কাছে আসিল। সে ছিল খুব সরল-প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তার মনটাও ছিল খুব ভাল। যখনই কোন সুযোগ পাইত তখনই সে আসিয়া তার স্বামীর মন নরম করিবার চেষ্টা করিত এবং দরিদ্র চাষাদের উপর যাতে কোন অত্যাচার না হয় তারই চেষ্টা করিত।

স্বামীর কাছে আসিয়াই সে বলিল—"প্রিয়তম মাইকেল, আজ

এই পুণ্যের দিনে তুমি এ রকম একটা মহাপাতকের কাজ করো না যীশুর নামে, যীশুর জন্যে আজকে ওদের ছেড়ে দাও।"

স্ত্রীর কথা মাইকেল গ্রাহ্যই করিল না, সব কথাই হাসিয়া উড়াইয়া দিল। পরে বলিল—

—"কেন, তোমার পিঠের সঙ্গে চাবুকের পরিচয়ের কি এতই অভাব হয়েছে যে, অনধিকার চর্চ্চা করতে তুমি এতটা সাহসী হয়েছ?"

—"প্রিয়তম মাইকেল, আমি একটা বড্ড খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। তুমি একবার আমার কথাটা শোন, ওদের এবার ছেড়ে দাও।"

ষোড়শোপচারে থালায় থালায় খাবার আসিল। চপ, কাটলেট, মাংস, মোরব্বা ও পুডিং। মাইকেল একে একে সব গিলিতে লাগিলেন, খাওয়ার পর বড় এক গ্লাস মদ খাইলেন। মদ খাইয়াও খাওয়া শেষ হইল না, এক থালা ফল নিঃশেষ করিলেন। তার পরে রাঁধুনী স্ত্রীলোকটিকে ডাকিয়া আনিয়া পিয়ানো বাজাইতে বসাইয়া দিলেন এবং তার সঙ্গে নিজেও একটা সেতার লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন।

মাইকেলের স্ফূর্ত্তি খুব জমিয়া আসিল। তিনি মাঝে মাঝে কাসিতে ছিলেন আর সেতারের কাণ মোচড়াইতে ছিলেন, ঠিক এমন সময়ে গোমস্তা আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া মাঠে কৃষকদের কাজ সম্বন্ধে বলিতে লাগিল।

মাইকেল জিজ্ঞাসা করিলেন—"যার যতটুকু জমি চাষ করবার কথা ঠিক করছে ত?"

গোমস্তা বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তারা এরই মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী জমি চ'ষে ফেলেছে।

—"কোনখানে কিছু ফাঁকিটাকি দেয় নি ত ?"

—"আজ্ঞে না, আমি ত কিছুই দেখ্‌তে পাই নি। তারা বেশ চাষ করছে। তারা আপনাকে খুব ভয় করে !"

—"আচ্ছা, জমি ভাল তৈরী হয়েছে ত ?'

—"হ্যাঁ, খুব নরম গুঁড়ো হ'য়ে পোস্তর দানার মত উড়্‌ছে।"

মাইকেল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

একটু পরেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা বেশ। তারা আমার সম্বন্ধে কি বল্‌ছে ? আমায় গালাগালি দিচ্ছে ?"

গোমস্তা একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু মাইকেল বলিলেন—"হ্যাঁ, আমায় সব কথা বল। তোমার নিজের কথা ত আর আমায় বল্‌বে না, তাদের কথাই বল্‌বে। সত্যি বল, আমি তোমায় পুরস্কার দেব ; কিন্তু তুমি যদি কোন কথা গোপন কর তা' হ'লে তোমার উপর আর আমার দয়া-মায়া থাক্‌বে না। তোমাকে আচ্ছা ক'রে চাবুক মারব। এই যে রাঁধুনী, দাও ত ওকে এক গ্লাস মদ এনে, খেয়ে একটু জোর হোক্।"

রাঁধুনী গিয়া এক গ্লাস মদ আনিয়া গোমস্তার হাতে দিল। গোমস্তা মাইকেলকে খুব ভক্তির সহিত সেলাম ঠুকিয়া গ্লাসটি নিঃশেষ করিয়া মুখ মুছিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল—

'এঁকে যে কেউ প্রশংসা করে না, সে ত আমার দোষ নয়, দোষ ওঁর নিজেরই, যাক্ আমায় যখন সত্যি কথা বল্‌বার জন্য বল্‌ছেন তখন সত্যি বল্‌ব।'

মনে খুব সাহস করিয়া গোমস্তা বলিতে লাগিল—"তারা ভয়ানক অসন্তোষ প্রকাশ করছে।"

—"তারা কি বলে আমায় বল।"

—"তাদের সকলেই একটা কথা বল্ছে এই যে, আপনার ভগবানে আদৌ বিশ্বাস নেই।"

মাইকেল হো হো করিয়া এক মুখ হাসিয়া ফেলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাদের ভিতরে তা' বল্ছে কে?"

—"তারা সকলেই বলে। তারা বলে আপনি শয়তানের সেবাই করছেন।"

মাইকেল আরো বেশী হাসিয়া বলিলেন—"চমৎকার! আচ্ছা আমায় এখন বল দেখি তারা পৃথক্ ভাবে কে কি বল্ছে; ধর যেমন ভোসিলি। সে কি বল্ছে?"

গোমস্তা এ পর্য্যন্ত তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু ভোসিলি ও তার ভিতরে অনেক দিনের ঝগড়া ছিল বলিয়া এবারে বলিল—"ভোসিলি সকলের চাইতে আপনাকে বেশী গালাগালি দেয়।"

—"সে কি বলে আমায় বল না।"

—"আমার বল্তে বড্ড লজ্জা হয়। তার আশা হচ্ছে, একদিন-না-একদিন এর ভয়ানক পরিণাম আপনাকে ভোগ কর্তে হবে।"

মাইকেল চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"ওঃ সে তাই বল্ছে? সে আমায় মার্তে পার্বে না, আমার গায়ে হাত ঠেকাবার সুযোগ আর সে পাচ্ছে না। আচ্ছা ভোসিলি, তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে এখন। হ্যাঁ, সেই কুকুরটা কি বল্লে?"

—"আপনাকে কেউ ভালবাসে না। সকলেই গালাগালি দেয় ও শাসায়।"

—"আচ্ছা, পিটার কি বলে? যারা গালাগালি দেয় তাদের ভিতরে বুড়ো বদ্মাইসটাও আছে নিশ্চয়।"

—"না না—সে নয় মাইকেল।"

—"সে কি বল্‌ছে?"

—"তাদের ভিতরে কেবল সে-ই একদম কিছুই বলে নি। চাষাদের ভিতরে সে অনেক জানে-শুনে। তাকে আজ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম।"

—"কেন বিস্মিত হয়েছিলে?"

—"সে যা কর্‌ছিল তাই দেখে। অন্যেও আশ্চর্য্য হয়েছিল।"

—"সে কি কর্‌ছিল?"

—"সে একটা অদ্ভুত ব্যাপার! সে চাষ কর্‌ছিল; আমি যখন ঘোড়া ছুটিয়ে তার কাছে গেলুম, বোধ হ'ল কেউ খুব মৃদু সুন্দর সুমিষ্ট সুরে গান গাইছে আর তার লাঙ্গলের ফালের ঠিক মাঝখানে কি যেন একটা চকচক ক'রে জ্বলছিল।"

—"বাঃ!"

—"সেটা ঠিক যেন একটা আগুনের শিখার মত জ্বল্‌ছিল। আমি তার কাছাকাছি হলুম, দেখ্‌লুম একটা মোমবাতি তার লাঙ্গলের ফালের খুব কাছে ছিল বটে, কিন্তু বাতিটা কিছুতেই নিবল না!"

—"সে কি বল্‌ছিল?"

—"সে কিছুই বলে নি। আমায় দেখে ইষ্টারের নমস্কার কর্‌লে, তার পরে আবার গান গাইতে আরম্ভ কর্‌ল। তার গায়ে একটা নতুন জামা। চাষ কর্‌তে কর্‌তে স্তোত্র গান কর্‌ছিল। জমির একদিক্ থেকে আর একদিকে গিয়ে যখন ফির্‌ছিল কিংবা লাঙ্গল নাড়াচ্ছিল তখনও বাতি নেবে নি। নাড়া দিয়ে ফাল থেকে যখন মাটি ঝরাচ্ছিল এবং হাতল ধ'রে লাঙ্গল উঁচু কর্‌ছিল তখনও আমি

তার একেবারে কাছে ছিলুম। কিন্তু সব সময়েই বাতিটা সমান জ্বল্‌ছিল, কিছুতেই নিব্‌ল না।”

—“তুমি তাকে কি বল্‌লে ?”

—“আমি কিছুই বলি নি। কতকগুলো কৃষক এসে তাকে দেখে খুব হাস্‌ছিল। তারা বল্‌ছিল, এই ইষ্টারের দিনে চাষ করার জন্য পিটারকে একশো বছর প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে।”

—“তাতে পিটার কি বল্‌লে ?”

—“সে কেবল বল্‌লে, ‘পৃথিবীতে শান্তি আর মানুষের মঙ্গলেরই ইচ্ছা।’ তার পরে আবার হেঁট হ’য়ে লাঙ্গলটি ধর্‌লে, ঘোড়াগুলি চালালে, আবার খুব সুমিষ্ট স্বরে গান গাইতে গাইতে চাষ কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু তার বাতি সমানে জ্বলতেই লাগ্‌ল, কিছুতেই নিব্‌ল না।”

মাইকেল আর হাসিলেন না। সেতারটা এক পাশে রাখিয়া দিলেন। বুকের উপর মাথা নুইয়া পড়িল, চুপ করিয়া কেবল ভাবিতে লাগিলেন।

গোমস্তা ও রাঁধুনীকে তিনি চলিয়া যাইতে বলিলেন, খানিকক্ষণ ঠিক সেই ভাবে একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর শুইবার ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। গাড়ী যেমন বোঝার ভরে ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দ করে, তেমনি তিনিও খুব দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁর স্ত্রী কাছে আসিল এবং অনেক যুক্তিতর্ক করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি অনেকক্ষণ কোন জবাব দিলেন না।

অবশেষে কোন রকমে তিনি বলিলেন—“ঐ লোকটা দেখ্‌ছি জিতে গেল। এখন আমি সব বুঝ্‌তে পারছি।”

তাঁর স্ত্রী অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল—"তুমি গিয়ে কৃষকদের ছেড়ে দাও। অবশ্য এটা কিছুই নয়। তুমি যে-সব কাজ করেছ এবং যা করতে মনে তোমার একটু দ্বিধা হয়নি, তাই একবার ভাব দেখি। এখনই বা তুাম তাদের ছেড়ে দিতে ভয় খাবে কেন?"

তিনি কিন্তু কেবল বলিলেন—"ঐ লোকটাই আমাকে হারিয়েছে। আমি ভেঙ্গে পড়েছি। তুমি এখনও সুস্থ ও সবল আছ। এই বেলা সরে পড়। তুমি এসব কিছুই বুঝ্তে পার্বে না।"

মাইকেল শুইয়াই রহিলেন।

পরের দিন ভোরের বেলা তিনি উঠিলেন এবং পূর্ব্বেরই মত কাজ-কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁর অনেকটা পরিবর্ত্তন হইল। তিনি যে মনে খুব বড় একটা আঘাত পাইয়াছেন, তা বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল। মাঝে মাঝে হতাশায় মন অবসন্ন হইয়া পড়িত, তিনি মূর্চ্ছিত হইতেন। কোনও কাজই করিতেন না, বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবিতেন। তাঁর প্রভুত্ব আর বেশী দিন রহিল না। আর একটা উৎসব উপলক্ষে জমিদার স্বয়ং তাঁর জমিদারী দেখিতে আসিলেন। তিনি ম্যানেজারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, ম্যানেজার অসুস্থ; দেখা হইল না। দ্বিতীয় দিন আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন, সে দিনও অসুস্থ। জমিদার শুনিতে পাইলেন, মাইকেল মদ খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। কাজে কাজেই তিনি তাকে বরখাস্ত করিলেন। মাইকেল তবুও বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন, কোনও কাজ করিলেন না, কেবল দুঃখে আর্ত্তনাদ করিলেন। যা কিছু তাঁর ছিল সব মদ খাইয়া উড়াইয়া দিলেন; এমন কি তাঁর স্ত্রীর শাল, আলোয়ান ও গয়না পর্য্যন্ত

চুরি করিয়া শুঁড়ীর দোকানে গিয়া মদ খাইতেন। তাঁকে দেখিয়া কৃষকদের পর্য্যন্ত দয়া হইতে লাগিল, তারাও তাঁকে মদ দিত। যাহা হউক, মাইকেলের জীবন আর একটি বৎসরও কাটিল না। হঠাৎ একদিন খুব বেশী মদ খাইয়া তিনি মারা গেলেন।

সুরাটের কাফিখানা

সুরাট নগরে একটা কাফিখানা ছিল। জগতের সকল স্থান হইতেই সেখানে অতিথি আসিত এবং অনেকে একত্র হইয়া অনেক বিষয় আলোচনা করিত।

একদিন একজন পারস্যদেশীয় খুব বিদ্বান্ মোল্লা সেই কাফিখানায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বই পড়িয়া সারা জীবন কাটাইয়াছেন। ভগবান্ সম্বন্ধে এত পড়িয়াছেন—চিন্তা করিয়াছেন ও এত লিখিয়াছেন যে, শেষে তাঁর, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। মাথা এমন খারাপ হইল যে, ক্রমে ঈশ্বর আছেন কিনা—এরূপ ভাবনা তাঁর মাথায় আসিতে লাগিল। পারস্যের রাজা ইহা শুনিতে পাইয়া দেশ হইতে তাঁকে তাড়াইয়া দিলেন।

চিরকাল ঈশ্বর-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই হতভাগ্য মোল্লা তত্ত্বকথা এত জটিল করিয়া নিজেকে একেবারে হতবুদ্ধি করিয়াছেন। তিনি বুঝিতেন না যে, বিচার-বুদ্ধি তিনি একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ভগবান্ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া আছেন, এ কথায় তাঁর খোঁকা ঠেকিতে লাগিল।

তাঁর একজন ক্রীতদাস ছিল। সে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। পারস্যের এই পণ্ডিত কাফিখানার ভিতর আসিলেন। তাঁর এক ভৃত্য দরজার কাছে রোদে একটা পাথরের উপর বসিয়াছিল। তাকে ঘিরিয়া মাছি ভন্‌ভন্‌ করিতেছিল—আর সে সেইগুলি তাড়াইতেছিল। সেই কাফিখানাতেই তামাক খাইবার ঘরে বসিয়া সেই পণ্ডিত আফিং চাহিলেন। আফিং খাইয়া যখন তাঁর মাথার ভিতর বেশ ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে লাগিল তখন তিনি তাঁর সেই চাকরটাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে বেটা মুখ্যু, তুই আমায় বল ত ভগবান্‌ আছেন, না নেই ?"

"নিশ্চয়ই তিনি আছেন" বলিয়া সেই ক্রীতদাস তার কোমরবন্ধ হইতে তখনি ছোট্ট একটি কাঠের পুতুল বাহির করিল।

সে বলিল—"এই ঈশ্বর—যিনি আমাকে জন্মকাল থেকে রক্ষা ক'রে আস্‌ছেন। যে গাছের কাঠ দিয়ে এই ঈশ্বর তৈরি হন, সেই গাছকেও আমাদের দেশের সকলে পূজা ক'রে থাকে।"

পণ্ডিত ও ক্রীতদাসের এই কথাবার্ত্তা কাফিখানার সমস্ত অতিথি মন দিয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিতের প্রশ্নে ও তাঁর ভৃত্যের উত্তরে তাঁরা অবাক্‌ হইলেন। সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন ব্রাহ্মণ। তিনি ক্রীতদাসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"হতভাগ্য মূর্খ, এ কি কখনও সম্ভব যে ভগবান্‌কে কেউ ব'য়ে আন্‌তে পারে ? ভগবান্‌ একজন এবং তিনি এই সমস্ত জগতের চাইতেও বড় ; কারণ এ জগৎ ত তাঁরই সৃষ্টি। সবার চেয়ে তাঁর শক্তি বেশী। তাঁরই জন্যে গঙ্গাতীরে কত শত মন্দির তৈরি হয়েছে ; সেখানে তাঁর যথার্থ পূজারী ব্রাহ্মণেরা তাঁর পূজা ক'রে থাকেন। তাঁরাই শুধু ব্রহ্মকে জানেন, তাঁরা ভিন্ন আর কেউ জানে না। সেই এক

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—প্রকৃত ভগবান্ এই ব্রাহ্মণদের রক্ষা করেছেন ব'লে যুগে যুগে, অসংখ্য বিপ্লবের মধ্যেও তাঁরা নিজের প্রাধান্য অটল রাখ্‌তে পেরেছেন।"

ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, সেখানকার প্রত্যেকেই তাঁর কথা বিশ্বাস করিয়াছে; কিন্তু সেখানে একজন ইহুদী দালাল ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"না, প্রকৃত ভগবানের মন্দির ভারতবর্ষে নহে, কিংবা তিনি ব্রাহ্মণ জাতিকে রক্ষাও করেন না। প্রকৃত ভগবান্ ব্রাহ্মণদের ভগবান্ ন'ন, তিনি হচ্ছেন আব্রাহাম, আইজাক ও জেকবের ঈশ্বর। তিনি তাঁর বাছাই-করা প্রিয় ইজরাইলদের ছাড়া আর কাউকে রক্ষা করেন না। জগতের সৃষ্টি অবধি কেবল আমাদের জাতই তাঁর প্রিয় হয়েছে। আমরা এখন পৃথিবীর এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু তা' তিনি করেছেন শুধু আমাদের পরখ কর্‌বার জন্যে। নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাক্‌লেও তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, একদিন সকলকে জেরুজালেমে জড় কর্‌বেন। পুরাতন পৃথিবীর আশ্চর্য্য জিনিষ জেরুজালেমের মন্দির আবার আলো ক'রে জগতের সকল জাতির উপর শাসন কর্‌বার জন্যেই তিনি ইজরাইলের প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

ইহুদী এইরূপ অনেক কথা বলিতে বলিতে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। তিনি আরও বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু একজন ইটালির পুরোহিত সেখানে ছিলেন। তিনি তাঁকে বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনি যা বলেছেন তা' একেবারেই মিথ্যা। আপনি ভগবানের উপর একটা অবিচার আরোপ কর্‌ছেন! অন্যান্য সব জাতকে বাদ দিয়ে তিনি আপনাদের জাতটাকেই বেশী ভালবাসেন

না। যদিও এটা সত্যি যে, তিনি পূর্ব্বে ইজরাইলদের ভালবাসতেন, তারা এক হাজার নয়শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁর ক্রোধের কারণ হয়েছে, তার জন্যেই ইহুদী জাত অধঃপাতে গেছে, ভগবান্ তাদের এখানে সেখানে ছড়িয়ে রেখেছেন। তাদের ধর্ম্ম কেহ গ্রহণ করে না, সেটা প্রায় উঠেই গেছে। ভগবান্ কোন জাতিকে বেশী ভালবাসেন না, কিন্তু যারা তাঁর আশ্রয়ে থাক্‌তে চায় তাদের তিনি রোমের ক্যাথলিক গির্জ্জায় যেতে বলেন। তার বাইরে গেলে—সে গির্জ্জা ছেড়ে অন্য কোন খানে গেলে—মুক্তি লাভ হবে না।”

ইটালির ধর্ম্মযাজকটি এইরূপ বলিলেন। কিন্তু সেখানে একজন প্রোটেষ্ট্যাণ্ট পাদ্রীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকের দিকে চাহিয়া তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—“তুমি কি ক'রে বল্‌তে পার যে, কেবল তোমাদের ধর্ম্মে যারা রয়েছে শুধু তাদেরই মুক্তি হবে, আর কারুর মুক্তি হবে না? সত্যি সত্যিই যারা বাইবেলে যীশুখৃষ্টের নিজের উপদেশ মত ভগবানের উপাসনা করে তারা তাঁর আশ্রয় পাবে।”

সুরাটের টেক্স আফিসের একজন তুর্কী কর্ম্মচারী কাফিখানায় বসিয়া চুরুট খাইতেছিল। সে ঐ দুই খৃষ্টান পাদ্রীর চেয়েও নিজের ধর্ম্মের মহিমা জাহির করিবার জন্য বলিল—“রোমীয় ধর্ম্মে তোমাদের বিশ্বাসের মূল্য নেই। বারশত বৎসর পূর্ব্বে সত্যধর্ম্ম এটাকে ছোট ক'রে ফেলেছিল। সে ধর্ম্ম হচ্ছে মহম্মদের ধর্ম্ম। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বে যে, খাঁটি মুসলমানধর্ম্ম ইউরোপ, এশিয়া, এমন কি সুসভ্য চীনদেশে পর্য্যন্ত কি রকম ছড়িয়ে পড়েছে। তোমরা নিজেরাই বল্‌ছ যে, ভগবান্ ইহুদীদের অগ্রাহ্য করেছেন এবং এর প্রমাণ-স্বরূপ তোমরাই বল্‌লে যে, ওদের ভগবান খাটো ক'রে

রেখেছেন, তাই ওদের ধর্ম্ম ছড়িয়ে পড়্ছে না। তা' হ'লেই মুসলমান-ধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এইটে স্বীকার কর, কারণ এটা দেশে দেশে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়্ছে! ভগবানের শেষ অবতার মহম্মদকে যারা ভজনা না কর্বে, তাঁর ধর্ম্ম যারা গ্রহণ না কর্বে, তারা মুক্তি পাবে না; কিন্তু এই মহম্মদের শিষ্যদের ভিতরে যারা ওমরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে তারাই শুধু মুক্তি পাবে, আলিকে যারা অনুসরণ কর্বে তারা মুক্তি পাবে না, আলি ধর্ম্মে আস্থাহীন।"

পারস্যের সেই মোল্লা আলির দলভুক্ত। তিনি ইহার উত্তর দিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সেখানে উপস্থিত নানান্ ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের লোকদের ভিতরে এক মহাতর্ক বাধিয়া গেল। সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল, কি করিয়া ভগবানের পূজা করিতে হয়, সে সম্বন্ধে অনেক যুক্তি দেখাইল। তাদের প্রত্যেকেই জাহির করিল যে, শুধু তারই দেশে সকলে ভগবান্‌কে জানে ও সেখানেই শুধু তাঁর প্রকৃত পূজা হয়।

সকলেই যুক্তি খাটাইল, চীৎকার করিল; একজন চীনবাসী চীনের দার্শনিক মহাপণ্ডিত কন্‌ফিউসিয়াসের শিষ্য তর্কে যোগ না দিয়া কাফিখানার এককোণে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন এবং সকলের যুক্তিতর্ক শুনিতেছিলেন, শুধু তিনি নিজে কোনও কথা বলিলেন না।

তুর্কী তাঁকে দেখিতে পাইয়া বলিল—"আমি যা বল্‌ছি তাতে আপনি মত দিতে পারেন। আপনি চুপ ক'রে ব'সে আছেন; কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, যদি আপনি কিছু বলেন, তা' হ'লে আমার মতটাই আপনি স্বীকার কর্‌বেন। আপনাদের দেশ থেকে যে সকল ব্যবসাদার আমার কাছে সাহায্যের জন্যে আসে, তারা ব'লে

থাকে যে, যদিও চীনে নানান্ ধর্ম্মের চলন আছে, তবুও চীনদেশের লোকেরা এটাকেই সবচেয়ে বড় ব'লে মনে করে এবং ইচ্ছা ক'রে নিয়ে থাকে। তা' হ'লে আপনি আমার মতে সায় দিন্ এবং প্রকৃত ভগবান্ ও তাঁর অবতার সম্বন্ধে আপনার মত আমাকে বলুন।"

সেখানে যারা দাঁড়াইয়াছিল সকলেই সেই চীনবাসীর দিকে ফিরিয়া বলিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন বলুন, আমরা শুনি।"

দার্শনিক কন্‌ফিউসিয়াসের শিষ্য সেই চীনবাসী চক্ষু বুজিয়া কিছুক্ষণ ভাবিলেন; তারপর চোখ খুলিয়া ঢিলে আস্তিনের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া, দুই হাত জোড় করিয়া বুকের উপর রাখিলেন ও নরম গলায় বলিতে লাগিলেন—"মহাশয়গণ, ধর্ম্ম বিষয়ে যে একের সঙ্গে অন্যের মিল হয় না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে অন্তঃসারশূন্য একটা অহঙ্কার। যদি আপনারা শোনেন, তা' হ'লে উদাহরণ রূপে একটা গল্প আপনাদের বল্‌ব, তাতেই আপনারা খুব ভাল ক'রে এটা বুঝ্‌তে পারবেন।

"আমি চীনদেশ থেকে এখানে ইংলণ্ডের একটা জাহাজে চ'ড়ে এসেছিলুম। সে জাহাজখানা সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এসেছে। সুমাত্রা দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে পানীয় জলের জন্য আমরা নাম্‌লুম। তখন বেলা দুপুর। আমাদের অনেকে সেখানে নেমে সমুদ্রতীরের নারকেল গাছের ছায়াতে বসেছিল। কাছেই একটা গ্রাম ছিল। আমাদের দলে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক ছিল।

"আমরা সেখানে ব'সে আছি, এমন সময় একজন অন্ধ আমাদের কাছে এলো। তারপরে আমরা জান্‌তে পার্‌লুম যে, সূর্য্যটা কি

তাই জান্‌বার জন্যে সে অনেকক্ষণ ধ'রে এক ভাবে সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকৃত।

"এটা বের কর্‌বার জন্যে সে বহুদিন সূর্য্যের দিকে চেয়ে দেখেছে, কিন্তু তাতে এই ফল হ'ল যে, অত্যন্ত প্রখর আলোয় তার চোখ খারাপ হ'ল, আর সে একেবারে অন্ধ হ'য়ে গেল।

"তারপর সে ভাব্‌লে—'সূর্য্যের আলো তরল জিনিষ নয়, কারণ যদি এটা তরল জিনিষ হ'ত, তা' হ'লে একটা পাত্র থেকে আর একটা পাত্রে ঢালা যেতে পারৃত, ও হাওয়ায় জলের মত নড়্‌ত। এটা আগুনও নয়, কারণ আগুন হ'লে জলে নিবে যেত। এটা আত্মাও নয় কারণ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, কোন বস্তুই তা নয়; সুতরাং এটা—এটা কিছুই নয়।'

"এই হ'ল তার যুক্তি; ক্রমে অনবরত সূর্য্যের দিকে চেয়ে চেয়ে এবং এই নিয়ে চিন্তা ক'রে ক'রে তার যুক্তি ও দৃষ্টি দুইই লোপ পেলে। তারপর সে যখন একেবারে অন্ধ হ'ল তখন তার খুব বিশ্বাস হ'ল যে সূর্য্য নেই।

"এই অন্ধ লোকটির সঙ্গে একজন চাকর এসেছিল। সে ঐ অন্ধলোকটিকে একটা নারিকেল গাছের ছায়ায় বসিয়ে রেখে, মাটি থেকে একটা নারিকেল কুড়িয়ে নিয়ে, তা থেকে রাত্রিরের জন্যে আলো তৈরি করতে আরম্ভ কর্‌লে। নারিকেলের ছোব্‌ড়া থেকে একটা পল্‌তে তৈরি করলে, শেষে শাঁসটা পিষে খানিকটা তেল বের ক'রে পল্‌তেটা তাতে ভেজালে।

"চাকরটি যখন ব'সে ব'সে এই কাজটি কর্‌ছিল অন্ধ লোকটি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাকে বল্‌লে—'আচ্ছা, আমি যে বল্‌ছিলুম সূর্য্যি নেই সেটা কি ঠিক নয়? দেখ্‌তে পাচ্ছ না কি রকম

অন্ধকার? তবু লোকে বলে যে সূর্য্যি আছে। আচ্ছা, সূর্য্যি যদি থাকেই, তা' হ'লে সেটা কি?'

"চাকর বল্‌লে—'সূর্য্যি কি তা' আমি জানিনে, ওতে আমার কোনও দরকার নেই। তবে আলো কি তা' আমি জানি। এই ত একটা আলো তৈরি ক'রেছি, এই দিয়েই আপনার কাজ করি, অন্ধকারে কোনও কিছু খুঁজে বের করতে হ'লে এর সাহায্যে বের ক'রে এনে আপনাকে দেই।' একজন খঞ্জ লাঠি নিয়ে নিকটে বসে ছিল; সে এই কথা শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—'স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে তুমি চিরকালই অন্ধ। সূর্য্যি কি তাও তুমি জান না। শোন তবে,—সূর্য্যি হচ্ছে একটা অগ্নিপিণ্ড বা অগ্নি-গোলক। রোজ ভোরে সমুদ্দুর থেকে সেটা ওঠে, আর রোজই সন্ধ্যার সময় আমাদের এই দ্বীপের পশ্চিম দিকের পর্ব্বত-গহ্বরে ডুবে যায়। আমরা সকলেই দেখেছি, তোমারও যদি চোখ থাক্‌ত তুমিও তা' হ'লে দেখ্‌তে পেতে।'

"একজন জেলে মন দিয়ে এই সব কথাবার্ত্তা শুনছিল, সে বল্‌লে —'নিশ্চয় তুমি কখনও নিজের দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাও নি,— দেশের বাইরে গিয়ে কিছুই দেখ নি! তুমি যদি খোঁড়া না হ'তে আর আমার মত জেলে-ডিঙ্গীতে ক'রে বেরুতে, তা' হ'লে তুমি দেখ্‌তে পেতে যে, আমাদের দেশের পর্ব্বতগুলির ভেতরেই সূর্য্যি অস্ত যায় না। যেমন রোজ ভোরে সমুদ্র থেকে ওঠে, তেমনই আবার রোজ সন্ধ্যার সময় সমুদ্রে ডুবে যায়। এ ঘটনা খাঁটি সত্য,—আমি রোজই নিজের চোখে দেখি।'

"তখন আমাদের জাহাজের একজন ইংরাজ নাবিক বল্‌লে, 'সূর্য্যের গতিবিধি সম্বন্ধে আমাদের ইংলণ্ডের লোক যত জানে এত

আর কেউ জানে না। সকল ইংরাজই জানে যে, সূর্য্য কোনখানে উদয়ও হয় না, বা কোনখানে অস্তও যায় না। এটা পৃথিবীর চারধারে অনবরত ঘুর্‌ছে।. আমরা পৃথিবীর চারধার পরিভ্রমণ ক'রে দেখেছি যে, সূর্য্য নেই এমন জায়গা পৃথিবীতে নেই। যেখানেই গেছি ভোরে সূর্য্যর আলো দেখেছি, আর রাত্তিরে অন্ধকার, যেমন আমাদের এখানে, ঠিক তেমনিই।' তারপর একটা লাঠি দিয়ে মাটির উপর কতকগুলো বৃত্ত এঁকে কি ক'রে সূর্য্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে এবং সূর্য্য আকাশেই বা কি ক'রে চলে তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পার্‌লে না। শেষে জাহাজ পরিচালককে দেখিয়ে দিয়ে সে বল্‌লে—'এ সম্বন্ধে ইনি আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। ইনিই এটা খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পার্‌বেন।'

"জাহাজ-চালক খুব বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। তিনি চুপ ক'রে মন দিয়ে সব কথা শুন্‌ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস কর্‌বার পূর্ব্বে তিনি কোন কথাই বলেন নি। সকলেই তাঁর দিকে ফির্‌ল। তিনি তারপর বল্‌লেন—'আপনারা প্রত্যেকেই ভুলপথে চলেছেন এবং নিজেদের ফাঁকি দিচ্ছেন। সূর্য্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না, পৃথিবীটাই সূর্য্যের চারদিকে ঘোরে, চব্বিশ ঘণ্টায় একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে ; এ কেবল জাপান, ফিলিপাইন আর এই সুমাত্রা দ্বীপেই নয়, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা এবং আরও অনেক দেশে সূর্য্য আলো দিয়ে থাকে। একটা পাহাড়, একটা দ্বীপ, একটা সমুদ্রে কিংবা শুধু একটা পৃথিবীতেই আলো সে দেয় না, আমাদের এই পৃথিবীর মত আরও অনেক গ্রহও সূর্য্যের আলো পেয়ে থাকে। যদি আপনারা পায়ের নীচের মাটির দিকে না চেয়ে আকাশের দিকে একবার

তাকান, তা' হ'লে সকলেই এটা বুঝ্‌তে পার্‌বেন, আর কখনও আপনাদের মনে হবে না যে, কেবল আপনাদের জন্যেই অথবা আপনাদের দেশেই সূর্য্য উঠে।'

"সেই জ্ঞানী জাহাজ-চালক ত এইরূপ বল্‌লেন ; তিনি পৃথিবীর চারদিকে অনেক দেশে গিয়েছেন এবং অনেক সময় আকাশের দিকে চেয়ে কত কি চিন্তা করেছেন।"

কন্‌ফিউসিয়াসের শিষ্য সেই চীনদেশীয় ভদ্রলোক তারপর বলিতে লাগিলেন—"ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। অহঙ্কারই মানুষের ভিতর ভুল ও কলহের সৃষ্টি করে। সূয্যি যেমন সব জায়গায় আলো দেয়, ভগবান্‌ও তেমনি সব জায়গায়ই রয়েছেন। প্রত্যেকেই মনে করে ভগবান্ তার নিজের, অন্তত তার নিজের দেশের। যে ভগবান্‌কে এই পৃথিবীও ধারণ কর্‌তে পারে না,—যিনি অনন্ত, অসীম, তাঁকে প্রত্যেক জাতিই নিজেব মন্দিরের ভিতর বদ্ধ রাখ্‌তে চায়।

"সকল মানবকে এক বিশ্বাস ও এক ধর্ম্মে বদ্ধ করবার জন্যে স্বয়ং ভগবান্ যে মন্দির তৈরি ক'রেছেন, তার সঙ্গে অন্য কোন মন্দিরের তুলনা হয় কি ?"

"ভগবানের এই মন্দির হচ্ছে এই জগৎটা। এই মন্দিরের আদর্শ নিয়েই মানুষ মন্দির তৈরি করেছে। প্রত্যেক মন্দিরেই ছাদ আছে, আলোক আছে, ছবি কিংবা কারুকার্য্য আছে, অনুশাসন-লিপি আছে, শাস্ত্র আছে, বলি, বেদী ও পূজারী আছে। কিন্তু কোন মন্দিরের আকাশের মত ছাদ, সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রের মত দীপমালা আছে কি ? অথবা এই জীবিত, স্নেহ-মমতা-পূর্ণ পরদুঃখকাতর মানুষের সঙ্গে কোন প্রতিমূর্ত্তির তুলনা হয় কি ? ভগবান্ মানুষের

সুখের জন্য তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদ চারধারে ছড়িয়ে রেখেছেন; তাঁর চেয়ে সরল সহজ ভগবানের দয়ার কথা আর কোথায় লেখা আছে? মানুষের বুকের ভেতর যা লেখা র'য়েছে তার চেয়ে সুস্পষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র আর কোথায়? মানুষ প্রেমের মূর্ত্তি নিয়ে একে অন্যের জন্য যে নিজের সুখ বিসর্জ্জন করে, তার মত মূর্ত্তি আর কোথায়? সজ্জনের অন্তঃকরণের-সঙ্গে কোন বেদীর তুলনা হয় কি? সাধুর মনেই তিনি বলি গ্রহণ করেন।

"ঈশ্বরসম্বন্ধে মানুষের ধারণা যত উঁচু হবে সে ততই বেশি জান্‌তে পার্‌বে; আর তাঁকে যত বেশি জান্‌তে পার্‌বে, ততই তাঁর দয়া, স্নেহ ও মানুষের প্রতি ভালবাসা অনুকরণ ক'রে সে তাঁর কাছাকাছি হবে।"